মণিহার

(ঐতিহাসিক নাটক)

বাদশা-বেগম-বান্দা, রক্তে রাঙা প্রান্তর, খুনী আসামী
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

সব্যসাচী প্রণীত

শ্রীমতী পাবলিশার্স
২৬/২, এ. তারক চ্যাটার্জ্জী লেন কলিকাতা-৫।
শ্রীমতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

—০—

প্রথম সংস্করণ]

নগেন্দ্রনাথ মাইতি রচিত বাস্তবধর্মী নাটক

নিলামবালা

বা

ফেরিওয়ালা

[নিউ মা কালী অপেরায় অভিনীত]

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা বেকারত্ব। কিন্তু মোহন বি-এ পাশ করে সে সমস্যার সমাধানে লজ্জার মুখোশ খুলে স্বাধীন ব্যবসার পথ ধরলে।

মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সাবান, আলতা, পাউডার, স্নো, আয়না, চিরুনী নিলামে বেচে সংসার চালিয়ে একমাত্র বোনকে বি-এ পাশ করালো। সে বলতে চায়—দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকরা যেন বেকারত্বের দায়ে অতি মুনাফাবাজ ধনী ব্যবসায়ীদের দুয়ারে ধর্ণা না দিয়ে, তারই মত ছোট-খাটো ব্যবসার পথ ধরে জীবন যাপন করে।

কিন্তু—

সাধু উদ্দেশ্য বানচাল করবার লোকেরও দেশে অভাব নেই। তাই মিল-মালিক ধনী গৌরীশঙ্করের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ম্যানেজার জানকীরাম টাকাব ফাটকাবাজীতে মোহনকে হস্তগত করে তার ভগ্নী মাধুরীর যৌবন উপভোগ করতে চায়। মোসাহেব গঙ্গারাম হয় তার ঘটক। কিন্তু আধুনিকা গীতা ওদের প্রতিবন্ধকতায় বিপদে জড়িয়ে পড়ে, এবং মোহনের সাহায্যে বিপদমুক্ত হয়ে তাকে ভালবাসে। জানকীর বন্ধু বাবুলাল মাড়োয়ারী মোহনকে বিপদে ফেলতে ছল চক্রের সৃষ্টি করে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তুমুল সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। পদ্ম গয়লানী হয় মোহন আর মাধুরীর সহায়। কিন্তু সংঘর্ষের পরিণামে গীতার বক্ষরক্তে বসুমতী রাঙা হয়ে যায়। চক্রান্তকারী জানকী আর বাবুলালের চক্রান্ত ধরা পড়ে। কিন্তু মোহন প্রাণ দেয় বাবুলালের অস্ত্রমুখে; ঠিক সেই মুহূর্তে গৌরীশঙ্করের জামাতা দেবীপ্রসাদ গুলি করে মারে বাবুলালকে। আর সেই রক্তপ্লাবনের মধ্যে মোহন নিলামওয়ালার ভগ্নী মাধুরীকে ভ্রাতৃবধূ বলে বরণ করে নেয় গৌরীশঙ্করের কন্যা সবিতা। মোহন নিলামওয়ালার স্মৃতি অমর হয়ে থাকে বাংলার



প্রচ্ছদ:
সত্য চক্রবর্তী

মুদ্রাকর:
শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৯।এ।এইচ২, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬



বারংবার যার উৎসাহ এবং প্রেরণায় এই নাটক

লেখা সম্ভব হয়েছে, আমার সেই

প্রিয়তমা পত্নী শ্রীমতী শেফালী রাণীর

করকমলে।

ইতি—

স্বামী।

হিমাংশুশেখর মাইতি প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক

অশ্রুসাগর

যাত্রার আসরে দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত।

কে সেই ইতিহাসের রক্ত লোলুপ নরশার্দুল—যার রক্তলিপ্সা চরিতার্থ করতে দিল্লীর হারেমে বয়ে গেল রক্তের বন্যা? অশ্রুর দরিয়ায় দাঁড়িয়ে কে ওই প্রতিহিংসাময়ী রমণী, যার বুকভরা অভিশাপে দিল্লীর মসনদ টলমল করে উঠলো? দিল্লীর ইতিহাসে কোন নির্ভীক শাহজাদা মসনদের মায়া কাটিয়ে রুখে দাঁড়ালো। পিতার অন্যায়ের প্রতিবাদে? প্রাণ দিয়ে কোন বিপ্লবী দেশসেবক অশ্রুর আখরে লিখে গেল জাতির মুক্তির ইতিহাস? সহস্র নির্যাতিতের পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে আসে কার বুকফাটা আর্তনাদ? সব প্রশ্নের উত্তর একই সঙ্গে পাবেন।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার "সব্যসাচী" প্রণীত

বাদশা-বেগম-বান্দা

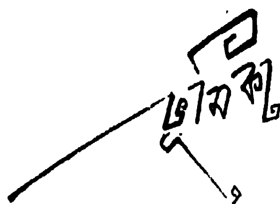
[জয়কালী অপেরায় অভিনীত]

রক্ত—রক্ত! হারেমে বয়ে গেল রক্তের স্রোত। দরবারে নড়ে উঠলো রত্নখচিত মসনদ। অসির ঝন্‌ঝনায় মুখর হলো সমগ্র প্রাসাদ। মমতাময়ী বেগম বিস্ময়ে হতবাক, পয়জারবাহী বান্দার নয়নে তপ্ত অশ্রু-জল, রক্ষী প্রহরী নকীবের কণ্ঠে বুকফাটা হাহাকার…আর বাদশা? তাঁর কি হলো? কে তাকে সঙ্কেতে…আয়—আয় বলে ডাকে? কবর, না হিন্দুস্থানের জনতা? কার ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন? কি হলো তার শেষ পরিণাম? শুনতে কি চান সেই মর্মস্পর্শী কাহিনী?

সিরাজউদ্দিন আহম্মদের কাল্পনিক নাটক

অন্নের কাঙাল বা গুপ্তচর

পরের ভাল যে দেখতে পারে না, সে কখনও পরিণামের ভাবনা ভাবে না। তার অমানুষিক হঠকারিতায় জমিদার পুত্র হলো পথের ভিখারী; ভাই হয়ে এক ভাইকে করলো রাজ্যছাড়া। আর এক ভাইকে করলো বন্দী। তারা যাতে মাথা তুলতে না পারে, তার জন্য লেলিয়ে দিল নর-পিশাচদের। পুরস্কারের লোভে এক নরপশু বড় ভাইকে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করলো। চারিদিকে অত্যাচার অনাচার ও নারী নির্যাতন চললো অবাধে। তারপর কি হলো, এই নাটকে দেখুন।



"মণিহার" নাটকটির আখ্যানভাগ মূলত ঐতিহাসিক। কাহিনী ঐতিহাসিক হলেও, এর অনেক চরিত্র কাল্পনিক। তবে মূল কাহিনী যাতে বিকৃত না হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছি। আলাউদ্দিন খিলজী, মালিক কাফুর এবং ভূপেন্দ্র সিংহের কাহিনীই এ নাটকের প্রধান চরিত্র। ইতিহাস যেখানে সমস্ত কথা প্রকাশ করতে পারেনি—কল্পনায় সেগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছি। এই নাটক লেখার জন্য ৺শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শঙ্খকঙ্কন' উপন্যাস এবং 'ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস' বিশেষ সাহায্য করেছে। সেজন্য উক্ত লেখকগণের নিকট আমি ঋণী।

শেষে বলি, যদি অনবধানবশত এ নাটকের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, তাহলে অনুরাগী নাট্যরসিকগণ যেন সুবিচার করেন।

অক্ষয় তৃতীয়া
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

ইতি—
গ্রন্থকার

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত গোস্বামীর রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক নাটক

কলিজার খুন

[ক্যালকাটা অপেরার বিজয় নিশান]

কে—কে কাঁদে ? বাতাসে ভেসে আসে কার ওই করুণ কণ্ঠস্বর ? একি কোন রমণীর করুণ ক্রন্দন, না কোন হতভাগার আত্মবিলাপ ? ও আবার কে ? কে হাসে ? কার ওই অট্টহাসি ? চুপ—চুপ। কেন হাসো ? কেন তোমার কটাক্ষ চোখদুটি মানুষকে গিলতে চাইছে ? তুমি হিন্দু, না মুসলমান ? তুমি বাঙালী, না অন্য কেউ ? বল, উত্তর দাও—কার রণহুঙ্কারে বাঙালীর মনে জলছে বিদ্রোহের আগুন ? চতুর্দিকে কেন আজ "মার-মার" রব ? কেন শোনা যায় সবার মুখে, "চাই রক্তের বদলের রক্ত, খুনকা বদলা খুন। মাথা দেবো তবুও মাটি দেবো না। নারীর ইজ্জত বাজারের পণ্য-দ্রব্যের মত নয়।"

নাট্যকার শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক

ঝড় আসছে

ভারতের বুকে চরম আঘাত হানতে হানাদারবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুলতানী আমীর খিজির খাঁ। স্বাধীনতা রক্ষায় দিল্লীশ্বর দৌলত খাঁ ডাক দিলেন হিন্দু-মুসলমান দেশের প্রতিটি জনগণকে। কিন্তু কার সুনিপুণ চক্রান্তে হিন্দুবীর অমর সিংহকে মিথ্যা অপরাধে নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে চলে যেতে হলো হিন্দুস্থানের বাইরে ? কাদের বেইমানীতে পরদেশী শত্রুর অস্ত্রে হিন্দু-মুসলমানের বুকের রক্তে লালে লাল হয়ে গেল দিল্লীর রাজপথ ? সেই রক্তে ভেজা মাটির বুকে আবার কি ভারতবাসীর স্বাধীন পতাকা উড়েছিল ? অভিনয় করুন 'ঝড় আসছে'।

অধ্যাপক গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী এম-এ, প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক

"রাজরক্ত"

রক্তের হোলি না খেলে মসনদে বসল বাদশা। কিন্তু রাজত্ব করতে পারল না কেন ? সে কি মসনদকে রাজরক্ত দেয়নি বলে ? মর্জি খোদাকি—খেল নসীবকি যার বুলি, তার উপরেও কেন ঝুলে শয়তানের কৃপাণ ? সেকি রাজরক্তের তৃষ্ণা মেটাতে ? কে ওই শয়তান, যার ইঙ্গিতে দিল্লীর প্রাসাদে বয়ে যায় রাজরক্তের নদী ? আবার কে ওই বিভীষিকা, যার ভয়ে শয়তানেরা শিউরে ওঠে—কিন্তু নিরীহ মানুষের দল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ? এ নাটক তারই রক্তাক্ত কাহিনী। পড়ুন, অভিনয় করুন।



—পুরুষ—

আলাউদ্দিন খিলজী	...	...	ভারত সম্রাট।
কাফুর খাঁ	...	...	ঐ সিপাহশালার।
আনোয়ারউদ্দিন	...	...	ঐ বান্দা।
ভূপেন্দ্র সিংহ	...	...	পঞ্চমপুরের রাজা।
নাগেশ্বর	...	...	ঐ অমাত্য।
রামরুদ্র	...	...	নাগেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
বিজয়কুমার	...	...	পরিচয়হীন যুবক।
যাদব	...	...	রাজভৃত্য।
মামুদ শা	...	...	দস্যু সর্দার।
লতিফ খাঁ	...	...	ঐ সহকারী।
হরিচরণ	...	...	পান্থপাল।
প্রদীপ	...	...	ঐ বালক পুত্র।
ভয়াল	...	...	নির্যাতিত যুবক।

—স্ত্রী—

মেহেরউন্নিসা	...	...	আলাউদ্দিনের বেগম।
নন্দিনী	...	...	পরিচয়হীনা।
চম্পাকলি	...	...	রাজকন্যা।

বাঈজী।

---

* অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক নাটক

বধূবরণ

[কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ শিল্পীতীর্থ যাত্রা সংস্থায় অভিনীত]

সন্ত্রাসের কালো মেঘ আজ বাংলা তথা সারা ভারতের আকাশে ঘনীভূত। খুনোখুনীর রাজনীতি বন্ধ করতে পুলিশ থেকে ফৌজ পর্যন্ত নিয়োজিত হয়েছে। কিন্তু যারা বিনা অস্ত্রে দিনের পর দিন খুন করে আইনকে ফাঁকি দিয়ে আপনার আমার পাশে সাধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের শাস্তি বিধানের আদালত সভ্য জগতে কোথায়? এ প্রশ্ন শ্যামাপদ চক্রবর্তীর মেয়ে পূরবীর, যে ধনীর খেয়ালে গৃহহারা সর্বহারা হয়ে রুগ্ন শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে পরের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করেছে, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করেছে, পতিভক্তির যূপকাষ্ঠে স্মৃতিশক্তি বলি দিয়েছে। এ প্রশ্ন বিমলের, যে শিক্ষিত আদর্শ চরিত্রের হয়েও সংসারের চাহিদা মেটাতে চৌর্যবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। বিমলের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? প্রকৃত খুনী কি গুণ্ডা সর্দার কালীকিঙ্কর? ভবঘুরে উদয় কেন হয়েছিল রিক্সাওয়ালা? শেখরের আভিজাত্যের অহঙ্কার কেমন করে চূর্ণ হলো? কালিডাঙার বাঁড়ুজ্যে বংশের অপহৃত হার কেমন করে এল প্রকৃত বধূর গলায়? হাসি-কান্নার অপূর্ব সমাবেশ। শেষ দৃশ্যের জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে। এক মুঠো অন্ন, এরা কারা?

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ঐতিহাসিক নাটক

রক্তে ধোয়া কবর

[কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সত্যনারায়ণ অপেরায় অভিনীত]

বাংলার শেষ নবাবের জীবননাট্যের এক রক্তঝরা কাহিনী। বকসারের রক্তরঞ্জিত রণক্ষেত্রে নবাবের শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয়। বেইমানের কূট ষড়যন্ত্রের ফলে পরাজিত নায়ক কেমন করে অনির্দিষ্টের পথে চলে গেল? নর্তকী মণিবাল হয়েছিল মণিবেগম, বদরউন্নিসা কি প্রতিহিংসার আগুনে জাফর আলির বংশ ধ্বংস করতে পেরেছিল? হুগলীর মুন্সি জয়কৃষ্ণের বিশ্বাসঘাতকতা, কুমার উদয়নারায়ণের পিতা বিজয়নারায়ণ কর্তৃক কেন নির্বাসিত হলো? উদয়নারায়ণের পত্নী কৃষ্ণাকুমারীর লোভে তুর্কী ইউসুফ খাঁর শয়তানী, ওয়ালটার রাইট সমরুর হত্যার হোলি খেলা। এর জবাব দেবে এই নাটকের পাতায়।

মণিহার

—:০(*)০:—

প্রথম অঙ্ক

—এক—

সুলতান শিবির

সুরাপাত্র হস্তে আনোয়ারের প্রবেশ।

আনোয়ার। ঝুট্—বিলকুল ঝুট্। কোথায় হিন্দুস্থানের বসরাই গোলাপ আর কোথায় ইরাণের মরুভূমি। সবই এক, সবই রঙিন। এই রঙিন তুনিয়ায় আমি শুধু তোমার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাই সুন্দরী। [সুরাপান] এসো—আরও কাছে এসো। কিন্তু হুঁশিয়ার সুন্দরী, লোভের বশে আনোয়ারকে মাতাল করিয়ে তার দীলটাকে আনোয়ার করে তুলো না। [বাঈজী আসিয়া কুনিশ করিয়া দাঁড়াইল] নাচ—গাও—ফূর্তি কর। আনন্দের হিল্লোলে তামাম দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য পথ ভাসিয়ে দাও।

বাঈজী।—[নৃত্য-গীত আরম্ভ করিল।]

গান

পিও পিতম লাল সিরাজী লালিম ঠোঁটে দাও ছোঁয়া।
লাল আঁখিতে মিলাও আঁখি সফল হবে দীল দেওয়া।

দীল বাগিচায় ফোটেনি ফুল,
মন আঙিনায় থাকবে না ভুল,
দীল মহলায় জ্বলবে চেরাগ তার পরশের স্বাদ নেওয়া।

আনোয়ার। বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা, এই নাও বকশিস। [কণ্ঠহার দান]

বাঈজী। হুজুর মেহেরবান।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান।

চাবুক হস্তে আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। [কর্কশকণ্ঠে] আনোয়ার!

আনোয়ার। আদেশ করুন খোদাবন্দ।

আলাউদ্দিন। বেত্তমিজ! [কশাঘাত] আমার শিবিরে বাঈজী নিয়ে সরাপ পান করতে তোমার শরম লাগল না?

আনোয়ার। জাঁহাপনা!

আলাউদ্দিন। যাও, কাফুরকে আমার এত্তেলা পাঠাও।

আনোয়ার। সেলাম জাঁহাপনা, আপনাকে লাখো লাখো সেলাম।

[প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এরাই আবার হিন্দুত্বের বড়াই করে! সামান্য একটা চাবুকের আঘাত যারা সহ্য করতে পারে না, তারা জাহির করে নিজেদের বীরত্ব। আলাউদ্দিন খিলজী জীবিত থাকতে ইসলাম ধর্মকে বিপন্ন হতে দেবে না। তামাম দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেবে ইসলামের বীজ। যদি সহজে না পারি, বলপূর্বক বাধ্য করাব।

কাফুর খাঁ সহ আনোয়ারের পুনঃ প্রবেশ।

কাফুর। গোলামের সেলাম পৌঁছে জাঁহাপনা। এমন অসময়ে আমায় তলব কেন খোদাবন্দ ?

আলাউদ্দিন। আমি তোমার বীরত্বে অত্যন্ত মুগ্ধ। আশাকরি ভবিষ্যতে তুমি আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হয়ে থাকবে। কিন্তু পরীক্ষার এখনও শেষ হয়নি। আমার সাম্রাজ্যে মুসলমানরাই সমস্ত কার্যে অগ্রাধিকার পাবে—এ সংবাদ সারা ভারতবর্ষে জানিয়ে দাও।

কাফুর। যো হুকুম খোদাবন্দ।

আনোয়ার। এমন কাজ করতে যাবেন না জাঁহাপনা। আপনার রাজত্বে হিন্দুরা তাহলে ক্ষুব্ধ হবে।

আলাউদ্দিন। হোক। হিন্দুরা চিরকাল এমনি কাফের হয়েই থাকবে। আর যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, তাদের আমি রাজ্যের সর্বত্র মুসলমানদের সমান মর্যাদা দেবো।

আনোয়ার। জাঁহাপনা! এ অন্যায়।

আলাউদ্দিন। আনোয়ার! তোমার স্পর্ধা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তুমি তো একদিন হিন্দু ছিলে। কি গৌরব অর্জন করেছিলে বলতে পার ?

আনোয়ার। সেদিন যদি গৌরবের সন্ধান করত, কেদার রায় তাহলে আর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আনোয়ারউদ্দিন হতে পারত না জনাব! আজ তার অন্তরে এক শয়তান জেগে উঠেছে। আর সেই শয়তানটাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য [সুরাপাত্র দেখাইয়া] এরই আশ্রয় নিতে হয়েছে।

কাফুর। আনোয়ার!

আনোয়ার। তুমি বুঝতে পারবে দোস্ত। জন্মভূমিতে নিরম্বু উপবাস করা ভাল, তবু বিদেশীর দেওয়া রাজভোগ গ্রহণেও মহাপাপ।

আলাউদ্দিন। [কশাঘাত করিয়া] আনোয়ার! কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একথা বলছ তা জান?

আনোয়ার। জানি জনাব!

আলাউদ্দিন। তোমার অপরাধ অমার্জনীয়। সুলতানী আদেশ অমান্য করে বাদশাহী শিবিরে সুরাপান করার শাস্তি কি, তা বোধ হয় তোমার অজানা নয়।

কাফুর। এবারের মত আনোয়ারকে ক্ষমা করবেন জাঁহাপনা। ওরই সাহায্যে আমরা এতদিন অগ্রসর হয়েছি। আজ যদি রাজদ্রোহীর অপরাধে ওকে দুনিয়ার বুক থেকে অপসারিত করেন তাহলে আপনার জীবনেও নেমে আসবে পরাজয়ের অপরিসীম লজ্জা।

আলাউদ্দিন। কাফুর!

কাফুর। জনাব!

আলাউদ্দিন। এতদিন আমার কথায় কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি। তবুও আনোয়ারের এই অদূরদর্শিতার জন্য আমি ওকে ক্ষমা করলাম।

আনোয়ার। এ গোলাম আপনার দোয়া নিয়ে ধন্য হলো জনাব।

আলাউদ্দিন। শোন, পঞ্চমপুর আর সপ্তমপুরে কত আওরত আছে বলতে পার?

আনোয়ার। আমি এর সংবাদ রাখি না খোদাবন্দ।

আলাউদ্দিন। [চাবুক আস্ফালন করিতে করিতে] আনোয়ার! আলাউদ্দিন খিলজীকে যদি চিনতে না পার, আমি চিনিয়ে দেবো। বল, কত আওরত আছে এই দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য প্রদেশে?

আনোয়ার। এখানে শুধুই পার্বত্য-পথ আর মরুভূমি জাঁহাপনা। একটাও খাপসুরত আওরত নেই।

আলাউদ্দিন। আওরত যদি নেই, তবে পুরুষ জন্মালো কি করে? কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, কৈফিয়ত দাখিল কর। নইলে—[চাবুক আস্ফালন]

কাফুর। আমি সংবাদ রাখি জাঁহাপনা।

আলাউদ্দিন। তুমি?

কাফুর। হ্যাঁ। আনোয়ার জানলেও নিজের দুর্বলতায় প্রকাশ করতে পারছে না। আমি সারা দাক্ষিণাত্য প্রদেশ পরিভ্রমণ করেছি, আপনি যা কিছু জানতে চান—আমার কাছে তার সবিশেষ বিবরণ পাবেন।

আলাউদ্দিন। হ্যাঁ, বিবরণ আমাকে নিতেই হবে। আলাউদ্দিনের জীবনে এখনও ভোগের নেশা কাটেনি, জীবনে যাকে সে চেয়েছে তাকেই পেয়েছে! শুধু ব্যর্থ করে দিয়েছিল একজন। তাই আমি তার রাজ্যকেও শ্মশানে পরিণত করেছি। রাণী পদ্মিনী! তুমি যদি আমার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে, তাহলে আর চিতোরের নারী-সমাজকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হতো না। এর জন্য দায়ী খাপসুরত নারী পদ্মিনী। না-না, কোন কথা নয়; নারীজাতির উপর আমি চরম প্রতিশোধ নিতে চাই।

কাফুর। জাঁহাপনা!

আনোয়ার। এখনও সময় আছে মেহেরবান। এই নারীর জন্য দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাবণকেও সবংশে নিহত হতে হয়েছে। মহিষাসুরের মত শক্তিমান বীরকেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। আপনি এদিকে আর হাত বাড়াবেন না জনাব।

আলাউদ্দিন। হুঁশিয়ার নফর! [কশাঘাত] আলাউদ্দিন খিলজী কোনদিন কারো সম্মুখে মাথা নত করেনি, আজও করবে না। আচ্ছা কাফুর! এখানে আর কতজন খাপসুরত আওরত আছে?

কাফুর। আছে অনেক। তবে পঞ্চমপুরে একজন।

আলাউদ্দিন। পঞ্চমপুরে! কার কন্যা?

কাফুর। রাজা ভূপেন্দ্র সিংহের।

আলাউদ্দিন। রাজা ভূপেন্দ্র সিংহ বেইমান। তাই সে এতদিন আমার হাতে তার কন্যাকে সমর্পণ করেনি। তার এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আমি তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবো।

কাফুর। আমি তার ব্যবস্থা করে এসেছি শাহানশা।

আলাউদ্দিন। কি ব্যবস্থা করেছ?

কাফুর। আমি তাকে তলব দিয়ে আনিয়েছি খোদাবন্দ। তিনি আপনার দর্শন অপেক্ষায় শিবিরের বাইরে আছেন।

আলাউদ্দিন। তোমার বুদ্ধির তারিফ করি। যাও, তাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর।

ভূপেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

ভূপেন্দ্র। সেলাম নিন জাঁহাপনা!

আলাউদ্দিন। ও। পঞ্চমপুরের রাজা ভূপেন্দ্র সিংহ? আপনার এত সাহস যে, আমার আদেশ উপেক্ষা করে আপনার কন্যাকে পাঠিয়ে দেননি? জানেন, আমি আপনার কি করতে পারি?

ভূপেন্দ্র। জানি জনাব, এই মুহূর্তে আমার শিরচ্ছেদ করে, রাজ্যটাকে ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু তবুও পিতা হয়ে কন্যাকে আপনার ভোগের জন্য পাঠাতে পারি না।

আলাউদ্দিন। এখনও ভেবে দেখুন, আমি তামাম হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র অধিপতি হতে চলেছি। আর আপনার কন্যা হবে সেই সুলতানের বেগম। আপনি যদি স্বেচ্ছায় আপনার কন্যাকে আমার হাতে তুলে দিতে চান, তাহলে আপনার সিংহাসন নিষ্কণ্টক হবে, আপনি হবেন ভারত সম্রাটের পরমাত্মীয়।

ভূপেন্দ্র। আমি কন্যা হারিয়ে রাজ্য চাই না শাহানশা। আপনি আমাকে যে শাস্তি দিতে-চান, আমি শির পেতে গ্রহণ করতে সম্মত আছি।

আলাউদ্দিন। শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। আলাউদ্দিন খিলজী কাউকে কোনদিন ক্ষমা করেনি, আপনাকেও ক্ষমা করবে না। রাজ্যের জন্য চাচা সাহেবকে হত্যা করেছি, অমাত্যদের শূলে চড়িয়েছি; যারা বিদ্রোহ করেছে, তাদের গায়ের ছাল তুলে নিয়ে রাজপথে কুকুর শৃগাল দিয়ে ভক্ষণ করিয়েছি। যদি মঙ্গল চান, স্বেচ্ছায় আপনার কন্যাকে আমার শিবিরে পাঠিয়ে দিন।

কাফুর। এমন সাধু প্রস্তাব ক'জন করে রাজাসাহেব! আপনার কন্যা ভারতেশ্বরী হবেন, এ তো পরম গৌরবের কথা।

ভূপেন্দ্র। তুমি ধর্মহারা পয়জারের গোলাম। যদি কোনদিন সত্যিকারের পিতা হতে পারতে, তাহলে বুঝতে এ আমার কতবড় জ্বালা! না-না, এ আমি কিছুতেই পারবো না।

আলাউদ্দিন। আনোয়ার!

আনোয়ার। হুকুম করুন খোদাবন্দ!

আলাউদ্দিন। এই কাফেরটাকে হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে দিল্লীতে নিয়ে চল। আর ওর মেয়েটাকে চুলের মুঠি ধরে আমার কাছে টেনে নিয়ে এসো।

কাফুর। এতটা উত্তেজিত হবেন না জনাব। আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছি।

আলাউদ্দিন। কাফুর খাঁ!

কাফুর। এখনও ভেবে দেখুন রাজা, আপনার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে ভারত সম্রাটের এতটুকু ক্ষতি করতে পারবেন না। উপরন্তু রাজ্য রাজকন্যা পুত্র পরিবার মুহূর্তে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যাবে।

ভূপেন্দ্র। কাফুর খাঁ!

কাফুর। আপনার জন্য দাক্ষিণাত্যের প্রজারা চোখের জলে প্লাবন বইয়ে দেবে। কত সতীর সিঁথির সিঁদুর মুছে যাবে। কত জননী সন্তান হারাবে। সমস্ত সাম্রাজ্যে চলবে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। আভিজাত্যের মোহে এভাবে দেশকে আপনি শ্মশানে পরিণত করবেন না রাজা!

ভূপেন্দ্র। [স্বগত] একদিকে কন্যা, অন্যদিকে আমি। একদিকে সম্মান, অন্যদিকে ধ্বংসের হাহাকার। একদিকে হাজার হাজার প্রজার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস, অন্যদিকে অসংখ্য নারীর অগ্নিতে জহরব্রত অনুষ্ঠান। না-না, আমি ভাবতে পারছি না। ওগো বিশ্বনিয়ন্তা! তুমি আমায় পথ দেখিয়ে দাও প্রভু। পিতা হয়ে কন্যাকে নরকে নিক্ষেপ, আর রাজা হয়ে প্রজার সর্বনাশ—আমি কোনটাকে বেছে নেবো?

কাফুর। আপনার কন্যাকে জাঁহাপনার হাতে তুলে দিয়ে দেশকে রক্ষা করুন।

ভূপেন্দ্র। তবে ছিঁড়ে যাক স্নেহের বন্ধন, মুছে যাক মন থেকে একটা ব্যথাবিধুর করুণ মুখচ্ছবি। দূরে যাক আভিজাত্য গর্ব, আমি আমার কন্যাকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে জগতে একটা নতুন পিতৃকর্তব্য পালন করব জনাব! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[পাগলের ন্যায় দ্রুত প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সামান্ত একটা মূষিক হয়ে সিংহের সঙ্গে করতে চায় বিবাদ! এই দুনিয়ার মাঝে আলাউদ্দিন কোথাও জালবে ধ্বংসের আগুন, আবার কোথাও গড়ে তুলবে নারী-প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ সহস্র সহস্র সমাধি মন্দির। কামনার ইন্ধনরূপে নারী-জাতিটাকে আমি এইভাবে ধ্বংস করতে চাই।

গাহিতে গাহিতে ভয়ালের প্রবেশ।

ভয়াল।—　　　　গান

হুঁশিয়ার শয়তান!
রক্তে নদী বইবে এবার সাবধান ওরে সাবধান।

আলাউদ্দিন। সাবধান! [কশাঘাত] হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ভয়াল।—　　　　পূর্ব গীতাংশ

চাবুকের দিন হয়ে যাবে শেষ,
(ওরে) জাগবে এবার হিন্দুর দেশ,
পাল্টা চাবুক পড়ে তোর পিঠে করিবে জীবনের অবসান।

আলাউদ্দিন। অপদার্থ! [কশাঘাত করিতে করিতে] যতদিন আলাউদ্দিন খিলজী জীবিত থাকবে, ততদিন সে শুধু নারীর সৌন্দর্য ভোগ করে বাসী ফুলের মত তাদের পথে ফেলে দেবে।

ভয়াল। না-না, তা তুমি পারবে না লম্পট সম্রাট।

[দ্রুত প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। [উত্তেজিত হইয়া] শয়তানটাকে বন্দী কর কাফুর খাঁ।

কাফুর। ও যে উন্মাদ জনাব।

আলাউদ্দিন। উন্মাদ? না-না, ওকে তোমরা উন্মাদ মনে

করো না। এসো আনোয়ার, কাফেরটাকে যেমন করেই হোক বন্দী করতেই হবে।

[আনোয়ার সহ প্রস্থান।

কাফুর। শক্তির অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে আজ তুমি অনেক উঁচুতে উঠে গেছ আলাউদ্দিন। যাও। কাফুর খাঁও তার নির্যাতনের কথা বিস্মৃত হয়নি। যেমন করে আমার জনাবকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে তার পত্নীকে উপভোগ করছ, ঠিক তেমনি করে আমি তোমার বিশ্বাসভাজন হয়ে, শেষে তোমারই বুকে বসিয়ে দেবো—[ছুরিকা বাহির করিয়া] এই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

—দুই—

পঞ্চমপুর রাজপ্রাসাদ

কক্ষ

চিন্তিত ভূপেন্দ্র সিংহ একাকী পদচারণা করিতেছিলেন।

ভূপেন্দ্র। রাজ্য—ঐশ্বর্য—সংসার সবই মিথ্যা হয়ে গেল। মিথ্যা হলো আমার কল্পনার স্বর্গরাজ্য। একমাত্র আদরের দুলালীকে শয়তান আলাউদ্দিনের কাছে পাঠাতে হবে। না-না, তার চেয়ে সে হতভাগীটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে নর্মদার জলে ভাসিয়ে দেবো। রাজ্য যায় যাক, রাজা ভূপেন্দ্র সিংহ মরুক ; দেশে জলে উঠুক যুদ্ধের আগুন, তবু আমি পিতা হয়ে কন্যার এমন সর্বনাশ করতে পারবো না। না-না, কিছুতেই না।

নাগেশ্বরের প্রবেশ।

নাগেশ্বর। মহারাজ!

ভূপেন্দ্র। নাগেশ্বর! সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে তুমিই আমার পাশেই আছ। আজ আমার একটা উপকার করতে পারবে?

নাগেশ্বর। একথা বলছেন কেন মহারাজ? আদেশ করুন।

ভূপেন্দ্র। তার পূর্বে কথা দাও, আমার আদেশ অমান্য করবে না?

নাগেশ্বর। আপনার আদেশ কবে অমান্য করেছি মহারাজ! আমি ভগবানের নামে শপথ করছি, আপনি আমাকে যে আদেশ দেবেন তা আমি অবনত মস্তকে পালন করবো।

ভূপেন্দ্র। সত্য বলছো? তাহলে এই নাও ছুরিকা। [ছুরিকা বাহির করিয়া] আমূল বিদ্ধ কর আমার বক্ষে। তারপর শীলামাকে হত্যা করে নর্মদার জলে ভাসিয়ে দিও।

নাগেশ্বর। মহারাজ!

ভূপেন্দ্র। মুসলমানের উপভোগ্যা হওয়ার চেয়ে, শীলার মৃত্যু এবং আমারও মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়।

নাগেশ্বর। আপনি এ আদেশ প্রত্যাহার করুন মহারাজ। যাঁদের অনুকম্পায় এত বড়টি হয়েছি, সেই প্রভুর বুকে আমি কিছুতেই অস্ত্রাঘাত করতে পারবো না।

ভূপেন্দ্র। নাগেশ্বর!

নাগেশ্বর। আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ। না হয় রাজ্য থেকে বিতাড়িত করুন। শীলামাকে হত্যা, আপনাকে হত্যা! এ যে আমি কল্পনাও করতে পারছি না।

ভূপেন্দ্র। শেষে তুমিও আমার অবাধ্য হলে নাগেশ্বর!

নাগেশ্বর। মহারাজ!

ভূপেন্দ্র। দুঃখ তোমারও কম নয় নাগেশ্বর! কিন্তু কি করবো, আমি যে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। আর কিছুক্ষণ পরে হয়তো আলাউদ্দিনের পা-চাটা গোলামগুলো আমার মায়ের উপর অত্যাচার করতে এগিয়ে আসবে। পিতা হয়ে কন্যার লাঞ্ছনা নিজের চোখে দেখতে হবে।

নাগেশ্বর। মহারাজ! অনুমতি করলে একটা কথা নিবেদন করি।

ভূপেন্দ্র। অনুমতির প্রয়োজন নেই। বল নাগেশ্বর, কি তুমি বলতে চাও?

নাগেশ্বর। আমি বলছিলাম, পরিচারিকা নন্দিনীকে রাজকন্যার পরিচ্ছদে ভূষিত করে আলাউদ্দিনের কাছে পাঠিয়ে দিন।

ভূপেন্দ্র। এ সম্ভব নয় নাগেশ্বর। নন্দিনী আমার আশ্রিতা। এমনি একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তাকে আমি অকালে মৃত্যুর সাগরে বিসর্জন দিতে পারবো না।

নাগেশ্বর। এ ছাড়া মা-মণিকে বাঁচাবার কোন পথ নেই মহারাজ!

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। আমিও সেই কথা বলতে চাই মহারাজ। নন্দিনীকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছি, তাকেই আলাউদ্দিনের কাছে প্রেরণ করুন।

ভূপেন্দ্র। তুমি কি পাগল হলে যাদব? নন্দিনী স্বেচ্ছায় যদি সেই ম্লেচ্ছের সম্মুখে না দাঁড়ায়—

অপরূপ পরিচ্ছদে ভূষিতা নন্দিনীর প্রবেশ।

নন্দিনী। আমি স্বেচ্ছায় যেতে চাই মহারাজ। রাজ-পরিবারের এমন দুর্দিনে আমরা যদি এতটুকু সহানুভূতি দেখাতে না পারি— [চোখের জল বাধা মানিল না]

ভূপেন্দ্র। জানি মা, এ তোমার মনের কথা নয়! একটা মেয়েকে বিসর্জন দিয়ে আর একটা মেয়েকে এভাবে বাঁচাতে চাই না।

নন্দিনী। ভুল বুঝবেন না মহারাজ। আমি স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছি। সামান্য একটা দাসীর জীবনে এমন সুযোগ আর আসবে না। তাতে যদি একটা রাজবংশ রক্ষা হয়, ভগবানের আশীর্বাদ পাব। দাদু! তুমি আমাকে নিয়ে চল। আমি দেখবো কেমন সেই আলাউদ্দিন! তার পাশবিক প্রবৃত্তিটাকে আমি চূর্ণ করে দেবো।

নাগেশ্বর। তাহলে যে মহাপ্রলয় হবে নন্দিনী। সেই বাঁদীর বাচ্চাটা যখন বুঝতে পারবে যে তুমি নকল রাজকন্যা, তখন আমাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

নন্দিনী। আমি সে জাতের নারী নই মহামন্ত্রী। নিজেকে বাঁচিয়ে একটা রাজবংশের সর্বনাশ আমি হতে দেবো না।

নাগেশ্বর। আমি জানি তোমার সে সৎসাহস আছে। তবু—

নন্দিনী। নারী বলে বিশ্বাস হচ্ছে না?

ভূপেন্দ্র। মা!

নন্দিনী। আমাকে আপনারা ভুল বুঝবেন না মহারাজ। রাজকুমারীকে আমি ভগ্নীর মত ভালবাসি, তাই তার মর্যাদা রক্ষা করতে চাই।

যাদব। নন্দিনী!

নন্দিনী। দুঃখ করো না দাদু, তোমার মরণের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তুমি চলে গেলে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? তাছাড়া নারী হয়ে যখন জন্মেছি, মহারাজ আমার দায়িত্ব নিলেও একদিন তো আমাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। তাই দু'দিন আগে না হয় চলে যাচ্ছি। মহারাজ, আমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। রাজকুমারী জানতে পারলে অনর্থক ঝগড়া বাধাতে পারে। এবার আমায় বিদায় দাও দাদু।

যাদব। নন্দিনী!

নন্দিনী। আশীর্বাদ কর দাদু!

যাদব। আমি এই আশীর্ব্বাদ করছি দিদি, তোমাকে দিয়ে যেন সেই অত্যাচারী আলাউদ্দিনের জীবনের পরিসমাপ্তি হয়।

নন্দিনী। তাই হবে দাদু। আমি যদি সত্যই সীতা-সাবিত্রীর দেশে জন্মে থাকি, তাহলে নিশ্চয়ই সেই নরাধম আমার স্পর্শে জলে পুড়ে মরবে। কোটি কোটি মানুষের অভিশাপে তার মৃত্যুই হবে।

নাগেশ্বর। এতদিনে শয়তান আলাউদ্দিনের মারণাস্ত্র খুঁজে পেয়েছি রাজা। আর তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কালের নির্মম নিষ্পেষণে সুলতান আলাউদ্দিনের ধ্বংসের চক্র আজ তারই সম্মুখে নেমে আসবে।

নন্দিনী। এবার আমাকে নিয়ে চল দাদু।

যাদব। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই চল। মাতৃপিতৃহারা দিদি আমার! তোকে স্থির মৃত্যুমুখে পাঠাচ্ছি পাথরের মত নিথর হয়ে।

নন্দিনী। দাদু—দাদু!

যাদব। ওরে পাগলী, আর চোখের জল ফেলিসনে। তাতে যে আমাদের মহারাজের অকল্যাণ হবে।

নন্দিনী। অকল্যাণ নয় দাদু, বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে মনটা কেমন করছে।

ভূপেন্দ্র। নন্দিনী!

নন্দিনী। মহারাজ! [পদধূলি লইল] এবার বিদায় দিন।

ভূপেন্দ্র। বিদায়ের ভাষা আমার মুখে নেই নন্দিনী! তোমার এ মহান আত্মত্যাগের জন্য তুমি তোমার রাজাকে ক্ষমা করো। আমার কন্যাকেও ক্ষমা কর।

নন্দিনী। বোনকে আমি সস্নেহে আশীর্বাদ করে গেলাম, সে যেন সুখী হয়। মহারাজ! বিদায়—বিদায়।

[যাদব সহ প্রস্থান।

ভূপেন্দ্র। নন্দিনী! নন্দিনী—

নাগেশ্বর। মহারাজ!

ভূপেন্দ্র। মহামন্ত্রী—মহামন্ত্রী, তুমি ওদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো। ওকে আমি কিছুতেই সেই জানোয়ারটার সম্মুখে পাঠাতে পারবো না।

নাগেশ্বর। মহারাজ, এ দুর্বলতা আপনার শোভা পায় না। নন্দিনী গেছে ভগ্নীর কল্যাণে, সমস্ত নারী জাতিকে অত্যাচারের কবল হতে মুক্তি দিতে। আপনি নন্দিনীকে ফিরিয়ে আনবেন না।

ভূপেন্দ্র। তোমরা সবাই এই কথা বলছো? শুধু নিজেদের দিকটা বিচার করলে, একবার সেই হতভাগীটার কথা চিন্তা করেছ কি? দেখেছ কি তার ভবিষ্যত জীবন? দুদিন পরে আলাউদ্দিন যখন তার বাসনা চরিতার্থ করে তাকে দূরে সরিয়ে দেবে, পারবে তোমরা তাকে গৃহে ঠাঁই দিতে?

নাগেশ্বর। এ আপনার ভ্রান্ত ধারণা মহারাজ। দেশের জন্য যে

নারী আত্মসুখ বলি দিতে গেছে, প্রয়োজন হলে তার জন্ত সমস্ত রাজশক্তি প্রয়োগ করবো। আর কেউ যদি গ্রহণ না করে, আমার গৃহে তাকে সাদরে ঠাঁই করে দেবো।

[প্রস্থান।

ভূপেন্দ্র। ঠাকুর—ঠাকুর! পাপীর বিনাশে তুমি ধ্বংসী মূর্ত্তিতে চক্র হাতে নেমে এস।

[প্রস্থান।

—তিন—

সুলতান শিবির

চাবুক হস্তে উত্তেজিত আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। বেইমান—বেইমান! আমার সঙ্গে বেইমানী? রাজা ভূপেন্দ্র সিংহ! তোমাকে আমি সবংশে ধ্বংস করবো। তোমার বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখবো না। তামাম দুনিয়ার মালিক আলাউদ্দিন খিলজীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা? কে আছিস, নিয়ে আয় সেই কসবীটাকে। আমি তাকেও কোতল করবো।

রক্ষী সহ আলুলায়িতকুন্তলা নন্দিনীর প্রবেশ।

নন্দিনী। স্বামী!

[রক্ষীর প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। স্বামী! [কশাঘাত করিতে করিতে] হাঃ-হাঃ-হাঃ! মেরী স্বপ্নোকী রাণী! সাদীকা মেহেবুবা! এই বয়সে হাজার হাজার

নারীকে উপভোগে লাগিয়েছি, তারা কেউ কোনদিন মুখ ফুটে কোন বাত বলেনি! নীরবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হয়েছে। আজ তুমি এসেছ আমাকে ধোকা দিতে? বেইমানী! [কশাঘাত]

নন্দিনী। আঃ—

আলাউদ্দিন। কাঁদ, কাঁদ শয়তানী। এমনি করে কান্নার নদী বইয়ে দিলেও, কেউ তোমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। আলাউদ্দিনকে তোমরা চেন না, এইবার আমি সবাইকে চিনিয়ে দেবো।

নন্দিনী। জনাব!

আলাউদ্দিন। যার জন্য তুমি দোজাকের পথে নেমে এলে, সেই রাজকুমারীকেও আমি জোর করে ধরে আনতে পাঠিয়েছি। তারা নিয়ে এলো বলে।

নন্দিনী। না-না-না। আপনি এমন সর্ব্বনাশ করবেন না। আর যাই করুন, নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না।

আলাউদ্দিন। নারীর ইজ্জত! হাঃ-হাঃ-হাঃ! কতটুকু শক্তি এই নারী জাতির? আলাউদ্দিনের শক্তিকে পরাভূত করার মত ক্ষমতা তাদের নেই।

নন্দিনী। এখনো সময় আছে, আপনি এ পথ ত্যাগ করুন।

আলাউদ্দিন। ত্যাগ করবো সেদিন, যেদিন দুনিয়ার বুকে নারী-জাতির কোন চিহ্ন থাকবে না।

নন্দিনী। স্বামী!

আলাউদ্দিন। স্বামী! [হাসিয়া উঠিলেন] এমন কত হবু স্ত্রী আমার হারেমে গড়াগড়ি যাচ্ছে পিয়ারী। তুমিও এবার সেই দলে পড়বে। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী কোনদিন কোন নারীকে

চিরকাল অঙ্কে স্থান দেয় না সুন্দরী! প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি পক্ষে তার রদবদল হয়।

নন্দিনী। কিন্তু তার গর্ভে যদি আপনার ঔরসজাত কোন সন্তান জন্মায়?

আলাউদ্দিন। আঃ—[আঁতকাইয়া] সন্তান।

নন্দিনী। হ্যাঁ, সন্তান।

আলাউদ্দিন। না-না, এ অসম্ভব।

নন্দিনী। যদি সম্ভব হয়, তাহলে?

আলাউদ্দিন। সে চিরদিন পিতৃপরিচয়হীন হয়ে দোজাকের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবে।

নন্দিনী। স্বামী!

আলাউদ্দিন। এমনি কত নারী তার অসহায় বালকপুত্রকে নিয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। তাদের আমি—

নন্দিনী। কি করেছেন?

আলাউদ্দিন। হয় কোতল করেছি, না হয় যাবজ্জীবন অন্ধকার কারাবাস।

নন্দিনী। জনাব!

আলাউদ্দিন। ভয় পেলে সুন্দরী? না-না, এত সহজে তোমাকে আমি হত্যা করবো না। যখন রাজকুমারীকে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি অন্তত থাক। কারণ আবার আমাকে দাক্ষিণাত্যে আসতে হবে। সে সময় তোমার একটু নিবিড় আলিঙ্গন পেতে পারবো।

নন্দিনী। জনাব!

আলাউদ্দিন। এই নাও পুরস্কার, সুলতানের কণ্ঠের বহুমূল্য মণিহার।

নন্দিনী। [সযত্নে মণিহার গ্রহণ করিয়া] মণিহার দিয়ে আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন ?

আলাউদ্দিন। না, তাড়াইনি। তবে তোমাকে আর আমার প্রয়োজন নেই।

নন্দিনী। জনাব !

আলাউদ্দিন। আজ পঞ্চমপুরের টাটকা ফুল আসছে কিনা, তাই আমার বাসিফুলে ততটা আসক্তি নেই। যাও, আর বিরক্ত করো না, আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও।

নন্দিনী। আমি কোথায় যাব ? কে আছে আমার ? আপনি তো আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছেন।

আলাউদ্দিন। ওসব বাজে কথা আমার অনেক শোনা আছে সুন্দরী। [ক্রোধে] যাও, নইলে—

নন্দিনী। হত্যা করবেন ? তাই করুন। এ কলঙ্কের মসী মেখে আমি আর সমাজের বুকে বেঁচে থাকতে চাই না। আপনি আমাকে হত্যা করুন।

আলাউদ্দিন। হত্যা ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি তাই করতে চাই। তোমার মত শয়তানীকে আমি দুনিয়ার মাঝে বাঁচিয়ে রাখতে চাই না। [তরবারি উত্তোলন]

সহসা কাফুর খাঁর প্রবেশ।

কাফুর। [বাধা দিয়া] অস্ত্র নামান জাঁহাপনা। এ আপনি কি করতে চলেছেন ? সামান্য একটা আওরতকে আপনার এত ভয় ?

আলাউদ্দিন। ভয় নয় কাফুর খাঁ। শয়তানীটা আমাকে একটু বেশী উত্তেজিত করে তুলেছিল। আচ্ছা, তোমার কার্যসিদ্ধি হয়েছে ?

কাফুর। হ্যাঁ জাঁহাপনা। কাফুর খাঁ কোনদিন কোন কাজ অর্ধপথে অসমাপ্ত রাখে না। আমি রাজকন্যা চম্পাকলিকে তাঞ্জামে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি।

আলাউদ্দিন। পাঠিয়ে দিয়েছ। কোথায়?

কাফুর। দিল্লীর হারেমে। আজকেই আমরা পঞ্চমপুর ত্যাগ করবো জাঁহাপনা।

আলাউদ্দিন। আর কটা দিন এখানে থাকলে মন্দ হতো না। যাক, তুমি যখন ব্যবস্থা করেছ, আমি আর বাধা দিতে চাই না। সবাইকে প্রস্তুত থাকতে আদেশ দাও।

কাফুর। সে আদেশ দিয়েছি জাঁহাপনা।

আলাউদ্দিন। রাজা ভূপেন্দ্র সিংহ কোথায়?

কাফুর। কন্যার শোকে প্রাচীরে মাথা ঠুকছেন।

নন্দিনী। দোহাই জনাব! আপনি আমাদের রাজকুমারীকে ফিরিয়ে দিন।

আলাউদ্দিন। হ্যাঁ, ফিরিয়েই দেবো—মাসখানেক পরে।

কাফুর। তাও না।

তরবারি হস্তে যাদবের প্রবেশ।

যাদব। এখনি ফিরিয়ে দাও শয়তান!

কাফুর। না-না, ফিরে পাবে না।

যাদব। তবে রে শয়তানের নফর! আগে তুই মর। [উভয়ের যুদ্ধ, যাদবের পরাজয়]

কাফুর। এইবার—[যাদবকে বন্দী করিলেন]

আলাউদ্দিন। হত্যা কর এই কাফেরকে।

যাদব। তাই করুন। আর যে আমি সইতে পারছি না। দুঃখের সহস্র ঝঞ্ঝা মাথা পেতে নিয়ে এতদিন প্রভুর আদেশ পালন করেছি। সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে তাঁর সঙ্গী হয়ে থেকেছি। প্রভুর কল্যাণে আজও স্থির মৃত্যুমুখে ছুটে এসেছি। আমি আপনাদের করুণায় বাঁচতে চাই না।

নন্দিনী। দাদু!

যাদব। দুঃখ করিসনে দিদিভাই। ভগবানকে ডাক। তিনিই সমস্ত বিপদ মুক্ত করে দেবেন। গরীব হয়ে জন্মেছি আমরা, এর চেয়ে যোগ্য পুরস্কার আমাদের কি আছে?

কাফুর। [সহসা যাদবের দক্ষিণহস্তে অস্ত্রাঘাত করিয়া] এই তোর যোগ্য পুরস্কার বেতমিজ।

যাদব। আঃ—আঃ—[পতন]

আলাউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ভূপেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

ভূপেন্দ্র। একি করলেন জাঁহাপনা? আমার যা-কিছু ছিল, সবই তো কেড়ে নিয়েছেন। তার বিনিময়ে এই বৃদ্ধকে বাঁচতেও দিলেন না?

আলাউদ্দিন। না। বেশী উত্যক্ত করলে আমি আপনাকেও কোতল করবো।

যাদব। মহারাজ!

ভূপেন্দ্র। যাদব!

যাদব। আমার ইচ্ছাটুকু পূর্ণ হতে দিলে না?

নন্দিনী। দাদু!

যাদব। তোর দাদুকে তুই ক্ষমা করিস দিদি। আমাদের রাজার মঙ্গলের জন্য আমি তোর নারী-জীবনের সর্বস্ব ঘুচিয়ে দিয়েছি। এই অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই আমার মঙ্গল।

ভূপেন্দ্র। জাঁহাপনা! আমার একটা আর্জি—আমার মেয়েকে যখন কেড়ে নিয়েছেন, এই হতভাগীটাকে আমায় ভিক্ষা দিন।

আলাউদ্দিন। উত্তম। আপনার আবেদন মঞ্জুর করলাম। আর কিছু প্রার্থনা আছে?

ভূপেন্দ্র। আছে জাঁহাপনা! আমি আর পঞ্চমপুরের সিংহাসন চাই না।

কাফুর। সেকি রাজাসাহেব! আমরা তো আপনাকে সিংহাসন-চ্যুত করিনি! কেবল আপনার অবিবেচনার জন্য এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল। আপনার রাজ্য যেমন আছে তেমনি থাকবে। আমরা অন্য কোন প্রার্থীকে মনোনীত করবো না।

আলাউদ্দিন। কাফুরের কথায় সম্মত না হলে আপনি ঠকবেন। বলুন—রাজী?

ভূপেন্দ্র। [চিন্তা করিয়া স্বগত] হ্যাঁ-হ্যাঁ, রাজী আমাকে হতেই হবে। শয়তান আলাউদ্দিনের ধ্বংসের জন্য রাজ্য আর সিংহাসন আমার চাই।

কাফুর। নীরব কেন? সম্মত আছেন?

ভূপেন্দ্র। হ্যাঁ, সম্মত।

আলাউদ্দিন। তাহলে দাক্ষিণাত্যের পার্বত্যভূমি ছেড়ে এই মুহূর্তে আমরা দিল্লীর পথে অগ্রসর হব। খেয়াল রাখবেন রাজা! আজকের অপমানের প্রতিশোধ নিতে যদি আপনি কোনরূপ বেইমানী করেন,

তাহলে আমরা দাক্ষিণাত্যকে শ্মশানে পরিণত করে যাব। এসো কাফুর। খোদা হাফিজ! [কাফুর খাঁ সহ প্রস্থান।

ভূপেন্দ্র। যাদব, যাদব—

যাদব। [ধীরে ধীরে উঠিয়া] মহারাজ!

নন্দিনী। দাদু—

যাদব। আর একটু কাছে আয় দিদিভাই। আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। জগতের সমস্ত আলো আমার সম্মুখ থেকে নিভে যাচ্ছে। দিদি—দিদি—[হাতড়াইতে লাগিল]

নন্দিনী। [ধরিয়া] দাদু!

যাদব। মৃত্যু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু আমার মন যে মানছে না তোকে ছেড়ে যেতে। তবু যেতে হবে। যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই, তোর জন্মভূমিকে যারা এমনি করে পাশবিক অত্যাচারে জর্জরিত করে তুলেছে, তাদের তুই কোনদিন ক্ষমা করিস না—এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিস।

নন্দিনী। [সহসা চোখে মুখে রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল] তাই নেব দাদু! যে মণিহার দিয়ে শয়তানটা আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, সেই মণিহার দিয়ে আমিও তার সর্বস্ব কেড়ে নেব। ভারতের মাটিতে নারী হয়ে যখন জন্মেছি, তখন আমার শেষ শক্তি দিয়ে অপমানের প্রতিশোধ নেব।

যাদব। আঃ—[পড়িয়া যাইতেছিল]

ভূপেন্দ্র। [ধরিয়া] যাদব!

যাদব। আঃ—আর যে পারছি না, আমাকে এবার মরতে দিন মহারাজ—মরতে দিন। [সকলের প্রস্থান।

———

ষোল বছর পরে

দ্বিতীয় অঙ্ক

—এক—

পঞ্চমপুর রাজপ্রাসাদ

গাহিতে গাহিতে চম্পাকলির প্রবেশ।

চম্পা।—

গান।

চাঁদ হাসে ওই নীল আকাশে,
আমায় কে যেন গো ভালবাসে।
হাতছানি দিয়ে ডাকে সে আমায়,
পাতার ফাঁকে আলো বয়ে যায়,
বৌ কথা কও—বৌ কথা কও ডাকছে পাখী,
(তাই) মন উচাটন মধুমাসে।

রামরুদ্রের প্রবেশ।

রাম। চম্পা!

চম্পা। কে? কুমার!

রাম। হ্যাঁ কলি, আমি।

চম্পা। এ সময় আপনি?

রাম। তোমার গানের সুর আমাকে টেনে আনলো চম্পা! আমি যে কিছুতেই স্থির থাকতে পারলাম না! এসো কলি, কাছে এসো।

চম্পা। কুমার!

রাম। একি! দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো, কাছে এসো।

[রামরুদ্রের কথায় সাড়া না দিয়া চম্পাকলি নির্বাক পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।]

রাম। চম্পা! কি ভাবছো? [হঠাৎ চম্পাকলির দুই কাঁধে হাত দিয়া প্রেমের পরশের মত ঝাঁকাইয়া দিল] কি ভাবছো?

চম্পা। ভাবছি আমার অদৃষ্টের কথা, মায়ের উদ্দেশ্যের কথা, আর—

রাম। কি?

চম্পা। আমার বাবার কথা।

রাম। মনে হয় তোমার বাবা বেঁচে নেই।

চম্পা। [আর্তস্বরে] বেঁচে নেই? না-না, এ কি করে সম্ভব? হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে মা কি তবে সধবা হয়ে আছে?

রাম। হয়তো তাই।

চম্পা। না। আমার মন বলছে, বাবা নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। আর আমার শয়তানী মা তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

রাম। চম্পা!

চম্পা। যতবার বাবার কথা স্মরণ করতে যাই, ততবার মনে হয় তিনি আমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, আর মা তাঁর ওপর প্রতিশোধের অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন।

রাম। চম্পা—

চম্পা। তাই তো আমার মাকে বড্ড ভয় করে। আমি তার ছায়াও মাড়াতে পারি না।

রাম। চম্পা—

চম্পা। কুমার!

রাম। একি, তোমার চোখে জল? তুমি কাঁদছো কলি?

চম্পা। [আঁচলে চোখ মুছিয়া] কই, না তো!

রাম। চম্পা!

চম্পা। কুমার, দুনিয়ায় আমার আপনজন বলতে কে আছে বলতে পার?

রাম। কেন, আমি কি তোমার কেউ নই?

চম্পা। কুমার!

রাম। বল—বল চম্পা, তবে কি আমাকে—

চম্পা। দেবতার মত ভক্তি করি।

রাম। তাহলে কাছে থেকে সরে যাও কেন?

চম্পা। জানি না, সেকথা বলতেও পারবো না।

রাম। চম্পা!

চম্পা। কুমার!

রাম। কাছে এসো চম্পা, দূরে থেকে এভাবে আমাকে তুমি আমাকে পর ভেব না। [ধরিতে গেল]

চম্পা। [সভয়ে পিছাইয়া গেল] কুমার!

রাম। একি, সরে যাচ্ছ কেন? আমি কি তোমার এতই অবহেলার পাত্র? কৈশোর থেকে যাকে আমি অন্তরে স্থান দিয়েছি, সে কি শুধু কল্পনার মানসী প্রতিমা হয়েই থাকবে?

চম্পা। কুমার!

রাম। এ সম্বোধনটা বাদ দিয়ে আমার কথার জবাব দাও।

চম্পা। আপনি আমায় ভুলে যান কুমার।

রাম। ভুলে যাব? তুমি আমায় ভুলে যেতে বলছো? আমি যদি ভুলে যাই, তুমি পারবে আমাকে ভুলতে?

চম্পা। পারতেই হবে। আমার জন্য আপনার জীবনকে আমি মরুভূমি করতে চাই না। না-না-না, এ কিছুতেই হতে পারে না।

রাম। চম্পা—

চম্পা। কুমার!

রাম। যে আশা নিয়ে এতদিন কল্পনার রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলাম, আজ তুমি একটা 'না' বলে সমস্ত মিটিয়ে দিলে? যাক, এ ভালই হলো। কিন্তু আমিও তোমাকে বলে যাচ্ছি, যাকে আজ হেলায় হারালে, তাকেও আর কোনদিন খুঁজে পাবে না।

চম্পা। কুমার!

রাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! দুনিয়ার নারীজাতির চরিত্র আমার জানা ছিল না, তাই তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে পারলে। কিন্তু এ আঘাত আমি সইলেও, ভগবান কোনদিন সহ্য করবেন না। যেমন ভাবে আমার জীবনে এনে দিলে হতাশার মর্মন্তুদ জ্বালা, ঠিক তেমনি ভাবে তুমিও কোনদিন সুখী হতে পারবে না।

চম্পা। [অশ্রু ঝরিয়া পড়িল] কুমার!

রাম। কাঁদ, কাঁদ কুমারী! সারাজীবন এমনি করে অঝোরে কাঁদতে থাক।

চম্পা। আমাকে আপনি বুঝতে পারেননি কুমার, তাই এমন কথা উচ্চারণ করতে পারলেন! যদি বুক চিরে দেখাতে পারতাম, তাহলে দেখতে পেতেন—আমার হৃদয়ে আপনার ছবি কত সযত্নে আঁকা আছে।

রাম। চম্পা!

চম্পা। কুমার—

রাম। তাহলে বল কলি, কেন তুমি দূরে সরে থাকতে চাও?

চম্পা। আমার মায়ের নিষেধ, মহারাজের নিষেধ আছে, তাই তো আমি আপনার সঙ্গে মিশতে পারি না। আপনাকে দেখলে আমার মন-প্রাণ কিসের আকাঙ্ক্ষায় মাতাল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণে তাঁদের কথা মনে পড়লে আমি দূরে সরে যাই।

নন্দিনীর প্রবেশ।

নন্দিনী। চম্পা! তুই এখানে?

রাম। কেন মা, চম্পার অপরাধ?

নন্দিনী। অপরাধ জঘন্য। সেকথা শোনাও পাপ।

রাম। আমি সেই কথাই শুনতে চাই।

নন্দিনী। রামরুদ্র, এতদিন তুমি আমার সম্মুখে কথা বলতে সাহস পাওনি। আজ ওরই সংস্পর্শে এসে তুমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছ। বুঝে দেখ, ও সামান্য একটা দাসীর কন্যা, আর তুমি রাজপুত্র।

রাম। ভালবাসার কাছে সে সম্পর্ক থাকে না মা। শাস্ত্রেই তো বলেছে 'প্রেমের দেবতা অন্ধ'।

নন্দিনী। প্রেম? ভালবাসা? মনে রেখ, আমিও নারী। এই বয়সের মেয়েদের মনের আবেগের কথা আমি জানি।

চম্পা। মা!

নন্দিনী। দূর হ আমার সম্মুখ থেকে। কেন সেদিন তোকে আমি আঁতুড়-ঘরে নুন খাইয়ে মারিনি।

চম্পা। কেন মা, কি অপরাধ করেছি আমি?

নন্দিনী। অপরাধ? যে মহাপাপ তুই করেছিস, তার প্রায়শ্চিত্ত জন্ম-জন্মান্তরেও হবে না।

চম্পা। মা!

রাম। তুমি সমস্ত কথা খুলে বল মা। আমি এ রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে চাই।

চম্পা। আমিও তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমার পিতা কে?

নন্দিনী। তোর পিতা? যদি বলি তোর পিতা এই সমাজের দশজন।

চম্পা ও রাম। মা!

নন্দিনী। চমকে উঠলে কেন রাজপুত্র? এবার পারবে ওকে নিজের পত্নী বলে বুকে টেনে নিতে?

রাম। পারবো মা। সেজন্য তো চম্পা দায়ী নয়।

চম্পা। কুমার!

নন্দিনী। না রামচন্দ্র, তা হয় না।

রাম। মা! [চিন্তা করিয়া] তাই তো, এ যে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সব যেন কোথায় গোলমাল হয়ে যাচ্ছে— আমি—আমি—

ভূপেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

ভূপেন্দ্র। রামচন্দ্র!

রাম। বল—বল বাবা, চম্পার জন্মের ইতিহাস। আজ আমি কারো কথা শুনতে চাই না।

ভূপেন্দ্র। এখনও তার সময় আসেনি পুত্র। সময় হলে সেদিন

আমি সবাইকে খুলে বলবো। তবে এইটুকু স্মরণ রেখ, চম্পা সামান্য ঘরে জন্মগ্রহণ করেনি, সে রাজারই মেয়ে।

চম্পা। মহারাজ!

রাম। তাহলে চম্পা কি আমারই বোন?

নাগেশ্বরের প্রবেশ।

নাগেশ্বর। আপাততঃ তাই মনে কর।

রাম। ও, বুঝেছি। সেইজন্য এত বাধা? আমাকে ক্ষমা কর চম্পা, না বুঝে তোমাকে আমি অনেক কটূক্তি করেছি।

চম্পা। কুমার!

নাগেশ্বর। কুমার নয়; বলো, দাদা।

চম্পা। না-না, আমার মন বলছে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

নন্দিনী। চম্পা!

চম্পা। মা!

ভূপেন্দ্র। তুমি বুঝতে পারছো না মা। উত্তেজনায় তোমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। তুমি অত্যন্ত দুর্বল। এখন যাও, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, একদিন এ ঘটনা নিশ্চয়ই খুলে বলবো।

চম্পা। বেশ, তাই যাচ্ছি। [প্রস্থান।

রাম। চম্পাকে ভুলিয়ে দিলেও, আমি ভুল করবো না বাবা। আমি আজই—এখুনি শুনতে চাই তার জন্মের ইতিহাস।

নন্দিনী। না রামরুদ্র, আজ থাক।

রাম। না। আমি জানতে চাই তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

নাগেশ্বর। যদি একান্তই জানতে চাও, তাহলে শোন। চম্পাকলি—

রাম। কি?

নাগেশ্বর। এক মুসলমানের ঔরসজাত সন্তান।

নন্দিনী। আর সে মুসলমান কে জান? স্বয়ং দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী।

রাম। মা!

নন্দিনী। প্রতিশোধ নাও বাবা। যে শয়তান তোমার দিদিকে জোর করে উপভোগ করেছে, আমাকে করেছে সর্বরিক্ত—তাকে তুমি ক্ষমা করো।

রাম। তাই করবো মা। আর আমি কারো নিষেধ মানব না। আমার দিদিকে আমার ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গিনীকে যে এমনভাবে পর করে দিয়েছে, তাকে আমি ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেবো।

ভূপেন্দ্র। রামরুদ্র!

রাম। বাবা, এভাবে আমাকে স্নেহের গণ্ডিতে আবদ্ধ রেখে কাপুরুষ গড়ে তুলো না। জ্ঞান হওয়া অবধি মায়ের স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হয়েছি, স্নেহময়ী দিদির করুণাস্পর্শ পাইনি। আজ আমি উপযুক্ত সন্তান হয়ে যদি এর প্রতিকার করতে না পারি, তাহলে আমার জন্মই বৃথা।

ভূপেন্দ্র। না-না, কাজ নেই রাম। বাপ হয়ে তোকে আমি নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দিতে পারবো না।

রাম। ভয় নেই বাবা। তোমার সন্তান এত কাপুরুষ নয়। কৌশলে আমি কার্যোদ্ধার করব।

ভূপেন্দ্র। না-না, এত সহজে তুমি পারবে না।

নন্দিনী। বাধা দেবেন না মহারাজ! যাও রাম, আমি বলছি তুমি পারবে।

ভূপেন্দ্র। নন্দিনী!

নন্দিনী। দুঃখ আমারও কম নয় মহারাজ। মা-মরা রাম আর কুমারী সোমশুক্লাকে আমি নিজের হাতে এত বড়টি করে তুলেছি। তবুও প্রতিশোধের নেশায় আজ আমাকে রাক্ষসী সাজতে হয়েছে। সন্তানকে পাঠাতে হচ্ছে সিংহের গহ্বরে।

রাম। ভয় নেই মা, নিয়তি যদি সত্যই আমার ললাটে মৃত্যুর টীকা এঁকে দেয়, আমি ভ্রুক্ষেপ করবো না। সেই মৃত্যু হবে আমার অদৃষ্টের লিখন।

ভয়ালের প্রবেশ।

ভয়াল। আপনি ঠিকই বলেছেন কুমার। এগিয়ে চলুন কর্মের পথে, কেউ আপনার পাশে এগিয়ে না এলেও, আমি আপনাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবো।

নাগেশ্বর। ভয়াল! তুমি আবার এ পথে কেন এগিয়ে এলে ভাই?

ভয়াল।—

গান

নিতে চাই প্রতিশোধ।
শক্তিমান হোক সে যতই তবুও নির্বোধ।
শক্ত হাতে ধর বীর শাণিত কৃপাণ,
অত্যাচারীর জীবনের কর অবসান,
সময়ে যদি দিতে হয় প্রাণ, তবু নাও প্রতিশোধ।

রাম। আর ভয় নেই বাবা। আমার উপযুক্ত সঙ্গী পেয়েছি। যাওয়ার সময় বলে যাচ্ছি, যদি শয়তান আলাউদ্দিন খিলজীকে হত্যা করে

ফিরে আসতে পারি, তাহলে চম্পাকে আমি পত্নীরূপে গ্রহণ করবো। আর যদি না পারি, তবে এই যাত্রাই আমার যেন শেষ যাত্রা।

নন্দিনী ও ভূপেন্দ্র। রামরুদ্র!

নাগেশ্বর। কুমার!

রাম। আশীর্বাদ করুন। [একে একে পদধূলি গ্রহণ করিল]

নন্দিনী। রামরুদ্র!

রাম। মা!

নন্দিনী। রাম—

রাম। যাওয়ার বেলায় চোখের জল ফেলে সন্তানের অকল্যাণ করো না মা—আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও।

নন্দিনী। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হোক।

রাম। এসো ভয়াল! পিতামাতার আশীর্বাদ পেয়েছি। আজ আর আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। দুঃখ রইলো শুধু চম্পার জন্য। তাকে বলো বাবা, দুনিয়ার সবাই তাকে পরিত্যাগ করলেও আমি কোনদিন অবহেলায় দূরে সরিয়ে দিতে পারবো না।

[প্রস্থান।

ভয়াল। এতদিনে আমিও মনের মত সঙ্গী পেয়েছি। সুলতান আলাউদ্দিন! এবার তোমার নিস্তার নেই। আমার পত্নী হরণের প্রতিশোধ আমি নিজের হাতেই নিতে চাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

ভূপেন্দ্র। নাগেশ্বর!

নাগেশ্বর। এবার চলুন মহারাজ, কুমার রামরুদ্রের মঙ্গলের জন্য মায়ের কাছে ঘটা করে পূজোর আয়োজন করি!

ভূপেন্দ্র। তাই চল। [নাগেশ্বর সহ প্রস্থান।

নন্দিনী। তাহলে কি ব্যর্থ হবে আমার জীবন সাধনা ? না-না, তা কখনো হতে পারে না। যে মণিহার দিয়ে শয়তানটা একদিন আমার জীবন-কুসুমের সমস্ত কোমল পাপড়িগুলো একে একে খসিয়ে দিয়ে সর্বাঙ্গে জালিয়ে দিয়েছে আগুনের লেলিহান শিখা, আমিও ঠিক তেমনি করে তার জীবনের সুখ-শান্তিতে আগুন ধরিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারব।

[উন্মাদিনীর ন্যায় প্রস্থান।

—দুই—

সুলতানের মহল

সর্বাঙ্গ কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদিত সন্তর্পণে মামুদ ও লতিফের প্রবেশ।

মামুদ। [চাপাস্বরে] লতিফ!

লতিফ। সর্দার!

মামুদ। আমার কথা স্মরণ আছে?

লতিফ। আছে সর্দার। লতিফ খাঁ কোনদিন কি তোমার কাছে বেইমানী করেছে? সে তার ইমানের জন্য জান কবুল করতে পারে, তবু বিশ্বাসঘাতক সাজতে পারে না।

মামুদ। সাবাস, এই তো চাই। ওই দেখ মহলের আওরতরা হারেমের দিকে চলেছে। এই সুবর্ণ সুযোগ। এগিয়ে এসো, এগিয়ে এস। [প্রস্থানোদ্যত]

লতিফ। যাচ্ছি সর্দার! কিন্তু আমার ভাগ—

মামুদ। মামুদ কোনদিন কোন সাকরেদের সঙ্গে ভাগাভাগি নিয়ে কুত্তার মত কাড়াকাড়ি করে না। তোমার ন্যায্য পাওনা তুমি পাবে।

লতিফ। কিন্তু—

মামুদ। [ব্যস্ত হইয়া] আর কিন্তু নয় লতিফ! এই কিন্তু শব্দটাই যত অনর্থের মূল। ওটা বাদ দিয়ে তুমি তোমার কার্যসিদ্ধির পথে এগিয়ে এসো॥

[দ্রুত প্রস্থান।

লতিফ। যাচ্ছি। হুঁশিয়ার সর্দার মামুদ খাঁ! আমার সঙ্গে বেইমানী করলে তোমাকে এই শস্যশ্যামলা ভারতের মাটিতে জীবন্ত কবর দেবো। লতিফ খাঁ দস্যু হলেও জানোয়ার নয়, সেও খোদার সৃষ্ট রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। [প্রস্থান।

সুরাপাত্র হস্তে আনোয়ারের প্রবেশ।

আনোয়ার। তন্দ্রাচ্ছন্ন মধুযামিনী। কেউ নেই, সবাই সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। আমি শুধু একা। এই সুযোগে একটুখানি পান করি! [ঢক ঢক করিয়া পান] আঃ—কি শান্তি! খোদা! কেন আমাকে এমন অসহায় করলে প্রভু? না-না, এ অত্যাচার চোখ বুজে সইব না। প্রতিশোধ নেব, আমি চরম প্রতিশোধ নেব। কে আছিস, নিয়ে আয় আমার হাতিয়ার।

সুরার পেয়ালা হস্তে বাঈজীর প্রবেশ।

বাঈজী। এই নাও।

আনোয়ার। কে, কে তুমি? কোন বেহেস্তের হুরী? কি চাও এখানে?

বাঈজী। আমি চাই তোমাকে।

আনোয়ার। আমাকে? হোঃ-হোঃ-হোঃ! কেন? সুলতান বুঝি তোমার দীল বাগিচার ফুটন্ত গোলাপের পাঁপড়িগুলো অকালে খসিয়ে দিয়েছে; তাই এসেছ আমার কাছে? বেশ—বেশ, নাচ গাও স্ফূর্তি কর। তোমার নৃত্যগীতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাক। দোজাকের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আসমান থেকে নেমে আসুক স্নিগ্ধ চাঁদের হাসি।

বাঈজী।—

গান

চাঁদ হাসেনি নবীন পিতম হাসছে মৃণাল রূপসায়রে।
নওজোয়ানীর মন বীথিকায়, নাচে ভ্রমর বাঁশীর সুরে।
হংসমিথুন জ্বালায় মদন ফাগুন আগুন মাতায় যে মন—
উড়িয়ে তেমন বুকের বসন বসন্ত আজ মাতল রে।

আনোয়ার। বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা! [সবলে জড়াইয়া ধরিল]

বাঈজী। আঃ, ছাড়।

আনোয়ার। কেন পিয়ারী, আমাকে মনে ধরছে না?

বাঈজী। কে বলে? তোমাকে না পেলে আমার জীবন সাহারার মরুভূমিতে পরিণত হতো।

আনোয়ার। সুন্দরী!

বাঈজী। আমার একটা কথা রাখবে?

আনোয়ার। বল—বল, আমি তোমার সমস্ত কথা রাখবো।

বাঈজী। বেগম সাহেবা একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

আনোয়ার। [শিহরিয়া] বেগম সাহেবা! না-না-না, বলে দাও, তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে না।

মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের। কেন আনোয়ার, বেগম সাহেবার অপরাধ?

আনোয়ার। [সহসা শিহরিয়া] কে—কে আপনি? আমার সম্মুখে বেগম সাহেবা, এ যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। বান্দার হাজারো সেলাম পৌছে বেগম সাহেবা!

মেহের। সেলাম থাক আনোয়ার। আমি তোমার কাছে কেন এসেছি সেই কথাটা—[বাঈজীকে] তুই চলে যা।

[বাঈজীর প্রস্থান।

আনোয়ার। আপনি যা চান আমি জানি। দোহাই বেগম সাহেবা, আনোয়ারকে বারবার অসংলগ্ন কথায় অপরাধী করবেন না।

মেহের। তুমি এতবড় কাপুরুষ?

আনোয়ার। বীরপুরুষ হতে গেলে যে মাথাটা ধড়ছাড়া হবে।

মেহের। আনোয়ার, তোমার প্রতিহিংসার কথা কি তুমি এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

আনোয়ার। ভুলতে পারি না বলেই তো এই সরাপ পান করি।

মেহের। বেইমান!

আনোয়ার। সবাই আমাকে তাই বলে। কিন্তু বেইমানীর নজীর কেউ একটাও দেখাতে পারে না। আচ্ছা, এবার আপনি যেতে পারেন বেগম সাহেবা! আশাকরি আর আমাকে প্রলোভন দেখিয়ে দোজাকের অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে চাইবেন না।

মেহের। তোমার আমার এই মুলাকাতেই দোজাকের অন্ধকার সরে যাবে।

আনোয়ার। আমিও তাই মনে করি। যে প্রভুর নুন খেয়েছি,

তার সঙ্গে আর যেই করুক, আনোয়ার কোনদিন নেমকহারামি করতে পারবে না।

মেহের। আনোয়ার!

আনোয়ার। দোহাই বেগম সাহেবা, বারবার আমাকে এভাবে উত্তেজিত করে খোদার দরবারে অপরাধী সাজাবেন না।

মেহের। চমৎকার! তুমি না হিন্দু?

আনোয়ার। ছিলাম, হয়তো মনে মনে আজও আছি। শয়তান আলাউদ্দিনের অত্যাচারের কথাও আমার মানসপটে রক্তাক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু তবুও পারি না—পারি না প্রভুর বুকে আমূল ছুরিকাবিদ্ধ করতে।

মেহের। তোমাকে করতে হবে না, সে কাজ হাসিল করতে আমিই পারবো। তুমি শুধু একটু সুযোগ করে দেবে।

আনোয়ার। মাফ করবেন বেগম সাহেবা! আপনি না হিন্দুনারী। বিধবার বেশ পরতে আপনার এতই সাধ?

মেহের। বৈধব্য! হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি চাই। কেন জান? দেশের হাজার হাজার নারীর ধর্মনাশ আর হতে দেবো না বলে।

আনোয়ার। বেগম সাহেবা!

মেহের। চল—চল আনোয়ার, একটিবার তার কক্ষে যাবার পথটা দেখিয়ে দেবে চল।

আনোয়ার। [স্বগত] ওগো মুসলমানের খোদা, হিন্দুর ভগবান! তুমি আমায় বলে দাও—আমি কি করবো?

মেহের। কি, চুপ করে রইলে কেন? বল—

আনোয়ার। [চিন্তা করিয়া] না, আমি বলতে পারবো না।

মেহের। আনোয়ার!

আনোয়ার। ও চোখ রাঙানিকে আনোয়ার ভয় করে না নারী। আশ্রয়দাতার বুকে সে কোনদিন ছুরি চালাতে পারবে না। যার আশ্রয়ে দুটো রুটি পাচ্ছি, সে আমার যতই শত্রু হোক, তবুও সেলামের পাত্র—কোরবানীর নয়।

মেহের। তাহলে তুমি আমার কথায় রাজী নও?

আনোয়ার। না। নারী অনায়াসে বিশ্বাসঘাতিনী হতে পারে; কিন্তু আমার মত পুরুষ ভুলেও কোনদিন বেইমানী করবে না। যান—বেরিয়ে যান, নইলে আপনাকে আমি রাজদ্রোহিতার অপরাধে শৃঙ্খলিত করবো।

মেহের। আর তুমিও জেনে রাখ প্রভুভক্ত গোলাম, তোমার কবরে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে। সাবধান!

আনোয়ার। সে ভয় আনোয়ার করে না বেগম সাহেবা। মৃত্যুভয়ে আপনাদের মত রাক্ষসীদের কাছে এ বান্দা কোনদিন মাথা নত করবে না।

মেহের। তাহলে সেদিনের জন্য প্রস্তুত থাক। [প্রস্থানোদ্যত]

সহসা কাফুর খাঁর প্রবেশ।

কাফুর। ধীরে—বেগম সাহেবা, ধীরে।

মেহের। কে—কাফুর খাঁ!

কাফুর। জী, ম্যায় গোলাম।

মেহের। বেগম সাহেবাকে অপমান করছ!

কাফুর। আপনি তো এখন আর বেগম সাহেবা নন, হারেমের সামান্য একজন বাঁদী।

মেহের। কাফুর খাঁ!

কাফুর। চোখ রাঙিয়ে যারা সম্মান আদায় করতে চায়, তাদের স্থান এই কাফুর খাঁর পয়জারের তলায়।

মেহের। হুঁশিয়ার কমবক্ত!

কাফুর। আপনিও হুঁশিয়ার বিবি সাহেবা। কে আছিস?

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। আদেশ করুন খোদাবন্দ!

কাফুর। এই প্রগলভা নারীকে বন্দী করে নিয়ে যা।

আনোয়ার ও মেহের। কাফুর খাঁ!

[রক্ষী মেহেরউন্নিসাকে বন্দী করিল]

কাফুর। উপায় নেই নারী! আপনার মত বেইমানী করলে এতদিনে আমি দিল্লীর মসনদে আরোহণ করতে পারতাম। কিন্তু সে লোভ আমার নেই। যা, নিয়ে যা বন্দিনীকে।

মেহের। আমার অপরাধ?

আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। অমার্জনীয়।

মেহের। স্বামী!

আলাউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! যে স্ত্রী স্বামীর বুকে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বসিয়ে দিতে চায়, তার অপরাধের সীমা নেই।

মেহের। কিন্তু সঠিক তথ্য না জেনে অনুরাগিনী স্ত্রীকে অপরাধিনী বলাও আপনার রাজনীতির অপমান।

আলাউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আলাউদ্দিন খিলজীকে এখনো চিনতে পারনি নারী। সে যাকে পেয়ার করতে পারে না—রাণী কমলাকে

তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ? সেও নারী, আর তুমিও নারী। পরস্ত্রী হয়ে সে পারলো আমার হৃদয় জয় করতে, আর তোমরা তো পারলে না দীল দিয়ে এতটুকু প্রেমের চিহ্ন আঁকতে।

মেহের। স্বামী!

আলাউদ্দিন। বুঝেছি, যৌবনের উদগ্র কামনায় তোমরা দিশাহারা, তাই এসেছিলে আনোয়ারকে পাগল করে তুলতে। দাঁড়াও, এর উপযুক্ত শাস্তিও পাবে। আর এই বেইমানটাকে—

আনোয়ার। খোদাবন্দ!

আলাউদ্দিন। আজকের মত মুক্তি দিলাম। কিন্তু এই নারীকে দিয়ে গেলাম—

মেহের। স্বামী!

আলাউদ্দিন। যাবজ্জীবন অন্ধকার কারাবাস।

মেহের। স্বামী!

আলাউদ্দিন। কাঁদতে থাক রাক্ষসী। আলাউদ্দিনের হৃদয় পাষাণ দিয়ে গড়া। এখানে সে আপন-পর বিচার করে না।

[প্রস্থান।

কাফুর। এবার অন্ধকার কারাগারে বসে সুলতান আলাউদ্দিনের ধ্বংসের স্বপ্ন দেখবেন বিবি সাহেবা! যা, নিয়ে যা।

মেহের। তোমার কথা আমার স্মরণ থাকবে কাফুর খাঁ।

[রক্ষী সহ প্রস্থান।

কাফুর। সেই ভাল। এর বেশী আমি চাই না। আনোয়ার—

আনোয়ার। খোদাবন্দ!

কাফুর। তুমি যাও, ওদের রেখে এসো।

আনোয়ার। যথাদেশ। [প্রস্থান।

কাফুর। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি কর্মের পথে। শয়তান আলাউদ্দিন! তোমারও কবরে যাবার দিন এসে পড়েছে। মালেক কাফুর একাই তোমার সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়ে দিল্লীর মসনদ থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। একাই সে কর্মের আহ্বানে এসেছে, একাই দিল্লীর মসনদ অধিকার করবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির।—

গান

হুঁশিয়ার হয়ে চল মুশাফির সামনে মরণ দরিয়া,
কর্মের মাঝে হবে সুবিচার জারি করিবে ফতোয়া।
নগরপথে সদা চাঁদিনীর আলো,
দীল দুনিয়ায় জ্ঞানদীপ জ্বালো,
যত কালো হোক মাটির পৃথিবী তবু ইমান আছে জাগিয়া।

[প্রস্থান।

কাফুর। ও শিক্ষা আমার আছে ফকির সাহেব! যত ইমানই দুনিয়ায় থাক, স্বার্থ নিয়ে মানুষ কুকুরের মত চিরদিন পরস্পর কামড়া-কামড়ি করে মরবেই।

রক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

রক্ষী। সর্বনাশ হয়েছে হুজুর। দস্যুরা বাদশাহের মহল লুঠ করছে।

কাফুর। বাদশার মহল লুণ্ঠন করছে দস্যুরা! আর ফৌজখানার ফৌজরা কি সবাই ঘুমোচ্ছে রক্ষী? [সচিৎকারে] গুলি চালিয়ে দস্যুদলকে খতম কর ফৌজলোক। [দ্রুত রক্ষী সহ প্রস্থান।

—তিন—

পান্থশালা

পথশ্রমে ক্লান্ত রামরুদ্র ও ভয়ালের প্রবেশ।

ভয়াল। আর একটু এগিয়ে চলুন কুমার, সম্মুখে পান্থশালা।

রাম। আমি যে আর পারছি না ভয়াল। সারাজীবন রাজপ্রাসাদে কাটিয়ে খেয়ালের বশে প্রতিহিংসার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম দিল্লীর পথে। কিন্তু এতদিনেও সে পথের শেষ হলো না।

ভয়াল। কিছু ভাববেন কুমার। আমরা দু'তিন দিনের মধ্যেই রাজধানীতে পৌছাতে পারবো।

রাম। তোমার কথা যেন সত্য হয় ভয়াল। ওই পশ্চিমাকাশে গোধূলির শেষ রক্তিমাভাটুকু ছড়িয়ে দিয়ে ভগবান সূর্যদেব ধীরে ধীরে অস্তমিত হচ্ছেন। সমস্ত বিহগ-কুল আপন আপন আশ্রয়ে ফিরছে। চল, আমরাও আশ্রয়ে ফিরে যাই।

ভয়াল। তাই চলুন, ওই সম্মুখে পান্থশালা দেখা যাচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রদীপের প্রবেশ। তাহার হাতে ছিল একটা খেলনার পাখী।

প্রদীপ। পাখীটা ভারি বোকা, কিছুতেই খেতে চায় না। কোন কথা শোনে না। কেবল এক কোণে পড়ে থাকে। এবার যদি কথা না বলিস তাহলে তোকে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলে দেবো। না-না, তোকে আমি কিছু বলবো না। কি, রাগ করলি নাকি?

প্রদীপ।—

গান

ও আমার সোনার পাখী ময়না!
তোর কাছে যে মনের কথা গোপন কিছু রয় না।
মটর কলাই দেবো তোরে,
জাগিয়ে দিবি আমায় ভোরে,
পড়ার কথা কখনো যে স্মরণ আমার হয় না॥

হরিচরণের প্রবেশ।

হরিচরণ। প্রদীপ! প্রদীপ—

প্রদীপ। বাবা, তুমি ভারি বোকা। এবার আমার একটা জ্যান্ত পাখী এনে দাও। নইলে আমি আর পাঠশালায় যাব না।

হরিচরণ। কেন, কি হলো আগে খুলে বল।

প্রদীপ। আমার যে সকালবেলা ঘুম ভাঙে না। পাখী আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেবে, পড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। তা যদি না পার তাহলে আমার মাকে ডেকে দাও।

হরিচরণ। প্রদীপ!

প্রদীপ। তুমিই বল না বাবা, কতদিন আমার মায়ের কোলে ঘুমাইনি, আদর করে মা আমার চুমো খায়নি, পাঠশালা থেকে ফিরে এলে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় না। এবার মাকে না এনে দিলে, আমি আর এখানে থাকবো না।

হরিচরণ। আমি তো বলেছি প্রদীপ। তুই বড় হলে তোর মাকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসবি।

প্রদীপ। না। আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। প্রতিদিন আয়নায় গিয়ে দেখি, ঠিক তেমনটি আছি। কই, বড় তো হচ্ছি না।

হরিচরণ। দূর বোকা ছেলে, নিজেকে নিজে চেনাই যায় না।

প্রদীপ। না বাবা, কতদিন আগে বলেছ আমার মা এই পান্থশালায় আসবে। কই, কত লোক এলো গেল, যাকে জিজ্ঞাসা করেছি, সেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাহলে কি মা আমার আসবে না?

হরিচরণ। [স্বগত] ওঃ ভগবান! এর উত্তর কি তুমি রেখেছ?

প্রদীপ। কি, চুপ করে রইলে কেন বাবা? বলো না লক্ষ্মীটি, মা আমার বেঁচে আছে তো?

হরিচরণ। আছে রে আছে। আমি তোকে কখনও মিথ্যা বলতে পারি।

নেপথ্যে ভয়াল। এটা কি পান্থশালা? পান্থপাল আছ—পান্থপাল—

হরিচরণ। কে ডাকে?

নেপথ্যে ভয়াল। আমরা ভিনদেশী।

হরিচরণ। আসতে পার। প্রদীপ, যা তো বাবা, রামচরণকে ওপরের ঘরখানা খুলে দিতে বলবি যা।

[প্রদীপের প্রস্থান।

রামরুদ্র ও ভয়ালের পুনঃ প্রবেশ।

হরিচরণ। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

রাম। অনেক দূর থেকে। সব পরে বলবো। এখানে কি আমরা আশ্রয় পাব?

হরিচরণ। আপনি বলছেন কি? হরিচরণের পান্থশালায় একসঙ্গে দু'হাজার লোক এলেও সে পরোয়া করে না। এ অঞ্চলে আমার নাম জানে না—এমন মানুষ নেই। যাকে জিজ্ঞাসা করবেন, সেই

বলবে—হরিচরণের পান্থশালায় যান। তা আপনাদের কে সঙ্গে করে নিয়ে এলো ?

ভয়াল। কে আবার ? কেউ নয়। খুঁজতে খুঁজতে আসছি।

হরিচরণ। বলেন কি ! তাহলে শালা গোবরা পচা নরসিং ফেকু কাফের মোল্লা—এরা সব নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে নাকি ? আসুক শালারা, আজই সবাইকে জবাব দেবো।

রাম। আঃ, আপনি মিছিমিছি চটছেন কেন ?

হরিচরণ। চটবো না ? শালারা আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঝিমুবে, আর আমার অতিথিরা এসে নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরে যাবে ! না-না, ও শালাদের জন্য হরিচরণের নামডাক এবার অতল জলে তলিয়ে যাবে দেখছি।

রাম। আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আমরা অন্যপথ দিয়ে এসেছি।

হরিচরণ। অন্য পথ দিয়ে ? ও, তাই বলুন। নইলে ব্যাটাদের আমি এখুনি ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিতাম। হরিচরণকে আপনাকে চেনেন না বাবু, কিছুদিন থাকলেই দেখবেন আমি কেমন মানুষ।

রাম। তা না হয় দেখবো, এখন কোথায় থাকবো তার বন্দোবস্ত করুন।

হরিচরণ। ওঃ—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এরই মধ্যে সব ভুলে গেছি। একটু সবুর করুন। ফেকু—পচা—গোবরা ! না, কারুর সাড়া নেই। ব্যাটারা এরই মধ্যে গেল কোথায় ?।

নেপথ্যে প্রদীপ। আমায় ডাকছো বাবা ?

হরিচরণ। [ক্রুদ্ধ হইয়া] হ্যাঁ, ডাকছি। হতভাগা কোথাকার, শোন না এদিকে।

প্রদীপের পুনঃ প্রবেশ।

প্রদীপ। কি বাবা?

হরিচরণ। [কর্কশ কণ্ঠে] চাকর-বাকর শালারা গেল কোথায়?

প্রদীপ। তারা তো সব যে-যার কাজে চলে গেছে।

হরিচরণ। কে যেতে বললে?

প্রদীপ। তুমি, আবার কে?

হরিচরণ। মানে আমি আবার কখন বললাম? ও, তাই তো! তুই ঠিক বলেছিস প্রদীপ, তাদের কোন দোষ নেই—সব দোষ আমার।

ভয়াল। এখানে আশ্রয় পাব—না অন্যত্র সন্ধান করবো?

হরিচরণ। না-না, সেকি কথা। একথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। হাজার হোক আপনারা অতিথি। প্রদীপ, ওদের তুই রেখে আয় বাবা। আচ্ছা আপনারা মোট ক'জন আছেন?

ভয়াল। বিশজন।

হরিচরণ। বেশ—বেশ, আপনারা ওপরের ঘরেই থাকবেন।

প্রদীপ। আসুন।

[রামরুদ্র সহ প্রস্থান।

হরিচরণ। কি, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? যদি কোন অপরাধ করে থাকি, নিজগুণে মার্জনা করবেন। কি করি বলুন—হাজার হাজার লোকের নানা কথা শুনতে শুনতে আমার কানটা ঝালাপালা হয়ে গেছে। কখন যে কাকে কি বলি আমার খেয়াল থাকে না।

ভয়াল। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

হরিচরণ। স্বচ্ছন্দে। হরিচরণ কোন কথা গোপন রাখতে জানে না।

ভয়াল। এখুনি যে ছেলেটিকে দেখলাম, সে তোমার কে?

হরিচরণ। আমার ছেলে।

ভয়াল। সত্যি বলছ?

হরিচরণ। ছেলে আমার বৈকি। কিন্তু তুমি—

ভয়াল। অতীতের বুকে আমার পরিচয় হারিয়ে গেছে ভাই। আজ আর কিছু নেই আমার।

হরিচরণ। কিন্তু—

ভয়াল। অনেকদিনের পর একটা করুণ মুখ আমার চোখের সম্মুখে ফুটে উঠেছে। বল—বল ভাই, এ ছেলে কি সত্যিই তোমার?

হরিচরণ। আমার ছাড়া আবার কার ছেলে হবে?

ভয়াল। সত্য বল। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার স্নেহচ্ছায়া থেকে ওকে আমি বিচ্যুত করবো না। শুধু একবার সন্তান বলে বুকে টেনে নিতে চাই।

হরিচরণ। [স্বগত] না-না, এ অসম্ভব। [প্রকাশ্যে] তোমার ধারণা অলীক ভাই, প্রদীপ আমার ঔরসজাত সন্তান।

[প্রস্থান।

ভয়াল। প্রদীপ—প্রদীপ! ক্ষণিকের মধ্যে নিভে গেল। যাক, হারিয়ে যাক সে পৃথিবীর অন্ধকারে। আমি তাকে আর খুঁজতে চাই না। তবু যেখানে তুই থাক না কেন, তোর পিতাকে তুই অভিশাপ দিসনে বাবা, সে যে বড় অভাগা রে—বড় অভাগা!

[প্রস্থান।

—চার—

কারাগার

রুক্ষ মলিন আলুলায়িতা বন্দিনী মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের।. জ্বালা—অসহ্য জ্বালা! ওঃ ভগবান, তুমি কি নেই? অবলা নারীর ডাকে তুমি কি সাড়া দেবে না? আর যে পারছি না। সারা দেহ যন্ত্রণায় ফেটে যেতে চাইছে। বাবা—বাবা, দেখে যাও তোমার কন্যার কি দুর্গতি! ওঃ—এই বিশাল রাজপ্রাসাদে কেউ কি নেই—যে আমাকে একটুখানি শান্তিতে থাকতে দিতে পারে?

চাবুক হস্তে আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। না—কেউ নেই। বিশ্বাসঘাতিনীর শাস্তি এই—[কশাঘাত] শুধু তুমি নও, হারেমের যে নারী আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারও শাস্তি তোমার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

মেহের। স্বামী!

আলাউদ্দিন। স্বামী! হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই মন-ভোলানো ডাকে সুলতান আলাউদ্দিনকে ভোলাতে পারবে না নারী। তার অন্তরে স্নেহ-মায়া-মমতার লেশমাত্র নেই।

মেহের। পিশাচ!

আলাউদ্দিন। পিশাচ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! সত্যই আমি পিশাচ! [কশাঘাত]

মেহের। উঃ, ভগবান!

আলাউদ্দিন। কাফেরদের ভগবান নয়, মুসলমানের খোদাকে ডাক।

তিনি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন। বল, খোদা বল। [পুনঃপুনঃ কশাঘাত]

মেহের। না-না, এ আমি কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারবো না।

আলাউদ্দিন। করতে হবে, বল। [পুনপুনঃ কশাঘাত]

মেহের। আঃ—আঃ—ভগবান! [পড়িয়া গেল]

আলাউদ্দিন। তবুও সেই ভগবান! হাঃ-হাঃ-হাঃ! কাফেরদের এই ভগবানকে পদদলিত করে সমস্ত হিন্দুদের কলমা পড়িয়ে আমি মুসলমান বানাবো। তবেই আমার নাম আলাউদ্দিন খিলজী। অস্ত্রের ঝনঝনায় সমগ্র ভারতবর্ষ আমার পদতলে, এই চাবুকের জোরে আমীর-ওমরাহেরা আমার বশীভূত, মণি-মুক্তার লোভে খাপসুরৎ আওরতেরা যেতে আসতে কর্নিশ দেয়। আর কি চাই? মানুষের যা অভিপ্রেত, তার চেয়েও আমি বেশী পেয়েছি। না-না, আরও চাই। উপভোগে জীন্দেগীকে আমি ষোলকলায় পূর্ণ করে নেব। তবেই তো যেতে পারবো সুখের বেহেস্তে।

আনোয়ারের প্রবেশ।

আনোয়ার। বন্দেগী জাঁহাপনা!

আলাউদ্দিন। [বিরক্তভরে] তুই এখানে?

আনোয়ার। আজ্ঞে—

আলাউদ্দিন। আজ্ঞে থাক বেয়াদব, কেন এসেছিস তাই বল।

আনোয়ার। আজ্ঞে, সেনাপতি সাহেব আপনাকে তলব দিয়েছেন।

আলাউদ্দিন। হুঁশিয়ার বেতমিজ! [চাবুক আস্ফালন]

আনোয়ার। আজ্ঞে তাই তো বললেন।

আলাউদ্দিন। আচ্ছা, আসছি—[প্রস্থানোদ্যত]

আনোয়ার। কিন্তু জাঁহাপনা, এটি যে পড়ে থাকলো?

আলাউদ্দিন। থাক। [পদচারণা করিয়া, ফিরিয়া] না, যদি জাহান্নামে গিয়ে থাকে, তাহলে ভাল করে একটু মাটিচাপা দিস, আর যদি বেঁচে থাকে, সাতদিন দানাপানি বন্ধ করবি। [প্রস্থান।

আনোয়ার। এরই নাম রাজত্ব। ওগো হিন্দুর ভগবান, মুসলমানের খোদা! তুমি আমায় ভিখারী করে ঠিকই করেছ। এর জন্য তোমার দরজায় আমি কোনদিন ফরিয়াদ জানাতে যাব না। বেগম সাহেবা, বেগম সাহেবা! [দেখিয়া] ওঃ, মানুষ এমন নির্মম হতে পারে? কশাঘাতে কশাঘাতে সমস্ত দেহে রক্তের ফাগুয়া বইয়ে দিয়েছে। ভগবান—ভগবান!

মেহের। [ধীরে ধীরে উঠিয়া] কে, কে ডাকে ভগবানকে?

আনোয়ার। [স্বগত] এখনো জীবিতা! [প্রকাশ্যে] আমি—আমি বেগম সাহেবা।

মেহের। [শিহরিয়া] আনোয়ার! তুমি এসেছ আবার আমাকে চাবুক মারতে?

আনোয়ার। বেগম সাহেবা!

মেহের। দাঁড়িয়ে কেন নরকের কীট, মার। দেহটা যে শীতল হয়ে যাচ্ছে, একটু তাজা করে দাও।

আনোয়ার। আমাকে ভুল বুঝবেন না বেগম সাহেবা। আমি আপনাকে শাস্তি দিতে আসিনি, এসেছি বাঁচাতে।

মেহের। [অবিশ্বাসের সুরে] বাঁচাতে?

আনোয়ার। হ্যাঁ বেগম সাহেবা, আমি গোলাম হলেও এই মর্তের ধূলি-মাটিতে সৃষ্ট রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। আপনি যদি পালিয়ে যেতে চান, আমি তার সব বন্দোবস্ত করে দেবো।

মেহের। আনোয়ার!

আনোয়ার। বিশ্বাস হচ্ছে না? আজ অন্তত একটিবার আমাকে বিশ্বাস করুন বেগম সাহেবা।

মেহের। বেগম সাহেবা? এ সম্বোধন তো তুমি ছাড়া আর কেউ করে না আনোয়ার?

আনোয়ার। যারা করে না, তারা অমানুষ। বেগম সাহেবা, আপনি ভাগ্যচক্রে আজ সব হারিয়েছেন বলে আপনাকে সম্রাজ্ঞীর আসন থেকে আমি কোনদিন নামাতে পারবো না। আর বিলম্ব নয়, যদি পালিয়ে যেতে চান আসুন; এ গোলাম আপনাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

মেহের। তারপর তুমি?

আনোয়ার। আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি তো মরেই আছি।

মেহের। না-না, তা হয় না আনোয়ার। তোমাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে আমি পালিয়ে যেতে পারবো না।

আনোয়ার। এখনো ভেবে দেখুন, এখানে তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে বাঁচা কি আপনার প্রয়োজনীয় নয়? আপনি বেঁচে থাকলে একদিন শয়তান আলাউদ্দিনের টুঁটিটা শক্ত করে টিপে ধরতে পারবেন, কিন্তু কবরে গেলে—

মেহের। আনোয়ার! তুমিও—

আনোয়ার। আনোয়ার তার অত্যাচারের কথা ভোলেনি বেগম সাহেবা। যেদিন সুযোগ পাবে, সেদিন ওই জানোয়ারটাকে দুনিয়ার বুক থেকে—না-না, সে আমি পারবো না! নিমক খেয়ে আনোয়ার কোনদিন নেমকহারামী করতে পারবে না।

মেহের। আনোয়ার—ভাইজান!

আনোয়ার। আপনি আমাকে ভাইজান বলে সম্বোধন করলেন? তবে তাই হোক বহিন, আপনার জন্য আমার জীবন পণ রইলো। আজ থেকে সর্ব বিপদে আপনাকে রক্ষা করাই হবে আমার কর্তব্য। আসুন, আর বিলম্ব করবেন না।

মেহের। এ কি করে সম্ভব হবে ভাইজান!

আনোয়ার। সহজে যে হবে না তা আমি জানি। তাই আপনাকে রক্ষা করবার জন্য দেবলাদেবীকে ডেকে পাঠিয়েছি।

মেহের। দেবলাকে?

আনোয়ার। ভয় নেই বহিন। তার সহায়তা ছাড়া এ প্রাসাদ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই।

মেহের। যাওয়ার সময় যদি কেউ চিনে ফেলে?

আনোয়ার। সে ব্যবস্থা করেছি। প্রাসাদ থেকে আপনাকে হাবসী-দাসীর ছদ্মবেশে বেরিয়ে যেতে হবে।

মেহের। হাবসী-দাসীর ছদ্মবেশে?

আনোয়ার। হাঁ্যা বহিন। এ মোহময় ভুবন-ভোলানো রূপ আর আপনার থাকবে না। সর্বাঙ্গে উল্কি দিয়ে দেবলাদেবীর দাসী আপনাকে কুরূপা সাজিয়ে দেবে।

মেহের। আনোয়ার ভাই!

আনোয়ার। আর বিলম্ব নয়। এসো বহিন, এ নরক থেকে চির-কালের জন্য তোমাকে মুক্তি দিয়ে আমি খোদার মর্জি পূর্ণ করব। যদি বিশ্বনিয়ন্তা জাগ্রত থাকেন তাহলে ভাই-বোনে আবার সেদিন দেখা হবে, যেদিন অত্যাচারী আলাউদ্দিনের বক্ষরক্তে আমি হিন্দুস্থানের মাটি লাল করে দেবো। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—এক—

পথ

পথশ্রমে ক্লান্ত বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। ভগবান! সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করতে যদি না দেবে, তবে কেন এনেছিলে এই ধরণীর সুন্দর মাটিতে? যেখানে গেলাম, সেখানেই পেলাম শুধু অন্তর্দাহী জ্বালা আর তীব্র অপমান। এ যে সহ্য করতে পারছি না। এমন জীবনের চেয়ে মৃত্যুই আমার শ্রেয়।

প্রদীপের প্রবেশ।

প্রদীপ। দীনুকাকা—দীনুকাকা!

বিজয়। না, এখানেও হলো না। সর্বত্র বাধা।

প্রদীপ। কে গো তুমি, কোথা থেকে আসছো?

বিজয়। আমি?

প্রদীপ। হ্যাঁ, তুমি। দীনুকাকাকে দেখেছ?

বিজয়। দীনুকাকা?

প্রদীপ। হ্যাঁ গো। কদিন থেকে গান শোনাব বলছি, আজ সে এসেছিল হঠাৎ, আবার চলে গেছে।

বিজয়। তুমি বুঝি গান গাইতে পার?

প্রদীপ। পারি না মানে! খুব পারি। শুনবে একখানা?

বিজয়। গান আমি অনেকদিন শুনিনি। গান যে কি বস্তু তাও ভুলে গেছি। তুমি গাও ভাই, আমি শুনবো।

প্রদীপ।—

গীত।

আমার সোনার দেশের মাটি—
তার মাঠে মাঠে সোনা ফলে নামটি বেজায় খাঁটি।
সবুজ গাছের ছায়ে ছায়ে,
শুক-শারীরা উঠছে গেয়ে,
হিংসা সেথায় পায় না গো ঠাঁই শুধুই স্নেহ পরিপাটি॥

ক্লান্ত নাগেশ্বরের প্রবেশ।

নাগেশ্বর। বাঃ, অপূর্ব!

বিজয়। কে আপনি?

নাগেশ্বর। তোমারই মত ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর পথিক। আজকের রাতের মত একটা আশ্রয় খুঁজছি।

প্রদীপ। আশ্রয় খুঁজছেন? আসুন না আমাদের পান্থশালায়। ওই তো দেখা যাচ্ছে।

নাগেশ্বর। পান্থশালা?

প্রদীপ। ওমা, সেকি? পান্থশালা চেনেন না? আমার বাবা হরিচরণ শর্মা ভয়ানক নামকরা লোক, যাবেন নাকি?

নাগেশ্বর। নিশ্চয়ই যাব।

প্রদীপ। তাহলে আসুন, আমি বাবাকে খবর দিতে যাই।

[ছুটিয়া প্রস্থান।

নাগেশ্বর। তোমার নিবাস?

বিজয়। জানি না।

নাগেশ্বর। এর অর্থ?

বিজয়। আমার কোন আশ্রয় নেই।

নাগেশ্বর। এতদিন ছিলে কোথায়?

বিজয়। এক অসভ্য সাঁওতাল পল্লীতে।

নাগেশ্বর। সাঁওতাল পল্লীতে? কিন্তু তোমার মুখের আদল দেখে তো তা মনে হয় না। বল—বল যুবক, কি তোমার পরিচয়?

বিজয়। পরিচয় আমি হারিয়ে ফেলেছি রাজপুরুষ। তাই দিনের পর দিন ভারতের পথে-প্রান্তরে উদভ্রান্তের মত ঘুরে ঘুরে একটা আশ্রয় খুঁজেছি। কিন্তু কেউ দিলে না একটা আশ্রয়। অসভ্য জানোয়ার বলে সবাই ঘৃণাভরে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে।

নাগেশ্বর। যুবক!

বিজয়। বলতে পারেন রাজপুরুষ, এমন দুর্বিসহ জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কি লাভ? তাই আমি মরতে চলেছি।

নাগেশ্বর। বল কি! এমন কাঁচা বয়সে মরবার তোমার এতই সাধ?

বিজয়। বাঁচতে তো চেয়েছিলাম। কিন্তু কেউ আমাকে বাঁচতে দিলে না। যাদের স্নেহছায়ায় আজ আমি এত বড়টি হয়েছি, শেষে তারাই আমাকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে।

নাগেশ্বর। তোমার পিতার নাম?

বিজয়। পিতা-মাতা কাকে বলে জানি না। জীবনে কোনদিন তাদের দেখবার সৌভাগ্যও হয়নি।

নাগেশ্বর। তাহলে তুমি—

বিজয়। পলাতক হলেও রাজদ্রোহী নই। আজ নিয়ে তিনদিন মুখে অন্ন ওঠেনি, তবু বাঁচবার চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু আর নয়।

নাগেশ্বর। যুবক, আমি তোমাকে আশ্রয় দেবো।

বিজয়। তাহলে মনে করবো, আপনি বিশ্বনিয়ন্তার প্রভু।

নাগেশ্বর। কিন্তু—

বিজয়। কিন্তু নয় রাজপুরুষ, আমাকে বিশ্বাস করুন। পরণে অসভ্য জংলীর পোষাক থাকলেও, অন্তর আমার শুচিশুভ্র।

নাগেশ্বর। কি করে বুঝবো?

বিজয়। সবাই এই কথা জিজ্ঞাসা করে। এর উত্তর দিতে আমিও পারিনি। আমাকে তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজও বুঝেছি আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছেন। যাক, ভালই হলো। এ জন্মে যখন মা বসুধার কোমল স্পর্শ পেলাম না, তখন এমন ব্যর্থ মনুষ্য জন্ম আমি কোনদিন কামনা করবো না। বিদায় রাজপুরুষ, বিদায়—[প্রস্থানোদ্যত]

নাগেশ্বর। যুবক!

বিজয়। বাধা দেবেন না। আমায় যখন—

নাগেশ্বর। অবিশ্বাস করি না যুবক। আমি তোমার স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ। আমিই তোমাকে আশ্রয় দিলাম।

বিজয়। আপনি—

নাগেশ্বর। হ্যাঁ। আমি পঞ্চমপুরের সামান্য একজন রাজকর্মচারী। প্রথমে মহারাজকে গিয়ে অনুরোধ করবো। তিনি যদি আশ্রয় দেন ভাল—নইলে আমার পর্ণকুটিরে তোমার স্থানাভাব হবে না। আচ্ছা, তোমার নাম?

বিজয়। বিজয়কুমার।

নাগেশ্বর। বাঃ, সুন্দর নাম। এতদিন আমি তোমার মত একজন যুবককে খুঁজছিলাম, ভগবান আজ মিলিয়ে দিয়েছেন।

শশব্যস্তে হরিচরণের প্রবেশ।

হরিচরণ। প্রদীপ—প্রদীপ! এই যে আসুন—আসুন, আপনাদের পাদস্পর্শে আমার পান্থশালা ধন্য হয়ে থাক।

নাগেশ্বর। তুমি বুঝি পান্থশালার মালিক?

হরিচরণ। আজ্ঞে না, আমি পরিচালক। বাদশাহ আলাউদ্দিন খিলজীর অধীনে আমি কাজ করি।

বিজয়। আলাউদ্দিন খিলজী! আলাউদ্দিন খিলজী! যেখানে যাই, সেই জানোয়ারটার কথা ছাড়া কি অন্য কিছু নেই? আপনি যান রাজপুরুষ, আমি ওখানে যেতে পারবো না।

হরিচরণ। চুপ কর। যদি কেউ শুনতে পায় তাহলে তোমার ধড়ে আর মাথা থাকবে না।

বিজয়। এমন মাথা দু'দশটা গেলেও কিছু যায় আসে না।

হরিচরণ। তবে আমার আর কি? ওরে ও গণশা, হামিদ খাঁকে ডেকে দে তো।

বিজয়। হামিদ খাঁ?

হরিচরণ। কি করবো বল, রাজদ্রোহীকে শাস্তি দেবার জন্য আমি আছি।

বিজয়। থাক। আমি কাউকে ভয় করি না। নিয়ে এসো হামিদ খাঁকে। আমি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করবো। দেখবো অত্যাচারী আলাউদ্দিনের প্রকৃত স্বরূপ।

নাগেশ্বর। আঃ বিজয়! তোমার এখনো ছেলেমানুষি কাটেনি বাপু। তুমি ওকে ক্ষমা কর পান্থপাল।

বিজয়। [গর্জন করিয়া] না-না রাজপুরুষ। এই সামান্য একজন

পান্থপালের কাছে ক্ষমা আমি চাই না। নিয়ে চল বাদশাহের পা-চাটা গোলাম, যেখানে তোমার অভিরুচি।

নাগেশ্বর। যুবক!

বিজয়। আপনি জানেন না, এই আলাউদ্দিনের জন্য আমার সাধে গড়া পার্বত্য অঞ্চল ধ্বংস হয়েছে। কত পিতা পুত্র-কন্যা হারিয়েছে, কত মাতা বুকফাটা আর্তনাদে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করেছে, কত নারী প্রিয়তমকে হারিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে পাষাণ কারায় নিজের ইজ্জত হারিয়ে মাথা ঠুকে মরেছে। যে অত্যাচারী সুলতান প্রজার দুঃখ বোঝে না, তার আশ্রয়ে থেকে আমি উদরপূর্তি করতে পারবো না।

হরিচরণ। যুবক! তোমার সত্য পরিচয় দাও!

বিজয়। পরিচয়! হাঃ-হাঃ-হাঃ! পরিচয় আমার আকাশে-বাতাসে পথে-প্রান্তরে হারিয়ে গেছে পান্থপাল। আশ্রয়দাতারা বলে আমাকে তারা কুড়িয়ে পেয়েছে। আবার কেউ বলতো আমি নাকি তাদেরই একজন।

হরিচরণ। না-না, তুমি সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করনি যুবক। তোমার শিরায় শিরায় টগবগ করে ফুটছে স্বাধীনচেতা রাজার তপ্তরক্ত। আমি তোমাকে সুলতানের হাতে—

নাগেশ্বর। পান্থপাল!

হরিচরণ। ধরিয়ে দেবো না মহামান্য অতিথি। আমি ওকে মুক্তি দিলাম।

বিজয়। পান্থপাল!

হরিচরণ। পান্থপাল হলেও আমি যে মানুষ। এমন একটা স্বাধীনতাকামী প্রাণকে যদি অকালে বিনষ্ট করে দিই, তাহলে বাদশাহের দরবারে প্রশংসা কুড়িয়ে পেলেও, দেশবাসীর কাছে পেতাম নিষ্ঠুর

অভিশাপ। আসুন আপনারা, এখানে আপনাদের রাখব না। ;আমি আপনাদের স্থান করে দেবো দাক্ষিণাত্যে।

নাগেশ্বর। দাক্ষিণাত্যে?

বিজয়। সেখানে যদি আশ্রয় না পাই?

হরিচরণ। যদি কিন্তুর কোন প্রশ্ন নেই যুবক। ভারতকে অত্যাচার মুক্ত করতে আমি আপনাদের দাক্ষিণাত্যে সূর্যবর্মার রাজ্যে আশ্রয় দেওয়াবই। আসুন। [সকলের প্রস্থান।

মামুদ ও লতিফের প্রবেশ।

মামুদ। লতিফ—

লতিফ। সর্দার!

মামুদ। সেই শয়তানীটার গর্দান এনেছিস?

লতিফ। না সর্দার, পারিনি।

মামুদ। [ক্রোধে] কেন?

লতিফ। বড় চোখের জল ফেললে।

মামুদ। তাই আওরতটাকে দেখে তুমি ফিরে এলে?

লতিফ। কি করবো সর্দার। আমারও গায়ে চামড়া আছে।

মামুদ। হুঁশিয়ার বেতমিজ। জান, আমি তোমাকে জবাই করতে পারি?

লতিফ। জানি সর্দার।

মামুদ। জেনেও তুমি নীরবে ফিরে এলে?

লতিফ। না ফিরে উপায় ছিল না সর্দার। লতিফ খাঁ সব কিছু সইতে পারে, লেকিন পারে না কেবল মা-বহিনের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করতে।

মামুদ। বেইমান। আমি তোমাকে কোতল করবো।

লতিফ। সর্দার!

মামুদ। বেইমানীর অপরাধে তোমাকে আমি আরবের মাটিতে না পাঠিয়ে দিল্লীর মাটিতে কবর দেবো জানোয়ার।

লতিফ। হুঁশিয়ার সর্দার! লতিফ খাঁ তোমার অধীনে নোকরী করলেও, সে তার গর্দান বিক্রি করে দেয়নি।

মামুদ। [তীব্রস্বরে] লতিফ!

লতিফ। সর্দার! একথাও স্মরণ রাখা উচিত, ইচ্ছা করলে তোমাকে আমি ভারতের মাটি থেকে বিদায় নিতে দেবো না। সুলতান আলাউদ্দিনের কারাগারে শুকিয়ে মারতে পারি।

মামুদ। হুঁশিয়ার ভেড়িকা বাচ্চা! আমি তোমাকে—[ছুরিকা বাহির করিতে উদ্যত]

লতিফ। [ততোধিক উচ্চস্বরে] সর্দার! লতিফ খাঁ এত বেয়াকুফ নয় যে, সে তোমার মত শয়তানের সম্মুখে নিরস্ত্র হয়ে আসবে। ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে দিল্লীর মাটিতে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারি। ক্ষমতা থাকলে পরীক্ষা করে দেখতে পার।

মামুদ। [নরম সুরে] লতিফ, শেষে তুমি আমার সঙ্গেও বেইমানী করতে চাও?

লতিফ। না সর্দার, ইচ্ছা থাকলেও করবো না। তুমি যে আমাকে দোজাকের অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলে এনেছ। [প্রস্থানোদ্যত]

মামুদ। লতিফ!

লতিফ। সর্দার! লতিফ খাঁ সামান্য দস্যু হলেও সে রক্তমাংসে গড়া মানুষ, তারও বিবেচনা করবার মত ক্ষমতা আছে। অন্যায়ের গণ্ডীতে সে কোনদিন পা দেবে না। পান্থশালায় পা দিয়েছি বলে অতিথির

সর্বনাশ করতে পারবো না। দোহাই সর্দার, দোহাই তোমাকে। এ আদেশ তুমি করো না। [দ্রুত প্রস্থান।

মামুদ। শালার মতলব ফিরেছে। আচ্ছা, আজ যাও। আমিও তোমাকে দেখে নেবো।

[প্রস্থান।

—দুই—

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ—প্রমোদ কক্ষ

ছদ্মবেশে রামরুদ্র ও ভয়ালের প্রবেশ।

রাম। [চাপাস্বরে] ভয়াল!

ভয়াল। কুমার!

রাম। দেখতে পাচ্ছ?

ভয়াল। পাচ্ছি কুমার।

রাম। লোকটা কে?

ভয়াল। সুলতান আলাউদ্দিন।

রাম। এ যে বৃদ্ধ!

ভয়াল। বৃদ্ধ হলেও ওর ভোগের নেশা এখনও কাটেনি।

রাম। বল কি! এরই দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা ভারতবর্ষ আজ থর থর করে কাঁপছে!

ভয়াল। হ্যাঁ কুমার।

রাম। কিন্তু আমি তা হতে দেবো না। এই বৃদ্ধকে কবরের তলায় ঘুম পড়িয়ে রেখে যাব। এবার তুমি যাও, আমার ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করবে।

ভয়াল। যাচ্ছি কুমার। একটু হুঁশিয়ার হয়েই চলবেন।

[প্রস্থান।

রাম। হুঁশিয়ার হয়েই আছি ভয়াল। মৃত্যুকে পরোয়া করি না। যমও আমাকে স্পর্শ করতে সাহস পাবে না। [সহসা] ওকি! কে যেন এদিকে এগিয়ে আসছে না? তাইতো! ঠিক আছে, আমিও থামটার আড়ালে লুকিয়ে থাকি, বিলম্ব করলে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনাই বেশী।

[অন্তরালে গমন।

কাফুর খাঁর প্রবেশ।

কাফুর। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি কর্তব্যের পথে। আজ আর বিশেষ কেউ নেই। হয়তো দুদিন পরে আর কেউ থাকবে না। আলাউদ্দিন! শয়তান আলাউদ্দিন! আমি যখন তোমার কবর খুঁড়তে শুরু করেছি তখন তার শেষ না করে ছাড়বো না। অপেক্ষা করুন প্রভু! আপনার গোলাম সেই অত্যাচারের কথা বিস্মৃত হয়নি। তারই প্রতিশোধ নিতে আজ সে সাজবে নির্মম জল্লাদ। কৈ হ্যায়—

সুরাপাত্র হস্তে আনোয়ারের প্রবেশ।

আনোয়ার। ফরমাইয়ে হুজুর—

কাফুর। আনোয়ার, তুমি এখানে?

আনোয়ার। ভয় নেই খোদাবন্দ, আনোয়ার কোনদিন আপনার গুপ্ত অভিসন্ধির কথা কারো কাছে ফাঁস করে দেবে না।

কাফুর। আনোয়ার!

আনোয়ার। চোখ রাঙিয়ে কোন লাভ হবে না সিপাহশালার।

আমার মদের খরচটা জুগিয়ে দিলে আমি হুজুরের গোলাম হয়ে থাকবো। বিশ্বাস করুন—

কাফুর। [স্বগত] হুঁ। আচ্ছা দেখা যাবে।

আনোয়ার। এখন কি করবো হুজুর?

কাফুর। কিছু করতে হবে না, তুমি যেতে পার। আচ্ছা একটা কথা—তুমি নাকি বেগম সাহেবাকে ছেড়ে দিয়েছ?

আনোয়ার। আমি? কে বললে? ওসব ঝুট, বিলকুল ঝুটবাত।

কাফুর। না। আমি জানি, তুমি ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে না।

আনোয়ার। আমি! মানে—কক্ষনো না।

কাফুর। আনোয়ার! যদি স্বীকার কর, তোমাকে আমি—

আনোয়ার। তামাম ভারতের অর্ধাংশ দিলেও আমি বলবো—জানি না। [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

কাফুর। আমার জীবনের কালরাহু যদি কেউ থাকে—সে একমাত্র ওই আনোয়ার। ওকে দুনিয়ার বুক থেকে সরাতে না পারলে আমার যাত্রাপথ পরিষ্কার হবে না। [চিন্তা করিয়া] হ্যাঁ পেয়েছি, ওই সুরা নারী আর সিংহাসনের সূত্র ধরে কাফেরটাকে রাজদ্রোহী সাজাবো, তারপর সে আমারই হাতে মরবে।

সুরা সহ নর্তকীর প্রবেশ।

নর্তকী। সেলাম হুজুর।

কাফুর। [শিহরিয়া] ও, তুমি! নাচ—গাও, ফুর্তির ফোয়ারা ছোটাও। প্রাসাদে বইয়ে দাও সুরার হিল্লোল। [নর্তকী নৃত্যগীত শুরু করিলে কাফুর চলিয়া গেল]

চাবুক হস্তে আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। হুঁশিয়ার শয়তানী! বল, তোকে কে এনেছে এখানে?

নর্ত্তকী। আজ্ঞে জাঁহাপনা—

আলাউদ্দিন। বল, নইলে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে রাজপথে ফেলে দেবো।

নর্ত্তকী। [স্বগত] কার নাম বলবো, সিপাহশালার—না বান্দার? এখন বান্দার নামটাই বলা ভাল।

আলাউদ্দিন। [কশাঘাত করিয়া] কি, চুপ করে রইলি কেন?

নর্ত্তকী। আজ্ঞে, আপনার ওই খাস বান্দা—

আলাউদ্দিন। আনোয়ার!

নর্ত্তকী। আজ্ঞে।

আলাউদ্দিন। [কশাঘাত] যা, বেরিয়ে যা।

[কুনিশ করিয়া নর্ত্তকীর প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। ওঃ—আনোয়ার! তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করে আমারই প্রাসাদে সুরা আর নর্ত্তকী নিয়ে স্ফূর্তির ফোয়ারা ছোটাচ্ছ! না, এবার তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না। কে আছিস?

রক্ষীর ছদ্মবেশে রামরুদ্রের প্রবেশ।

রাম। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

আলাউদ্দিন। কে তুই কমবক্ত?

রাম। তোমার যম। [ছদ্মবেশ খুলিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আলাউদ্দিন। কে আছিস? রক্ষী, প্রহরী, খোজা—

রাম। এখানে কেউ নেই শয়তান। যারা ছিল, তারা বীরশয্যা লাভ করেছে।

আলাউদ্দিন। কি চাস কাফের?

রাম। তোমার কাছে আমি কৈফিয়ত চাই। বল, কোথায় আমার ভগ্নি? কেন হাজার হাজার মা-বোনের আজ এমন চরম দুর্দশা?

আলাউদ্দিন। কে তুমি যুবক? সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর কাজের কৈফিয়ত চাও?

রাম। আমি দাক্ষিণাত্যের পঞ্চমপুর রাজ্যের যুবরাজ—

আলাউদ্দিন। ও, তুমি! জান, আমার একটা অঙ্গুলি হেলনে পঞ্চমপুর রাজ্য মুহূর্তে ধূলার সঙ্গে মিশে যাবে?

রাম। জানি। কিন্তু সে সুযোগ আপনাকে আমি দেবো না। যেমন বিশ্বাসঘাতকতায় দিল্লীর মসনদে আরোহন করেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে আমি আপনাকে চিরদিনের মত ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যাবো। [তরবারি কোষমুক্ত করিল]

আলাউদ্দিন। তুমি আমাকে—

রাম। পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে মুক্তি দিচ্ছি। [অগ্রসর]

আলাউদ্দিন। যুবক!

রাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সারা ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি আজ প্রাণভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

আলাউদ্দিন। তুমি যা চাও, আমি তাই দেবো। শুধু আমাকে একবার বাইরে যেতে দাও।

রাম। না-না, যেতে দেবো না। মরবার জন্য প্রস্তুত হও শয়তান! [আঘাত করিতে উদ্যত]

সহসা তরবারি হস্তে আনোয়ারের পুনঃ প্রবেশ।

আনোয়ার। তার পূর্বে তুমি জাহান্নামে যাও বেইমান! [রামরুদ্রের তরবারিতে আঘাত করিল]

আলাউদ্দিন। হত্যা কর—হত্যা কর, কাফেরটাকে নির্মম ভাবে হত্যা কর।

রাম। এত সহজে হত্যা করতে পারবে না। [উভয়ের যুদ্ধ]

সশস্ত্র কাফুর খাঁর প্রবেশ।

কাফুর। [রামরুদ্রের পৃষ্ঠে তরবারি ধরিয়া] অস্ত্র ত্যাগ কর যুবক, নইলে ঘাড় থেকে মাথাটা উড়ে যাবে।

আলাউদ্দিন। না সিপাহশালার, এই বেইমানটাকে কোতল করো না। আনোয়ার!

আনোয়ার। জনাব!

আলাউদ্দিন। আততায়ীকে শৃঙ্খলিত করে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ কর।

আনোয়ার। এসো দোস্ত! [অগ্রসর]

রাম। দাঁড়াও শিপাহশালার! আমাকে হত্যা না করে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।

কাফুর। তোমাকে এত সহজে হত্যা করবো না। তবে ডান হাতটা চিরদিনের মত খতম করে দিলাম। [কব্জিতে অস্ত্রাঘাত করিলে, অস্ত্র খসিয়া পড়িল, আনোয়ার শৃঙ্খল পরাইল]

রাম। আঃ শয়তান—শয়তান!

কাফুর। সে আছিস?

রক্ষীর প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। নিয়ে যা এই বাঁদীর বাচ্চাকে। [রক্ষী টানিল] সাতদিনের মধ্যেই তোমার বিচার হবে।

রাম। হিন্দুরা মরতে জানে শয়তান বাদশা, তাকে বিচারের ভয় দেখানো বৃথা—বৃথা।

[রক্ষী সহ প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। আনোয়ার!

আনোয়ার। জনাব!

আলাউদ্দিন। তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে।

আনোয়ার। জাঁহাপনা! আমার অপরাধ?

আলাউদ্দিন। অমার্জনীয়। সুরা আর বাঈজী নিয়ে আমার মহলটা তুমি দোজাকে পরিণত করেছিলে। তোমার শাস্তি—

আনোয়ার। খোদাবন্দ!

আলাউদ্দিন। কাফুর খাঁ—[ইঙ্গিতে বন্দী করিতে আদেশ করিলে কাফুর খাঁ শৃঙ্খলিত করিল]

আনোয়ার। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না জনাব। সুরা আর বাঈজী নিয়ে আর যে ঢলাঢলি করুক, আনোয়ার এ দুটো বস্তুকে একসঙ্গে নিয়ে কোনদিন খেলা করে না।

কাফুর। আঃ আনোয়ার, ঝুটাবাত কেন বলছো দোস্ত?

আনোয়ার। দোস্ত বলে আমাকে সম্বোধন করবেন না খাঁ সাহেব। আনোয়ার আপনাকে চিনে ফেলেছে। তাই আজ সোজা মাথায় চিৎকার করে বলছে, অন্ধ বাদশা একদিন শোচনীয় মৃত্যু নেবে আনোয়ারের বেইমানী চক্রে—না, সেনাপতি কাফুর খাঁর কূট চক্রান্তে।

কাফুর। জনাব! এই অপরাধীর উক্তি—

আলাউদ্দিন। আমি বিশ্বাস করি না। যাও কাফুর, তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উঠবে, তবু তোমাকে আমি কোনদিন অবিশ্বাস করতে পারবো না।

কাফুর। সেলাম জাঁহাপনা! এসো আনোয়ার।

[আনেয়ার সহ প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। কাফুর—কাফুর! না, নিয়ে যাও। খোদা মেহেরবান! আনোয়ারকে শাস্তি দিয়ে তবে কি আমি ভুলই করলাম? না-না, ভুল আমার নয়, আমি শাসক, শাসন করতেই আমার জন্ম। কিন্তু আনোয়ার যে আমাকে দুষমনের হাত থেকে রক্ষা করেছে, তার পুরস্কার? না, নেই। রাজদ্রোহীর এই উপযুক্ত পুরস্কার।

[প্রস্থান।

—তিন—

পঞ্চমপুর রাজপ্রাসাদ—কক্ষ

অপ্রকৃতিস্থ ভূপেন্দ্র সিংহ পদচারণা করিতেছিলেন।

ভূপেন্দ্র। কে—কে ডাকে? না, কেউ নেই। [সহসা] ওকি! চতুর্দিক থেকে কিসের যেন একটা অমঙ্গলের আভাষ স্পষ্ট ভেসে আসছে। ওঃ, ভগবান! আমার কপালে কি একটুও সুখ সইবে না? রামরুদ্র, তুই এখানে? শয়তানটার তাজা মাথাটা নিয়ে এসেছিস? ঠিক করেছিস, এই তো আমার উপযুক্ত পুত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ—চরম প্রতিশোধ। একি! কোথায় গেল? রামরুদ্র—রামরুদ্র—[পড়িয়া যাইতেছিলেন]

সহসা চম্পাকলি আসিয়া ধরিয়া ফেলিল।

চম্পা। [ব্যথিতকণ্ঠে] এখানে তো কুমার নেই মহারাজ।

ভূপেন্দ্র। কিন্তু আমি যে তাকে—তবে কি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম? হয় তো তাই।

চম্পা। আপনি এখন অসুস্থ। কবিরাজেরা আপনাকে উঠতে মানা করেছেন।

ভূপেন্দ্র। আমি অসুস্থ? তাইতো, আমার মনে ছিল না। আচ্ছা মা, আমার রাম ভাল আছে তো?

চম্পা। হ্যাঁ, ভাল আছে।

ভূপেন্দ্র। আছে? কেন থাকবে না? সে যে আমার উপযুক্ত পুত্র। ভয় কাকে বলে সে জানে না।

চম্পা। এখন আপনি শয্যায় বিশ্রাম করবেন চলুন।

ভূপেন্দ্র। বিশ্রাম? বিশ্রাম আর আমার জীবনে আসবে না মা। আমি এখন যেতে পারলেই বাঁচি।

চম্পা। মহারাজ! [ইতস্তত করিতে করিতে] আমি—

ভূপেন্দ্র। কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও? বল—বল মা!

চম্পা। মহারাজ! আপনি একদিন বলেছিলেন, আমার পরিচয়—

ভূপেন্দ্র। না-না, ওরে জিজ্ঞাসা করিসনে মা তোর পিতৃ-পরিচয়। সে আমি কাউকে বলতে পারবো না।

চম্পা। [কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল] মহারাজ!

ভূপেন্দ্র। যদি কেউ কোনদিন তোর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তাহলে তাকে বলিস, তুই তোর মায়েরই মেয়ে।

চম্পা। ওঃ, মহারাজ! তাহলে কি আমি—

ভূপেন্দ্র। ভুলে যেতে হবে জন্মের ইতিহাস, মুছে ফেল তোর পিতৃ-পরিচয়।

চম্পা। তাই হবে, আমি মুছে ফেলব মন থেকে পিতা-শব্দ। চম্পাকলি মায়ের মেয়ে। জন্ম তার বজ্র-বিদ্যুতের আকর্ষণে। কর্ম তার সৃষ্টিধ্বংসী সংগ্রাম, নির্বান তার খেয়ালী বিধাতার ইচ্ছায়। তাকে ছুটতে হবে, তাকে বাঁচতে হবে, তাকে ভাগ্যের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম চালাতে হবে—প্রবল সংগ্রাম চালাতে হবে।

[বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রস্থান।

ভূপেন্দ্র। চোখের জল ফেলতে ফেলতে মেয়েটা চলে গেল। কিন্তু আমি কি করবো; এ যে ওর অদৃষ্টের ফল।

নাগেশ্বর ও বিজয়কুমারের প্রবেশ।

নাগেশ্বর। মহারাজের জয় হোক।

ভূপেন্দ্র। কে, নাগেশ্বর ?

নাগেশ্বর। হ্যাঁ মহারাজ।

ভূপেন্দ্র। সংবাদ ভাল তো ? সপ্তমপুরের রাজা কুশলে আছে ?

নাগেশ্বর। হ্যাঁ মহারাজ, সবই মঙ্গল।

ভূপেন্দ্র। আমাদের গোপনে উদ্দেশ্য—

নাগেশ্বর। সফল হয়েছে। মহারাজ সূর্যবর্মা ইতিমধ্যে প্রাসাদে আসবেন।

ভূপেন্দ্র। উত্তম। সঙ্গে ওই যুবকটি কে ?

নাগেশ্বর। নিরাশ্রয় হয়ে পথে পথে ঘুরছিল। আমি ওর বীর্য-বত্তায় মুগ্ধ হয়ে আপনার অধীনে কাজ দেবো বলে নিয়ে এসেছি।

ভূপেন্দ্র। যুবক! তোমার নাম কি ?

বিজয়। বিজয়কুমার।

ভূপেন্দ্র। তোমার বংশ পরিচয় ?

বিজয়। জানি না আর্য। তবে এইটুকু জানি—জাতিতে আমি ক্ষত্রিয়।

ভূপেন্দ্র। নাগেশ্বর !

নাগেশ্বর। যুবককে অবিশ্বাস করবেন না মহারাজ। ওর জন্য আমার শির জামিন রাখলাম। আমি জানি ওর মধ্যে আছে সুপ্ত প্রতিভা। সে শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারলে ও একদিন বড় যোদ্ধা হতে পারবে। আর ওর ললাটে অঙ্কিত রয়েছে রাজতিলক।

বিজয়। আর আমিও আপনার পদস্পর্শ করে শপথ করছি আর্য, চিরকাল আপনার অনুগত দাসানুদাস হয়ে থাকবো। শুধু আমাকে একটু আশ্রয় দিন। যদি প্রয়োজন মনে করেন, আমার বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী মন্ত্রীমশায়কে জানিয়েছি—আপনাকেও বলবো।

ভূপেন্দ্র। সে আমি পরে শুনবো। তুমি অস্ত্রবিদ্যা জান?

বিজয়। জানি আর্য।

ভূপেন্দ্র। ঘোড়ায় চড়া?

বিজয়। তাও জানি।

ভূপেন্দ্র। নাগেশ্বর! আমিও এই যুবককে আশ্রয় দিলাম। যাও, এর বিশ্রামের সুব্যবস্থা করে দাও।

নাগেশ্বর। তাহলে যাচ্ছি মহারাজ। আপনার জন্য আরও একটা মহার্ঘ রত্ন এনেছি।

ভূপেন্দ্র। রত্ন!

নাগেশ্বর। হ্যাঁ আর্য। দেখুন, কি অপূর্ব রত্ন। এ হচ্ছে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। এ শঙ্খ যার কাছে থাকে, তার কখনো কোন অমঙ্গল হয় না।

ভূপেন্দ্র। [শঙ্খটি হস্তে লইয়া] হ্যাঁ, দক্ষিণাবর্তই বটে। আমারও একটা এই শঙ্খ ছিল। ঠিক সতের বছর আগে হঠাৎ একদিন রাণীর হাত থেকে মাটিতে শঙ্খটি পতিত হয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, এরপর আসে সুলতান আলাউদ্দিনের দেওয়া মণিহার। তারপর কত দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কিন্তু এ শঙ্খ নিয়ে আমি কি করবো?

চম্পাকলির পুনঃ প্রবেশ।

চম্পা। আমাকে দিন মহারাজ। [সহসা বিজয়ের চোখে চোখ পড়তেই বিজয় মুখ নামাইয়া ফেলিল] আমি রাজকন্যা সোমশুক্লাকে ওই শঙ্খ দিয়ে দেবো।

ভূপেন্দ্র। সেই ভাল মা, আমার আর সৌভাগ্যের প্রয়োজন নেই। এতে যদি তোমাদের কিঞ্চিত মঙ্গল হয়—

চম্পা। [শঙ্খ লইয়া] আমি এখুনি যাচ্ছি আর্য। স্বর্ণকারকে ডেকে এনে অলঙ্কার গড়িয়ে নেব। আর এই শুভ শঙ্খের মাধ্যমে যেন আমাদের রাজকুমারীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

[বিজয়ের দিকে তাকাইতে তাকাইতে প্রস্থান।

ভূপেন্দ্র। নাগেশ্বর! তুমি বিজয়কে নিয়ে যাও, লক্ষ্য রেখ, ওর যেন কোন অসুবিধা না হয়।

নাগেশ্বর। যথাদেশ মহারাজ। এসো বিজয়।

[বিজয় সহ প্রস্থান।

ভূপেন্দ্র। [বিজয়ের দিকে তাকাইয়া] সতের বছর পরে আবার দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ এসেছে। সেই সঙ্গে এসেছে এক সুদর্শন যুবক। জানি না এবার সোমশুক্লার অদৃষ্টে কি আছে? ভগবান! আমার অভীষ্ট সিদ্ধ কর দয়াময়, অভীষ্ট সিদ্ধ কর।

[প্রস্থান।

—চার—

পথ

অবসন্ন দেহে শ্লথ পদক্ষেপে ধীরে ধীরে
মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের। ভগবান! আর কতদিন এভাবে চালাবে প্রভু? আমি যে কিছুতেই পারছি না। ধীরে ধীরে দেহের সমস্ত শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। চলবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। ওঃ দয়াময়, দুনিয়ার সবাইকে ঠাঁই দিয়েছ, আমার জন্ম কি গাছতলায়ও একটু আশ্রয় নেই? সুলতানের গুপ্তচরেরা সর্বদা আমার অনুসন্ধান করছে, মুখের আদলটা পালটে গেছে বলে চিনতে পারছে না। না-না, আজ আমি চলতে পারবো না। [অগ্রসর হইলে পতন]

প্রদীপের প্রবেশ।

প্রদীপ। কার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যায়? তবে কি দস্যুরা—[চিৎকার করিয়া] বাবা—বাবা, আমাকে নিয়ে যাও। একি! পথের মাঝে একটা মেয়েমানুষ পড়ে আছে না? তাই তো—মরেছে, না বেঁচে আছে? [স্পর্শ করিল]

মেহের। কে—[স্তিমিত কণ্ঠে] এ কার স্পর্শ? আলাউদ্দিন খিলজী, তুমি এখানেও?

প্রদীপ। না মা, আমি প্রদীপ।

মেহের। মা! মা বলে কে ডাকে? এমন ডাক তো আমি এ জন্মে শুনিনি। কে, কে তুমি? [ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল]

প্রদীপ। আমি প্রদীপ।

মেহের। প্রদীপ? কি চাও এখানে?

প্রদীপ। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই মা।

মেহের। কোথায়? আলাউদ্দিন খিলজীর কাছে? না-না, আমি মরবো, তবু সেখানে যেতে পারবো না।

প্রদীপ। না মা। আমি তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবো না। আমাদের পান্থশালায় নিয়ে যাব। চল মা, চল। [হাত ধরিল]

মেহের। দীন দুনিয়ার মালেক! ছেলের মা ডাক এত মধুর? ওরে বল, বল মায়াবী ছেলে, তুই কে?

প্রদীপ।—

গান

আমি মা-হারা কাঙাল ছেলে।
খুঁজি মাকে আমি পথে পথে ওগো আঁখিজল ফেলে।
কত জোছনায় খুঁজেছি আকাশে,
মায়ের বারতা পাইনি বাতাসে,
মা মা বলে ডাকি গেছি নদীকূলে তবু মার দেখা নাহি মেলে।

মেহের। প্রদীপ, প্রদীপ—[বুকে জড়াইয়া ধরিল]

প্রদীপ। আর বিলম্ব করো না। এসো মা, আমার বুঝি খিদে পায়নি?

সহসা ছুরিকা হস্তে মামুদের প্রবেশ।

মামুদ। যাওয়ার পূর্বে ওগুলো দিয়ে যেতে হবে।

মেহের। কে তুমি?

মামুদ। চিনতেই তো পারছো। বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না। চটপট দিয়ে দাও। আমার বহুত আসরফির প্রয়োজন।

প্রদীপ। [সভয়ে] না দিলে কি করবে তুমি?

মামুদ। হত্যা।

মেহের। দস্যু!

[ইত্যবসরে প্রদীপের নিঃশব্দে পলায়ন।

মামুদ। এখনো বলছি অলঙ্কার দাও! বিলম্ব করলে জান নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না। অনেকদিন তোমার পেছু নিয়েছি—কিছু করতে পারিনি। কিন্তু আজ হাতের মুঠোয় পেয়েছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [অগ্রসর]

মেহের। ওগো কে কোথায় আছ, দস্যুর কবল থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

সহসা তরবারি হস্তে হরিচরণের প্রবেশ।

হরিচরণ। ভয় নেই—ভয় নেই মা! দস্যু আক্রান্ত মাতৃজাতির রক্ষায় আমার অস্ত্র সর্বদাই প্রস্তুত।

মামুদ। [সহসা] কে! পাম্নপাল?

হরিচরণ। ছেড়ে দাও, নইলে তোমাকে হত্যা করতে বাধ্য হবো।

মামুদ। পাম্নপাল!

হরিচরণ। মেয়েটার গায়ে যদি কাঁটার আঁচড় লাগে তাহলে—

মামুদ। ওঃ, তোমার লেড়কী! বহুত আফশোষকী বাত পাম্নপাল। বাধ্য হয়ে আমার শিকারকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

হরিচরণ। হ্যাঁ। পুনরায় যদি এ কাজ করতে এগিয়ে এস, তাহলে তোমাদের আর আরবে ফিরে যেতে দেবো না। যাও, বেরিয়ে যাও শয়তান।

মামুদ। আচ্ছা যাচ্ছি। [ফিরিয়া] তবে আমিও তোমাকে

যতদিন দুনিয়ার বুক থেকে সরাতে না পারি, ততদিন আমার নিস্তার নেই। আদাব—আদাব—

[দ্রুত প্রস্থান।

মেহের। কে—কে আপনি মহানুভব?

হরিচরণ। ভয় নেই মা, আমি প্রদীপের পালক পিতা।

মেহের। প্রদীপ?

হরিচরণ। হ্যাঁ মা, সেই আমাকে সংবাদ দিতে আমি রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি তোমাকে রক্ষা করতে। চল মা, তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত। গরীবের কুটিরে পদার্পণ করে বিশ্রাম নেবে চল।

মেহের। কিন্তু আমি যে—

হরিচরণ। পরিচয় নেবার মালিক আমি নই মা—ওই ভগবান। এমনি কত দুর্যোগের রাতে তোমাদের মত নারীদের অসহায় আর্তনাদ শুনে শুনে কান দুটো আমার বধির হয়ে গেছে। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিল] কিছুই করতে পারিনি। আর আমার ক্ষমতাই বা কতটুকু।

মেহের। কিন্তু—

হরিচরণ। পাগলী, মেয়ে এসেছ যখন তোমার সমস্ত দুঃখের কাহিনী আমি পরে শুনবো। এখন বিশ্রাম করবে চল।

মেহের। ভগবান! তোমার রাজ্যে সবাই যদি এমন হতো তাহলে স্বর্গ নেমে আসত ভারতের মাটিতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

—পাঁচ—

দরবার কক্ষ

আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। তাজ্জব কি বাত! তাজ্জব কি দুনিয়া। আউর তাজ্জব হিন্দুস্থানকা মাটি।

কাফুর খাঁর প্রবেশ।

কাফুর। গোলামের সেলাম পৌছে জনাব।

আলাউদ্দিন। এসো—এসো কাফুর, তোমার অদর্শনে আমি অসহায় বোধ করছিলাম। বন্দীদের উপস্থিত করাও।

কাফুর। যাচ্ছি, কিন্তু—

আলাউদ্দিন। বল।

কাফুর। আনোয়ারকে আপনি—

আলাউদ্দিন। মুক্তি দেবো ভেবেছি।

কাফুর। না জাঁহাপনা। এমন দুষমনকে ছেড়ে দিলে আপনার পক্ষে তামাম ভারতবর্ষ শাসন করা সম্ভব হবে না। দুদিন পরে দেখতে পারেন, সে আপনার বিরুদ্ধে ছুরি শানাচ্ছে।

আলাউদ্দিন। কাফুর!

কাফুর। আরও আছে জনাব, যদি গোলামের গোস্তাকি মাফ করেন তাহলে একটা কথা বলবো?

আলাউদ্দিন। নির্ভয়ে বলতে পার।

কাফুর। বেগম সাহেবার সঙ্গে আনোয়ারের যে আশনাই ছিল, আপনি বোধহয় তা জানেন না।

আলাউদ্দিন। [গর্জন করিয়া] হুঁশিয়ার বেতমিজ! আমি তোমাকে কোতল করবো।

কাফুর। করুন। তাতে আমার বিন্দুমাত্র আফশোষ নেই। কিন্তু জনাব, এ গোলামের কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবেন না।

আলাউদ্দিন। কাফুর!

কাফুর। কারণ বেগম সাহেবাকে মুক্তি দিয়েছে আনোয়ার—কাফুর খাঁ নয়।

আলাউদ্দিন। বেগমকে আনোয়ার মুক্তি দিয়েছে?

কাফুর। হ্যাঁ জনাব। তার সাক্ষী একমাত্র আমি। শয়তানটা আপনারই অনুগ্রহ পেয়ে দিন দিন এমনি স্পর্ধার শিখরে উঠেছিল যে, শেষ পর্যন্ত যার রুটি খেয়ে বেঁচে আছে, তার দীল পেয়ারীকে—

আলাউদ্দিন। হুঁশিয়ার বেকুব!

কাফুর। হুঁশিয়ার হয়েই কথাটা বলছি হজরত। আদাব—আদাব! খেয়াল রাখবেন, বান্দা আনোয়ারের সঙ্গে বেগম সাহেবার আশনাই।

[প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। আনোয়ার—আনোয়ার! শেষে তুমি এই করলে জানোয়ার? তোমাকে আমি মাটিতে অর্ধপ্রোথিত করে কুকুর দিয়ে ভক্ষণ করাব। আর সেই ভেড়ির বাচ্চাটাকে—

হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবসন্ন রামরুদ্রকে টানিয়া লইয়া রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। [তীব্রস্বরে,] চলে আয় হারামজাদা।

রাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আস্ত গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেবে? তাই নাও শয়তান। আঃ, আর যে পারছি না। দুনিয়ার সবাই আসুক,

সুলতান আলাউদ্দিন মানুষ নয়, সে মানুষরূপধারী একটা দুপেয়ে জানোয়ার।

আলাউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রাম। হাস—হাস শয়তান, প্রাণভরে হেসে নাও। তোমার কবরে যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। ভারতমাতা তোমার ভার আর সহ্য করতে পারছেন না।

আলাউদ্দিন। ভারতমাতা! হোঃ-হোঃ-হোঃ! ভারতমাতা আমার হাতের মুঠোয়। তাকে আমি যখন খুসীমাফিক যেদিকে ইচ্ছা চালনা করতে পারি।

রাম। না সুলতান। প্রত্যেক বস্তুর একটা সীমা আছে। তোমার অত্যাচারের সীমা চূড়ান্তে পৌঁচেছে। আজ যদি আমার হাতদুটো খোলা থাকতো তাহলে তোমাকে দিল্লীর রাজপ্রাসাদে জ্যান্ত কবর দিতাম।

আলাউদ্দিন। তা যখন পারবে না—তখন আমার প্রাসাদে খানা খেয়ে নমাজ পড়তে যাও। শুনেছি তুমি নাকি সাতদিন খানাপিনা করনি?

রাম। না।

আলাউদ্দিন। কেন?

রাম। আমরা হিন্দু, মুসলমানের উচ্ছিষ্ট খাব না বলে।

আলাউদ্দিন। আমার আদেশে তোমাকে খানা খেতেই হবে।

রাম। তোমার এ আদেশে পদাঘাত করি।

আলাউদ্দিন। যুবক! কে আছিস—

রাম। কেউ নেই—কেউ নেই। তোমার এই প্রেতসভায় আমি তোমাকেই আগে—

সহসা কাফুর খাঁর পুনঃ প্রবেশ।

কাফুর। ওকে নয়, সবার আগে তুমি যাও জাহান্নামে! [রামরুদ্রকে অস্ত্রাঘাত]

রাম। আঃ! শয়তান আলাউদ্দিন, এই তোমার বিচার?

আলাউদ্দিন। হ্যাঁ। দুষমনকে আলাউদ্দিন কোনদিন ক্ষমা করে না।

রাম। আঃ, আমিও ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি, তোমারও এই অত্যাচারের যেন চরম বিচার হয়।

কাফুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [পুনঃ অস্ত্রাঘাত]

আলাউদ্দিন। আজ তোর চরম বিচার হোক বাঁদীকা বাচ্ছা! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রাম। আঃ! ভগবান! তোমার কাছে কোনদিন যদি অপরাধ করে থাকি—তাহলে আমাকে তুমি শাস্তি দিও ঠাকুর। কিন্তু আমার দেশ ও জাতি যেন কোনদিন দুর্বলতা প্রকাশ না করে। আঃ! বিদায় ভারতমাতা, বিদায়।

[রক্ষী সহ টলিতে টলিতে প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। কাফুর!

কাফুর। জনাব!

আলাউদ্দিন। এবার আনোয়ারকে আনতে হুকুম দাও।

কাফুর। জী জনাব। কৈ হ্যায়, এবার আনোয়ারকে—

হস্তপদ শৃঙ্খলিত রক্ষী সহ আনোয়ারের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। আনোয়ার—

আনোয়ার। সেলাম জাঁহাপনা!

আলাউদ্দিন। থাক। জান—তোমার কি শাস্তি হতে পারে?

আনোয়ার। অপরাধ না জেনে শাস্তির কথা বলা যায় না খোদাবন্দ।

আলাউদ্দিন। তোমার অপরাধ অপরিসীম। তুমি শুধু রাজদ্রোহী নও, আমার বেগমের সঙ্গে—

আনোয়ার। জাঁহাপনা! আমি তার ভাই, সে আমার বহিন। তার সম্পর্কে কোন কটুক্তি করলে, আমি আপনাকে দিল্লীর প্রাসাদে পাথর চাপা দিয়ে যাব।

কাফুর। হুঁশিয়ার আনোয়ার! মিথ্যা কথা বলে সম্রাটের শাস্তির কবল থেকে অব্যাহতি পাবে না।

আনোয়ার। শাস্তি যে হবে তা জানা আছে সেনাপতি কাফুর খাঁ। আপনি আর সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী যে কত শত আমার মত নিরপরাধ মানুষকে শাস্তি দিয়েছেন, তার লেখা-জোখা নেই।

কাফুর। তুমি বেগম সাহেবাকে কারাগার থেকে মুক্তি দাওনি? তার সঙ্গে পূর্বে তোমার আশনাই ছিল না?

আনোয়ার। না।

কাফুর। না? তুমি হাসালে আনোয়ার। বেগম সাহেবা কি তোমাকে এই প্রেমপত্র দেয়নি?

আনোয়ার ও আলাউদ্দিন। প্রেমপত্র!

কাফুর। বিশ্বাস না হয় পরখ করে দেখতে পারেন জনাব। এই দেখুন। [আলাউদ্দিনকে পত্র দিল]

আলাউদ্দিন। [পত্র দেখিয়া চিৎকার করিয়া] আনোয়ার—[পত্র ছুঁড়িয়া দিল, আনোয়ার তাহা কুড়াইয়া লইয়া দেখিতে লাগিল।]

কাফুর। এবার জবাব দাও নফর!

আনোয়ার। তাই তো! এ যে আমাকেই লেখা। কিন্তু বিশ্বাস করুন জনাব, এ পত্র জাল—নিশ্চয়ই জাল।

কাফুর। জাল! হাঃ-হাঃ-হাঃ! নিজের জান বাঁচাতে তুমি ওস্তাদ

আনোয়ার। কিন্তু দোস্ত, তোমাকে বাঁচাতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কোন ফল হয়নি।

আলাউদ্দিন। [ক্রুদ্ধ হইয়া] এর পরেও তুমি নিজেকে নির্দোষ মনে কর আনোয়ার?

আনোয়ার। আমি আপনাদের চক্রান্তের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। জনাব! আপনি আমাকে শাস্তি দিন। এ কলঙ্কময় জীবন নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে পারবো না।

আলাউদ্দিন। বাঁচতে তোমাকে দেবো না। তবে—

কাফুর। জাঁহাপনা! গোলামের গোস্তাকি মাফ করলে, আপনি আনোয়ারকে কোতল না করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিন।

আনোয়ার। না জনাব! আমাকে আপনি এই মুহূর্তে খতম করুন।

কাফুর। না খোদাবন্দ! আনোয়ার অপরাধী হলেও, সে একদিন আপনার জান বাঁচিয়েছে—

আলাউদ্দিন। তোমার কথা রাখলাম কাফুর। এবার যাও আনোয়ার, যাবজ্জীবন কারাগারে বসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করগে। যা, নিয়ে যা। [রক্ষী টানিল]

আনোয়ার। খোদা! এও তোমার অপূর্ব খেলা মেহেরবান! সেলাম—জনাব সেলাম।

[রক্ষী সহ প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। কাফুর! বোধহয় আমাদের বিচারে ভুল হলো। আনোয়ারকে ফেরাও—আনোয়ারকে ফেরাও।

কাফুর। বিচারে আপনার ভুল হতে পারে না জনাব আলি! ওই আনোয়ার রাজদ্রোহী। আপনার বুকে কালসাপের মত ছোবল মারতে বেগম সাহেবাকে—

আলাউদ্দিন। উঃ—আর বলো না কাফুর, আমি পাগল হয়ে যাবো—পাগল হয়ে যাবো। কমবক্ত আনোয়ারটাকে আমি পশুর মত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করব, হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

কাফুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! দাবার চালে এগিয়ে চলেছি। বাকি শুধু—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক

—এক—

কক্ষ

ব্যস্ত বিজয়কুমারের প্রবেশ।

বিজয়। কে—কে এই অদৃশ্য মায়াবিনী? সে আমাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। একদিন নয়—দুদিন নয়, প্রতিদিন কক্ষে প্রবেশ করে আমার সর্বাঙ্গে কোমল হাতের স্পর্শ দেয়। না-না, স্পষ্টই মনে পড়ছে, মায়াবিনী নিশ্চয়ই নারী। ওঃ ভগবান! যে নারীকে এতদিন দেখে এসেছি ঘৃণার চোখে, সেই নারীজাতির হাত থেকে কি আমার নিষ্কৃতি নেই? কিন্তু কে এই নারী? তবে কি রাজকুমারী? না। যেই হোক, তাকে হাতে-নাতে ধরতে হবে, জিজ্ঞাসা করতে হবে তার আসল পরিচয়। [নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি] রাত্রি দ্বিতীয় যাম অতিক্রান্ত-প্রায়। কৃষ্ণপক্ষে নিশীথ ধীরে ধীরে লঘু হয়ে আসছে। [দূরে দেখিয়া] ওই কে যেন আসছে বলে অনুমান হচ্ছে! অন্তরাল থেকে দেখতে হবে।

[প্রস্থান।

চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় ধীর পদক্ষেপে চম্পাকলির প্রবেশ।

চম্পা। [এদিক ওদিক তাকাইয়া] কেন এখানে চলে আসি? এতদিন নানা ছল করে যার মনের নাগাল পাইনি, কেন তার প্রতি আমার এত আকর্ষণ? রাত্রি নেমে এলে আমি যে কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারি না। ভগবান, কেন তুমি ওকে এমন সুন্দর করে

পড়ে তুললে? যে পুরুষ নারীর মনের গোপন কথা বোঝে না, সে—[তাকাইয়া] ওকি! কক্ষ শূন্য কেন?

বিজয়কুমারের পুনঃ প্রবেশ।

বিজয়। শূন্যতা অক্ষুন্ন থাকবে না নারী!

চম্পা। [সচকিত হইয়া] কে?

বিজয়। আমি।

চম্পা। আপনি?

বিজয়। হ্যাঁ, আমি। [তীব্রস্বরে] বল, কেন এসেছ এখানে? জবাব দাও।

চম্পা। আমি—আমি—[পলায়নে উদ্যতা]

বিজয়। [চম্পার হাত ধরিয়া] হ্যাঁ, তুমি। নীরব থেকো না, উত্তর দাও। যে নারীর জন্য আমি সরলপ্রাণ প্রতিবেশীদের হারিয়েছি, যাদের দংশনের বিষে জর্জরিত হবার ভয়ে আশ্রয়দাতার আশ্রয় ত্যাগ করেছি; যে নারীজাতির চোখের চাউনিকেও আমি সভয়ে এড়িয়ে চলি, বল—বল, সেই নারী হয়ে বারবার কেন আস? কি চাও এখানে?

চম্পা। [নির্বিকার চিত্তে] জানি না।

বিজয়। এর অর্থ?

চম্পা। আমিও বুঝে উঠতে পারিনি।

বিজয়। [সবলে চম্পাকলিকে নাড়া দিয়া] চম্পা!

চম্পা। বিশ্বাস করুন, ইচ্ছে করে আমি আসিনি। কিসের এক মাদকতা আমাকে উন্মাদিনী করে তোলে—আমি আর স্থির থাকতে পারি না।

বিজয়। [স্বগত] ভগবান, আশ্চর্য তোমার নারীজাতি সৃষ্টি! [প্রকাশ্যে] যে জন্য তুমি এসেছ তা আমি জানি।

চম্পা। জানেন? তাহলে আপনি আমাকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে দেবেন না। আপনার পায়ে একটুখানি আশ্রয় ভিক্ষা দিন।

বিজয়। চম্পা!

চম্পা। আমি জানি আপনি নারীকে ঘৃণা করেন। তবু—

বিজয়। চম্পা!

চম্পা। আপনি বোধহয় জানেন না, সংসারে আমি বড় একা। আমার বলতে কেউ নেই। মহারাজ আমাকে রাজকুমারীর চেয়ে বিলাসব্যসনে রেখেছেন সত্য—কিন্তু তাতে আমি বিন্দুমাত্র শান্তি পাই না। কোথায় যেন একটা বিরাট ব্যবধান থেকে গেছে। আমি নারী, আপনি পুরুষ, বুঝবেন না আমার ব্যথা?

বিজয়। চম্পা, আমি ভাগ্যবিড়ম্বিত সহায়-সম্বলহীন আশ্রয়হারা পথের ছেলে। আমার কাছে মাথা খুঁড়ে মরলেও তোমার এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারবো না।

চম্পা। কেন? আমি কি আপনার এতই অযোগ্যা?

বিজয়। যোগ্য-অযোগ্যের বিচার করতে চাই না। তবে কোনদিন নারীর জন্য এ বুকে স্থান নেই।

চম্পা। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করবো। আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

বিজয়। [ক্রোধে] চম্পা! সংযত হয়ে কথা বল।

চম্পা। আমাকে অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে দিলে বাধ্য হব আত্মহত্যা করতে।

বিজয়। আত্মহত্যা তোমাকে করতে হবে না নারী। তোমার মত কুলটা নারীর এইখানেই জীবনান্ত হোক। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

নেপথ্যে নন্দিনী। অস্ত্র ত্যাগ কর বিজয়।

বিজয়। [ইতস্তত করিতে করিতে] কিন্তু—

নন্দিনীর প্রবেশ।

নন্দিনী। ইতস্তত করো না বিজয়। ও আমারই কন্যা।

বিজয়। সে আমি জানি।

চম্পা। মা!

নন্দিনী। দূর হ কুল-কলঙ্কিনী। তোর জন্য আমার সারা দেহে অনির্বাণ শিখা দাউ দাউ করে জলছে। এমন একটা নিষ্পাপ ছেলেকে নরকে নামাতে তোর বিবেকে একটুও বাধলো না? চলে আয় রাক্ষসী, তোকে আমি নিজের হাতে হত্যা করবো।

চম্পা। মা!

নন্দিনী। তুমি জান না বিজয়! ওর জন্য কত বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে, সমাজের দশজনের কথা শুনে শুনে কানদুটো ঝালাপালা হয়ে গেছে—তবু পারিনি হত্যা করতে। কিন্তু আজ—আয় পাপিয়সী! তোকে আমি নিজের হাতে শাস্তি দেবো।

[চম্পাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

দুঃখভারাক্রান্ত ভূপেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

ভূপেন্দ্র। বিজয়!

বিজয়। মহারাজ!

ভূপেন্দ্র। আমি নন্দিনীর মুখে সবই শুনেছি বাবা। আর সেইজন্য তোমার কাছে ছুটে এলাম। শুধু তাই নয়, পঞ্চমপুর রাজ্যে এর চেয়েও চরম দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে।

নন্দিনীর পুনঃ প্রবেশ।

নন্দিনী। কিসের দুঃসংবাদ মহারাজ?

ভূপেন্দ্র। সে আমি উচ্চারণ করতে পারছি না নন্দিনী। ওই ভয়াল আসছে, তাকেই জিজ্ঞাসা করো।

ভয়ালের প্রবেশ।

নন্দিনী। ভয়াল! তবে কি রামরুদ্র—

ভয়াল :—

গান

হারিয়ে গেছে অন্ধকারে।
নিভে গেছে দীপ জ্বলিবে না আর চলে গেছে পরপারে।

নন্দিনী। [কাঁদিতে কাঁদিতে] রামরুদ্র—রামরুদ্র—

ভূপেন্দ্র। কেঁদো না নন্দিনী। কেঁদে আর কি করবে বলো। আমিও তো পিতা। জন্মদাতা হয়ে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিলাম। তাই আমি কাঁদতে পারিনি। [চোখ জল আসিল]

বিজয়। মহারাজ!

ভূপেন্দ্র। আজ আমি সর্বহারা। বিজয়! এ অবস্থায় তুমি আমার একটা উপকার করতে পারবে?

বিজয়। নিশ্চয়ই পারবো, অনুমতি করুন মহারাজ।

নন্দিনী। [অগ্নিমূর্তিতে] ভয়াল, আমাদের বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে তোমাকে পুনরায় দিল্লীতে যেতে হবে। দীর্ঘ সতের বছর ধরে সযত্নে যে নিষিদ্ধ ফলকে বৃক্ষে পরিণত করেছি, তারই সাহায্যে আমি শয়তান আলাউদ্দিনের ধ্বংস চাই।

নন্দিনী। আর সেই নিষিদ্ধ ফল কে জান? সে আমারই কন্যা চম্পাকলি।

ভয়াল ও বিজয়। চম্পাকলি!

ভূপেন্দ্র। হ্যাঁ। চম্পাকলি নন্দিনীর গর্ভজাত, আলাউদ্দিনের ঔরস-জাত একমাত্র কন্যা।

বিজয়। কিন্তু এ কি করে সম্ভব?

নন্দিনী। পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই বিজয়। আর সেই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

বিজয়। আমি?

নন্দিনী। হ্যাঁ, তুমি। আমিও নারী, তাই জানি—চম্পা তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। আর এও জানি, তাকে দিল্লী নিয়ে যেতে তোমার কোন অসুবিধাই হবে না।

বিজয়। কিন্তু—

নন্দিনী। তোমাদের মত বয়সের নারী-পুরুষের কাছে কিন্তু বলে কিছু নেই বিজয়। আজ থেকে তুমি চম্পার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করবে।

বিজয়। প্রেমের অভিনয়?

নন্দিনী। হ্যাঁ, অভিনয়। [সহসা গলা হইতে হার খুলিয়া] যে মণিহার দিয়ে সুলতান আলাউদ্দিন একদিন আমার গর্ভে তার বীজ রোপণ করেছিল, সেই মণিহার দিয়েই তার শেষ করতে চাই।

[প্রস্থান।

ভূপেন্দ্র। তবে ওঠো ভয়াল, তোমার রুদ্রভৈরব ভয়ালমূর্তিতে ধ্বংসী মহেশ্বরের তাণ্ডব নৃত্য। আর সেই নৃত্যের তালে তালে বিজয়

চম্পার হাত ধরে মৃত্যুর উৎসব চালিয়ে যাবে। আর আমি তাই দেখে আনন্দে করতালি দিয়ে নৃত্য করব, করতালি দিয়ে নৃত্য করব! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[ভয়াল সহ প্রস্থান।

বিজয়। কোথা আছ তুমি ধ্বংসী মহাকাল! বিজয়ের জয়যাত্রা পথে তুমি তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ কর—তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ কর।

[প্রস্থান।

—দুই—

দিল্লীর রাজপথ

কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদিত মামুদ ও লতিফের প্রবেশ।

লতিফ। সর্দার!

মামুদ। কি?

লতিফ। বিরাট মওকা মিলেছে।

মামুদ। কোথায়?

লতিফ। [দূরে দেখাইয়া] ওই যে, দেখতে পাচ্ছ না? সঙ্গে একটা তাঞ্জাম, ভেতরে এক নওজোয়ানী। নিশ্চয়ই মোটামুটি কিছু পাওয়া যাবে।

মামুদ। [ভাল করিয়া তাকাইয়া] তাইতো লতিফ, আজকে কাজ হাসিল করতে পারলে—

লতিফ। তার আগে বাটোয়ারা করতে চাই সর্দার। নইলে কাজের শেষে তুমি ঝামেলা করতে ছাড়বে না।

মামুদ। লতিফ!

লতিফ। সর্দার! কাম ফতে করবে লতিফ খাঁ, আর তার ভাগ বসাবে মামুদ শা। না, তা আমি হতে দেবো না।

মামুদ। [তীব্রস্বরে] লতিফ!

লতিফ। [ততোধিক তীব্রস্বরে] সর্দার!

মামুদ। তুমি আমাকে টপকে যেতে চাও?

লতিফ। সে কথার কৈফিয়ত দেবার সময় এখনো আসেনি সর্দার। [তাকাইয়া] ওইদিকেই আসছে। আর বিলম্ব নয় সর্দার! লতিফের পাগলামোর কথায় তুমি কান দিও না। যতই হোক—সে তোমার গোলাম, তুমি তার মনিব। এসো সর্দার।

[দ্রুত প্রস্থান।

মামুদ। মনিব আর গোলাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হয়তো একদিন ছিল। কিন্তু আজ শালা হারামীর বাচ্চাটার কথা শুনে মনে হচ্ছে—লতিফ খাঁ আর মামুদ শা একসঙ্গে থাকতে পারে না। না—না, কিছুতেই নয়। হয় তুমি—না হয় আমি যাব কবরের নীচে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়। [দ্রুত প্রস্থান।

ক্লান্ত মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের। আঃ! আর যে চলতে পারছি না। দেহটা ক্রমে অবসন্ন হয়ে আসছে। পাষণ্ড হরিচরণ শর্মাকে বিশ্বাস করতে না পেরে পালিয়ে এসেছি। ওঃ, ভগবান! এই নারী জাতিটার কি কোথাও শান্তি নেই?

লতিফের পুনঃ প্রবেশ।

লতিফ। না, নেই।

মেহের। কে? ও, সেই দস্যু!

লতিফ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তাড়াতাড়ি নজরানা দিয়ে বিদায় কর, নইলে বিপদ হবে।

মেহের। বিপদ! যে নারী অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ পথে নেমেছে, তাকে আবার ভয় দেখাও?

লতিফ। ও, তুমি তাহলে সহজে তোমার অলঙ্কারগুলো খুলে দেবে না?

মেহের। না—না—না।

লতিফ। তবে রে শয়তানী! [অগ্রসর] লতিফ আর মামুদের হাত থেকে কোন আদমী বা নওজোয়ানী রেহাই পায়নি, তুমিও পাবে না। [উদ্যত ছুরিকা লইয়া অগ্রসর হইলে মেহেরউন্নিসা পিছাইতে লাগিলেন]

সহসা তরবারি হস্তে হরিচরণের প্রবেশ।

হরিচরণ। হুঁশিয়ার লতিফ খাঁ। মেয়েটার গায়ে ছুরি চালিয়েছ কি মরেছ।

লতিফ। [ততোধিক উচ্চকণ্ঠে] পান্থপাল!

হরিচরণ। বেশী চিৎকার করলে তোমাকে আমি যমালয়ে পাঠাব শয়তান।

সহসা মামুদের পুনঃ প্রবেশ।

মামুদ। তার পূর্বে তুমি যমালয়ে যাও—[হরিচরণকে অস্ত্রাঘাত]

হরিচরণ। আঃ! প্রদীপ—

মেহের। আমার জন্য তুমি জীবন দিলে পান্থপাল?

হরিচরণ। ওরে পাগলী, তোর জন্য নয় রে—এ আমার নিয়তি। আঃ—প্রদীপ—প্রদীপ—

সহসা ছুটিয়া প্রদীপের প্রবেশ।

প্রদীপ। বাবা—বাবা!

লতিফ। তার কাছে যাওয়ার পূর্বে তুইও বিদায় হ। [অস্ত্রাঘাত]

প্রদীপ। আঃ, বাবা—[পতনোন্মুখ]

সহসা ভয়ালের প্রবেশ।

ভয়াল। [প্রদীপকে ধরিয়া ফেলিল] প্রদীপ—

হরিচরণ। এসেছ? এসো ভাই, সেদিন আমার ছেলে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমাকে ওর পরিচয় দিইনি। কিন্তু আজ যদি পার, ওকে বাঁচিয়ে তোল বন্ধু। ও যে তোমারই সন্তান।

ভয়াল। পাপপাল!

হরিচরণ। বিদায় বন্ধু এ জন্মের মত বিদায়।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

ভয়াল। প্রদীপ—প্রদীপ! না—সব শেষ। ওরে, বাপ হয়ে তোকে পালন করতে পারিনি, এবার চল বাবা নিরাপদে রেখে আসি। যেখানে তোকে আর কেউ চুরি করতে পারবে না।

[প্রদীপকে লইয়া প্রস্থান।

লতিফ। হাঃ-হাঃ- হাঃ!

মামুদ। যাও, সবাই বিদায় হও। এইবার শয়তানী, তোমার পালা।

সহসা বিজয়কুমারের প্রবেশ।

বিজয়। না, তোমাদের পালা।

[মামুদ ও লতিফ উভয়ে বিজয়কুমারকে আক্রমণ করিলে বিজয় প্রাণপণে প্রতিহত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সুযোগ বুঝিয়া মেহেরউন্নিসার পলায়ন]

লতিফ। ওই আমাদের শিকার পালিয়ে যায় সর্দার। তুমি কাফেরটাকে দেখ—আমি যাচ্ছি।

সহসা তরবারি হস্তে কাফুরের প্রবেশ।

কাফুর। যাওয়ার পথ রুদ্ধ।

লতিফ। কে, সিপাহশালার?

কাফুর। হ্যাঁ। বহুদিন ধরে শত চেষ্টা করেও তোমাদের নাগাল পাইনি। আজ তোমাদের দল আমাদের হাতের মুঠোয়। হয় আত্মসমর্পণ কর, না হয় শেষবারের মত খোদাকে ডাক।

লতিফ। উত্তম। [উভয়ের যুদ্ধ; কাফুর কর্তৃক লতিফের বক্ষে অস্ত্রাঘাত] আঃ সর্দার—বিদায়। পাপের এই উপযুক্ত পুরস্কার।

[প্রস্থান।

মামুদ। লতিফ! [পলায়নে উদ্যত]

কাফুর। কোথায় পালাবে? [মামুদকে অস্ত্রাঘাত]

মামুদ। আঃ—

বিজয়। যাও শয়তান, চিরদিনের জন্য বিদায় হও। [পুনঃ অস্ত্রাঘাত]

মামুদ। আঃ—আঃ—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

কাফুর। জানি না দোস্ত আপনি কে? আপনার বীরত্বে আমি মুগ্ধ। তবু আপনার পরিচয় না নিয়ে তো যেতে পারি না।

বিজয়। পরিচয় আমার সামান্য। মেহেরবানী করেছেন যখন, পরে সবই জানতে পারবেন।

কাফুর। তবু—

অপরূপ সাজে সজ্জিতা চম্পাকলির প্রবেশ।

চম্পা। আমাকে একলা ফেলে দিয়ে তুমি চলে এসেছ, অথচ আমি—

বিজয়। এসো চম্পা।

কাফুর। বহুত আফশোষকী বাত। শয়তানরা বুঝি এরই পেছু নিয়েছিল।

বিজয়। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কাফুর। আওরতটি কে দোস্ত? বিবিজান বুঝি?

বিজয়। বিবিজান মানে—হ্যাঁ, না—

কাফুর। সেকি!

চম্পা। বৌ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হচ্ছে বুঝি?

বিজয়। লজ্জা? না। [প্রকাশ্যে] মানে—

কাফুর। বুঝেছি শরম লাগছে।

বিজয়। না-না, শরম নয়। তবে—

কাফুর। তবে-কি আশ্রয় চাও? তবে চল দিল্লীর দরবারে। সেখানে আমি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবো।

বিজয়। দরবারে যেতে পাব?

কাফুর। আলবত পাবে। কি ভাবছো দোস্ত। কোন ভয় নেই। তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ। ইচ্ছা করলে তোমার জন্ত আমি একটা ভাল নোকরিরও ব্যবস্থা করে দেবো, অবশ্য যদি সম্মত হও।

চম্পা। ওগো তাই চল না। তুমি তো দিল্লীতে চাকরি করবে বলেই এসেছ। তোমার চাকরিটা হয়ে গেলেই তো আমাদের বিবাহটা হয়ে যায়।

বিজয়। [স্বগত] এই সুযোগ। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে রাজা ভূপেন্দ্র সিংহের আশা কোনদিন পূর্ণ হবে না। [প্রকাশ্যে] বেশ, আমি সম্মত।

কাফুর। বহুত খুব। এবার সুলতানের সামনে গুরুকে ভেট দাও। শুনেছি অস্ত্রচালনা ছাড়া আরও অনেক গুণ আছে। যেমন তোমার লক্ষ্য নাকি মহাভারতের অর্জুনের চেয়েও অব্যর্থ?

বিজয়। [বিনীতভাবে] একথা বলে লজ্জা আমাকে আর দেবেন না হুজুর।

কাফুর বেশ—বেশ, এখন চল সেই বিদ্যা হারেমের সম্মুখে গিয়ে পরিবেশন করবে। আমি তোমার হয়ে স্বয়ং সুলতানের কাছে আবেদন করবো, আর সেইসঙ্গে তোমাকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বুলবুল।

চম্পা। আমরা আপনার আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলাম। আসুন সিপাহশালার!

[বিজয়ের দিকে তাকাইতে তাকাইতে প্রস্থান।

কাফুর। বিবিজানের মতলব ভাল নয় দোস্ত। তুমিও এসো, আমি তোমার জন্য আর একটা খাপসুরৎ হিন্দু নওজোয়ানীর বন্দোবস্ত করছি।

[বক্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রস্থান।

বিজয়। [স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া] চম্পা চলে গেল? ওকি! তার জন্য অন্তরটা এমন কেঁদে উঠছে কেন? তবে কি তার সঙ্গে ভাল-বাসার অভিনয় করতে করতে তাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি?

না-না, এর জন্য দোষ আমাকে দিও না ভগবান! এ যে এ প্রকৃতির ধর্ম।

মেহেরউন্নিসার পুনঃ প্রবেশ।

মেহের। না। ঝুট, বিলকুল ঝুট।

বিজয়। কে! ও আপনি? কিন্তু আপনাকে যেন কোথায় আমি দেখেছি—ঠিক যেন কুমারী সোমশুক্লার প্রতিমূর্তি!

মেহের। সোমশুক্লা বুঝি আপনাকে—

বিজয়। প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। আমি ফিরে গেলে তার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে।

মেহের। শুনে খুসী হলাম। সোমশুক্লা ভাগ্যবতী। তাহলে যে মেয়েটি চলে গেল, সে আপনার কে?

বিজয়। কেউ নয়।

মেহের। এ কথার অর্থ?

বিজয়। পরে শুনবেন। আপনি বিপন্না তা দেখেই বুঝেছিলাম। কিন্তু আপনার স্বামী-পুত্র—

মেহের। কিছুই নেই। এখন আত্মহত্যাই আমার একমাত্র উপযুক্ত পথ।

বিজয়। [সভয়ে] দিদি!

মেহের। দিদি বলে যখন ডেকেছ—তখন পারবে না ভাই আমাকে তোমাদের দেশে নিয়ে যেতে? আমার যে জন্মভূমিকে দেখতে বড়ই ইচ্ছে করছে।

বিজয়। আপনার জন্মভূমি! কোথায়?

মেহের। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চমপুরে।

বিজয়। [বিস্ময়ে] পঞ্চমপুরে!

মেহের। হ্যাঁ। এখন চল ভাই আমার সঙ্গে।

বিজয়। আপনার পরিচয়?

মেহের। পরিচয় এখন তোলা থাক ভাই। শুধু মনে রেখো, আমি দাক্ষিণাত্যের এক নির্যাতিতা হিন্দুনারী।

[প্রস্থান।

বিজয়। দাক্ষিণাত্যের নির্যাতিতা হিন্দুনারী? কিন্তু এ যে সোমশুক্লার প্রতিমূর্তি! ভগবান—ভগবান! তাহলে কি এই আঁধার পথের দিশেহারা যাত্রীকে তুমি আলো দেখিয়ে লক্ষ্যপথে নিয়ে যাচ্ছ! তাকে পথ দেখাও প্রভু, পথ দেখাও।

[প্রস্থান।

—তিন—

আলাউদ্দিনের প্রমোদকক্ষ

উদভ্রান্তের ন্যায় আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। [মণিহার দেখিতে দেখিতে] ওকি ! এ যে আমারই যৌবনের স্মৃতি। কিন্তু এ মণিহার চম্পাকলির গলায় এলো কি করে ? না-না, এ মণিহার মিথ্যা হতে পারে না। আমাকে জব্দ করার জন্য নিশ্চয়ই এ কার ষড়যন্ত্র ! তাইতো, এখন জানতে হবে চম্পাকলির আসল পরিচয়। চম্পাকলি—চম্পাকলি—

[প্রস্থান।

কুটিল দৃষ্টিতে কাফুর খাঁর প্রবেশ।

কাফুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! শয়তান আলাউদ্দিন, এবার তোমার মরণাস্ত্র খুঁজে পেয়েছি। অপেক্ষা কর দোজাকের কীট ! আর বেশী দেরী নেই। যেমন করে তুমি আমার রাজা-রাণীকে অকালে দুনিয়ার বুকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছ, আমিও ঠিক তেমনিভাবে—[ছুরিকা বাহির করিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ ! তুমি রক্তপান করার জন্য প্রস্তুত হও। ওই কার পদধ্বনি ? [কান পাতিয়া] কে ? ও—খিজির খাঁ ? না ভাই-সাহেব, দোষ আমার নয়—এ যে তোমার পিতার নসীবের লেখা। ওকি ! তুমি বারণ করছো, আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে বলছো ? কিন্তু ভাইজান, আমি যে আর সইতে পারছি না। [চিন্তা করিয়া] বেশ, তোমার কথাই রইলো দোস্ত। আমার পথের কণ্টক সরাতে সুলতানকে

কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নইলে আমীর-ওমরাহেরা সহজেই আমাকে সন্দেহ করবে। না—না, এই ঠিক।

[দ্রুত প্রস্থান।

চম্পাকলি সহ আলাউদ্দিনের পুনঃ প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। চম্পা!

চম্পা। জনাব!

আলাউদ্দিন। বল—বল চম্পা, কি তোমার পরিচয়?

চম্পা। চম্পাকলির জীবনে পরিচয় হারিয়ে গেছে জনাব

আলাউদ্দিন। হারিয়ে গেছে?

চম্পা। হ্যাঁ জনাব! যেদিন কুমারকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে আপনি আমার নারীত্ব কেড়ে নিয়েছেন, আমার রূপ-যৌবন উপভোগ করেছেন, সেদিন থেকে আমি—আমি—

আলাউদ্দিন। কি তুমি?

চম্পা। জানি না।

আলাউদ্দিন। ওসব পাগলামো রাখ চম্পা। সত্যি করে খুলে বল তোমার আসল পরিচয়।

চম্পা। এক কথা বারবার জিজ্ঞাসা করে আমাকে অপরাধী করবেন না জনাব। আমি সত্য বলছি—পরিচয় আমি জানি না।

আলাউদ্দিন। তোমার পিতার নাম?

চম্পা। জন্ম হয়ে পিতাকে কোনদিন চোখে দেখিনি। মায়ের কাছে পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করে এতদিন শুধু লাঞ্ছনা সহ্য করেছি। আমাকে আর তাদের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না জনাব। এবার আমাকে মুক্তি দিন।

আলাউদ্দিন। মুক্তি! কেন, আমাকে বুঝি তোমার ভাল লাগে না?

চম্পা। না জনাব। বয়সে আমি আপনার নাতনীর সমান। আমার কামনার কাছে আপনি শক্তিহীন।

আলাউদ্দিন। নারী! [কটিদেশ হইতে চাবুক বাহির করিয়া আঘাত করিল]

চম্পা। চাবুক দিয়ে নারীকে শাসন করার ক্ষমতা হয়তো আছে, কিন্তু তাদের পরিতৃপ্তি দেবার ক্ষমতা আপনার নেই।

আলাউদ্দিন। হুঁশিয়ার কসবী! [পুনঃ কশাঘাত]

চম্পা। এবার আমাকে তাই হতে হবে জনাব। আমি হিন্দুর মেয়ে; আপনি যখন আমার ইজ্জত নিয়েছেন, তখন পঞ্চমপুরে ফিরে গেলেও কেউ আর আমাকে সমাজে ঠাঁই দেবে না।

আলাউদ্দিন। [শিহরিয়া] পঞ্চমপুরে? আশ্চর্য! তাহলে তোমার পরিচয়?

ভয়ালের প্রবেশ।

ভয়াল। আমি জানি জনাব।

আলাউদ্দিন। তুমি? তাহলে বল ওর পিতার নাম?

ভয়াল। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী। আর মায়ের নাম রাজা ভূপেন্দ্র সিংহের পালিতা কন্যা নন্দিনী।

আলাউদ্দিন। নন্দিনী? এ তুমি কি বলছো উন্মাদ?

চম্পা। ওকি! মায়ের নাম শুনে আপনি এমন করছেন কেন জনাব? মাকে কি আপনি—

আলাউদ্দিন। চিনি চম্পা। এই মণিহারই তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ওঃ, চম্পা!

চম্পা। জনাব—জনাব!

আলাউদ্দিন। ওঃ যুবক! এ যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

ভয়াল। আপনার নামে একটা পত্র আছে জনাব।

আলাউদ্দিন। পত্র! কে দিয়েছে?

ভয়াল। পড়লেই বুঝতে পারবেন। এই নিন সেই পত্র। [পত্র দান] আমি যাই জনাব। সেলাম—সেলাম। [প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। [পত্র পাঠ করিতে করিতে] না-না। [আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

চম্পা। জনাব!

আলাউদ্দিন। না-না, আমি তোর জনাব নই চম্পা—আমিই তোর সেই হতভাগ্য আব্বাজান।

চম্পা। [চিৎকার করিয়া] চুপ করুন জনাব, চুপ করুন। এখুনি হয়তো কেউ শুনতে পাবে। এ জীবন নাট্যশালায় যাবার বেলায় আর নাটক নাই বা করলেন। আপনি মুসলমান হলেও আমি যে হিন্দুনারী। হিন্দুর ইতিহাসে না থাক, কিন্তু মুসলিম ইতিহাসেও এমন ব্যভিচারের কথা হয়তো কোন ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করে যায়নি।

আলাউদ্দিন। সত্য। কিন্তু মুসলিম ইতিহাসে আলাউদ্দিনের জীবনের এ মসীলিপ্ত কাহিনী চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো চম্পা। তুই বিশ্বাস কর, আমি না বুঝে এতদিন যেমন করে শত শত নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি, ঠিক তোকেও তেমনি করে—

চম্পা। [উত্তেজিত ভাবে] না, মিথ্যা কথা। আমি যে আপনার কন্যা—তার প্রমাণ?

আলাউদ্দিন। আছে মা। এই দেখ, তোর সেই মায়ের লেখা পত্র। [পত্র দিলেন]

চম্পা। [পত্র দেখিয়া] জনাব!

আলাউদ্দিন। তোর সেই শয়তানী মা আমার কাছে তোকে লেলিয়ে দিয়ে সে তার চরম প্রতিশোধ নিয়েছে। আর প্রমাণ চাই? এই দেখ এই মণিহার।

চম্পা। মণিহার?

আলাউদ্দিন। হ্যাঁ মা, এ তোর মায়ের কয়েকটা রাত্রির পরিশ্রমের দাম। এ যে আমারই দেওয়া।

চম্পা। [মণিহারের মণিতে আলাউদ্দিনের ছবি দেখিয়া] আব্বাজান!

আলাউদ্দিন। [কাঁপিতে কাঁপিতে] দেখ—দেখ তো মা, আশমানে কি চাঁদ উঠেছে? বাতাস কি স্তব্ধ হয়ে গেছে? প্রকৃতি কি রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে?

চম্পা। [বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে] আব্বাজান!

আলাউদ্দিন। ওঃ খোদতালা, এ তুমি কি করলে মেহেরবান! বিশ্ববাসীর কাছে ভারতসম্রাট শাহানশা আলাউদ্দিন আজ কত নীচে নেমে গেল। পিতা হয়ে নিজের ঔরসজাত কন্যাকে জোর করে অঙ্কশায়িনী করেছে—একথা যে শুনবে, সেই ঘৃণায় ফুৎকার দেবে। না-না, তুই আমাকে এই মুহূর্তে হত্যা কর মা! দুনিয়ার নারী জাতিরা এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচুক।

চম্পা। আব্বাজান!

আলাউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওকি! সুলতান জালালউদ্দিন? না-না, আর আমি আপনাকে হত্যা করবো না—আপনি আমাকে প্রায়শ্চিত্ত

করতে সময় দিন। ওকি! কে—খিজির খাঁ? পিতার এই পাপ-কলুষিত দেহের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি হাসছো? হাসো—হাসো পুত্র, আমি এবার স্বহস্তে তোমার পিতাকে কোতল করবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কোতল করবো।

[উন্মাদের ন্যায় প্রস্থান।

চম্পা। আব্বাজান—আব্বাজান! ওকি, উন্মাদের মত কাকে হত্যা করতে এগিয়ে গেল? না-না, আমি বেঁচে থাকতে আর কাউকে হত্যা করতে দেবো না। [পত্র দেখিতে দেখিতে] মা! ওঃ শয়তানী, জেনে-শুনে প্রতিশোধের নেশায় নিজের ঔরসজাত কন্যাকে যে পিতার কামানলে দগ্ধ করলে, বিশ্ব-ইতিহাস তার সাক্ষী না রাখলেও—ভারতের ইতিহাস, দুনিয়ায় তোমার মত নারীকে কোনদিন ক্ষমা করবে না—ক্ষমা করবে না।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

—চার—

পঞ্চমপুর রাজপ্রাসাদ

উন্মাদের ন্যায় ভূপেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

ভূপেন্দ্র। ভগবান, এই নিঃসঙ্গ জীবনের অবসান কর প্রভু! আমি যে আর সইতে পারছি না। একদিকে কন্যা সোমশুক্লার উদাস দৃষ্টি, অন্যদিকে নান্দনীর বুকফাটা হাহাকার। না—না, এভাবে থাকলে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব।

ধীরে ধীরে মেহেরউন্নিসার প্রবেশ।

মেহের। বাবা!

ভূপেন্দ্র। কে?

মেহের। আমি।

ভূপেন্দ্র। [বিরক্ত হইয়া] কে তুই? এমন কুৎসিত রূপ তো আমি কোনদিন দেখিনি।

মেহের। বাবা, তুমি আমার কুৎসিত মুখখানা দেখে চিনতে পারনি, আমি কিন্তু তোমাকে দূর থেকেই চিনতে পেরেছি।

ভূপেন্দ্র। কে তুই?

মেহের। আমি তোমার সেই শীলা।

ভূপেন্দ্র। [স্নেহভরে] শীলা!

মেহের। বাবা—বাবা! [বক্ষে মুখ লুকাইল]

ভূপেন্দ্র। শীলা!

মেহের। বাবা!

ভূপেন্দ্র। পাগলী মেয়ে, এতদিন পরে তোর এই বুড়ো বাপকে মনে পড়লো ?

মেহের। মনে পড়লেও আমার যে পালিয়ে আসার কোন পথ ছিল না বাবা। সুলতান আলাউদ্দিনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

ভূপেন্দ্র। এখন কে মুক্তি দিলে মা ?

মেহের। মুক্তি আমাকে কেউ দেয়নি বাবা। শুধু বিজয়কুমারের কৌশলে আমি সুদূর দিল্লী থেকে তোমার আশ্রয়ে পালিয়ে এসেছি।

ভূপেন্দ্র। পালিয়ে এসেছিস ?

মেহের। এছাড়া কোন উপায় ছিল না বাবা।

ভূপেন্দ্র। শীলা ! [ঘৃণায় ছাড়িয়া দিলেন]

মেহের। কেন বাবা, তবে কি তোমার স্নেহচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত হবো ? বলো—বলো বাবা, আমাকে তুমি—

ভূপেন্দ্র। কন্যা হলেও আজ আর আমার আশ্রয় দেবার ক্ষমতা নেই শীলা।

মেহের। কেন বাবা, আমি হিন্দু হয়ে মুসলমানের—

ভূপেন্দ্র। হিন্দু হলে কথা ছিল, মুসলমানের সঙ্গে ঘর বাঁধলোও দেখা যেত, কিন্তু এভাবে—

মেহের। বাবা !

ভূপেন্দ্র। রাজা বলে তোকে আমি কন্যাস্নেহে আশ্রয় দিতে পারি না মা। তুই এই মুহূর্তে প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যা।

মেহের। বাবা !

ভূপেন্দ্র। [উত্তেজিত ভাবে] না—না, তুই আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যা রাক্ষসী, নইলে অপমান করে তাড়িয়ে দেবো।

সহসা অর্ধোন্মাদিনী নন্দিনীর প্রবেশ।

নন্দিনী। তা দেবে বৈকি! আমার মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে যেমন বুকখানা আঁধার করে দিয়েছ, ভগবান তোমাকেও ঠিক সেইভাবে শাস্তি দিয়েছে। এইতো তার নিয়ম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ভূপেন্দ্র। নন্দিনী!

নন্দিনী। পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয় রাক্ষসী! নইলে ওই বুড়োটা আমার মত তোরও হাড়-মাংস চিবিয়ে খাবে। [হাতের লতাপাতা ছিঁড়িতে লাগিল]

ভূপেন্দ্র। নন্দিনী!

নন্দিনী। কি গো মেয়ে! দাঁড়িয়ে কেন, ফুলের মালাখানা এবার গলায় পর, আর এই বুড়োটাকে একছড়া পরিয়ে দিয়ে সুলতান আলাউদ্দিনের মত ফুলশয্যার রাত কাটাবে যাও! হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি বাসর জাগবো যাই—কেমন? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

মেহের। বাবা!

ভূপেন্দ্র। কে আছিস, তাড়িয়ে দে ওদের।

বিজয়কুমারের প্রবেশ।

বিজয়। না মহারাজ! সে অধিকার আজ আপনার নেই। ভাই হয়ে বোনকে যখন নিয়ে এসেছি, তার রক্ষার দায়িত্ব আমাকে নিতেই হবে।

মেহের। বিজয়!

বিজয়। কেন দিদি, আমাকে লুকিয়ে পরিচয় দিতে কেন এলে এই

পাষাণ রাজার সম্মুখে। আমি তো বলেছি, যতদিন তোমার এ ভাইয়ের বাহুতে শক্তি থাকবে, ততদিন তোমাদের মত জন্মদুঃখিনীদের ভার নিতে সে কোনদিন পশ্চাৎপদ হবে না।

ভূপেন্দ্র। বিজয়, আমার অবাধ্য হবার ভবিষ্যতটা একবার ভেবে দেখেছ ?

বিজয়। দেখেছি মহারাজ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছি পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-ভালবাসা, পরিচয়হীন পরগাছার মত ঘুরে বেড়িয়েছি সমগ্র ভারতবর্ষ।

ভূপেন্দ্র। কিন্তু সোমশুক্লা ?

ভূপেন্দ্র। চম্পাকে হারিয়ে আজ আর কুমারী সোমশুক্লার লোভ আমার নেই মহারাজ। আমি এই মুহূর্তে এই দুই অভাগিনী নারীকে নিয়ে দাক্ষিণাত্য ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

মেহের। বিজয় !

বিজয়। অপরাধ নিও না দিদি। মহারাজের আদেশে দিল্লীতে গিয়ে নিজের হাতে যে পাপ করে এসেছি, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করবার একটুখানি সুযোগ দাও। [প্রস্থানোদ্যত]

ভূপেন্দ্র। বিজয় !

বিজয়। পেছু ডাকবেন না মহারাজ। সংসারে মায়ায় বাঁধন যাকে এতদিন টেনে রাখতে পারেনি, তাকে আপনি আর ফেরাতে পারবেন না। আমি ওদের নিয়ে চললাম।

দুঃখভারাক্রান্ত নাগেশ্বরের প্রবেশ।

নাগেশ্বর। সেই সঙ্গে আমাকেও বিদায় দিন মহারাজ।

ভূপেন্দ্র। কে, নাগেশ্বর ? তুমিও যাবে ? ভেবেছিলাম বিজয়ের

হাতে সোমশুক্লাকে সমর্পণ করে রামরুদ্রের শোক ভুলে এবার বিশ্রাম নেবো; কিন্তু হলো না। বেশ যাও, তোমরা সবাই চলে যাও। আমি আর কাউকে বাধা দেবো না। যার জন্য আমার সারাজীবনের সাধনা—সেই শয়তান আলাউদ্দিনকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছি। আর আমি কিছু চাই না।

নাগেশ্বর। একটা কথা ছিল মহারাজ!

ভূপেন্দ্র। বল।

নাগেশ্বর। আপনি আমাদের শীলা-মায়ের জন্য বৃথাই উত্তেজিত হয়েছেন। আমি প্রজাদের কাছে আবেদন জানিয়ে এসেছি, তারা মাকে আর নির্বাসন দিতে চায় না। কারণ রাজকন্যা তো স্বেচ্ছায় ম্লেচ্ছের ঘরে জাত দেয়নি—দিয়েছে দেশের জন্য।

ভূপেন্দ্র। [প্রফুল্ল হইয়া] প্রজারা এই কথা বলছে?

নাগেশ্বর। হ্যাঁ মহারাজ! ওই শুনুন তাদের সমবেত প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাস।

[নেপথ্যে—"জয় মহারাজ ভূপেন্দ্র সিংহের জয়, জয় পঞ্চমপুরের ভাবী জামাতা বিজয়কুমারের জয়!"]

ভূপেন্দ্র। তাহলে আর ভয় নেই মা। তোকে আমার কোল থেকে আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আজ বিদায়ের চরম লগ্নে বিজয়ের হাতে সমস্ত ভার বুঝিয়ে দিয়ে বাপ-বেটিতে মিলে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব।

মেহের। বাবা!

নাগেশ্বর ও বিজয়। মহারাজ!

ভূপেন্দ্র। এমন দুঃখের দিনেও আমার অন্তরে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। যাও নাগেশ্বর, বিবাহের শুভদিন স্থির করে সমগ্র

দাক্ষিণাত্যে উৎসবের আয়োজন কর। এই উৎসবে যেন কোন ত্রুটি না থাকে।

নাগেশ্বর। তাই হবে মহারাজ, তাই হবে। আমি এখুনি যাচ্ছি উৎসবের আয়োজন করতে।

[প্রস্থান।

ভূপেন্দ্র। মেহের! আয় মা, তোর পাগলী বোনটাকে এবার একটু নজরে রাখিস। এসো বিজয়! তোমরা এই নিরানন্দ পুরীতে আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দেবে এস।

[প্রস্থান।

মেহের। চল বাবা, তোমার কথাই আমি সানন্দে মেনে নিলাম। এসো বিজয়কুমার!

[বিজয় সহ প্রস্থান।

———

পঞ্চম অঙ্ক

—এক—

সুলতান প্রাসাদ

মণিহার দেখিতে দেখিতে আলাউদ্দিনের প্রবেশ।
তাহার বিকৃত মস্তিষ্ক ও ভগ্নস্বাস্থ্য।

আলাউদ্দিন। এই সেই মণিহার। যা দিয়ে আমি আমার ঔরসজাত কন্যা চম্পাকলির ইজ্জত নিয়েছি। ওঃ খোদা! শেষে তুমি এই করলে মেহেরবান! [ভাঙিয়া পড়িলেন] দেখে যাও বিশ্ববাসী! যে পাপ করে, খোদার দুনিয়ার তার শাস্তি কি নির্মম—কি ভীষণ! [কাতর হইয়া] না-না, আমি যে আর যন্ত্রণা সইতে পারছি না। [উত্তেজিত হইয়া] আমি যাব—আমি যাব। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে খোদার দরবারে আমি ফরিয়াদী হবো। [উন্মত্ত হইয়া] কে আছিস, নিয়ে আয় আমার হাতিয়ার। আমি সবাইকে কোতল করবো, হাঃ-হাঃ-হাঃ! [উত্তেজনায় অগ্রসর হইতেই পতনোন্মুখ হইল]

দ্রুত মুসলমানীবেশী চম্পাকলির প্রবেশ।

চম্পা। [তাড়াতাড়ি আলাউদ্দিনকে ধরিয়া ফেলিয়া] আব্বাজান! আব্বাজান!

আলাউদ্দিন। কে—কে?

চম্পা। আমি আব্বাজান।

আলাউদ্দিন। [চম্পাকলির কথায় কর্ণপাত না করিয়া] তুমি! রাণী পদ্মিনী? তুমি এসেছ? এসো—এসো প্রিয়া, জীবিত থাকতে তোমাকে পাইনি, আজ বিদায় বেলায় আমাকে তুমি সাথী কর—সাথী কর। [পদ্মিনীভ্রমে চম্পাকলিকে জড়াইয়া ধরিতে গেলে চম্পাকলি সরিয়া গেল]

চম্পা। আব্বাজান!

আলাউদ্দিন। কে, কে ডাকে? ও—তুমি? না-না, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না দেবী। তোমার কৌমার্য ধ্বংস করে আমি জলে-পুড়ে মরছি। কিন্তু আর যে সইতে পারছি না। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি চম্পা—এবার তুমি আমাকে মুক্তি দাও। [পদধারণ করিতে গেলে চম্পাকলি সরিয়া গেল]

চম্পা। আব্বাজান—আব্বাজান—

আলাউদ্দিন। চম্পা—চম্পা—[অশ্রু ঝরিয়া পড়িল]

চম্পা। দুঃখ করো না আব্বাজান! সবাই তোমাকে ছেড়ে গেলেও, আমি তোমাকে আবার সারিয়ে তুলবো। বিশ্ববাসীর কাছে তুমি পুনরায় ভারত সম্রাট আখ্যা লাভ করবে।

আলাউদ্দিন। না মা, না। সে আর হয় না। আমি বুঝতে পেরেছি, কারা যেন আমার বিরুদ্ধে ছুরি শানাচ্ছে—আজ দুনিয়ার অত্যাচারীরা দেখুক, পাপ করলে পাপের শাস্তি কি ভয়ঙ্কর!

চম্পা। আব্বাজান!

আলাউদ্দিন। [স্থির নেত্রে তাকাইয়া] ওই চেয়ে দেখ—রাণী পদ্মিনী, পুত্র খিজির খাঁ, সবাই আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি যাব—আমি যাব, ওরে কে আছিস—আমাকে ওদের কাছে রেখে আয়, রেখে আয়। [উদভ্রান্তভাবে প্রস্থান।

চম্পা। আব্বাজান—আব্বাজান—

[দ্রুত প্রস্থান।

কুটিল দৃষ্টিতে হাতে সুরাপাত্র লইয়া কাফুর খাঁর প্রবেশ।

কাফুর। তোমাকে রেখে আসার জন্য আমি প্রস্তুত সুলতান। আমি ছাড়া তোমাকে আর কেউ মুক্তি দিতে পারবে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সুলতান আলাউদ্দিন! এই বিষ মিশ্রিত সুরায় আজ তোমার খেল খতম করবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সহসা কয়েদীর বেশে রক্তাক্ত দেহে তরবারি হস্তে আনোয়ারের প্রবেশ।

আনোয়ার। আমি জীবিত থাকতে তা সম্ভব নয় সিপাহশালার।

কাফুর। [শিহরিয়া] কে! ও আনোয়ার, তুমি ?

আনোয়ার। হ্যাঁ। কারাগার ভেঙে আমি পালিয়ে এসেছি। সেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি এক কারারক্ষীর তীক্ষ্ণধার হাতিয়ার।

কাফুর। আনোয়ার!

আনোয়ার। সইতে পারলাম না সিপাহশালার। যার অঙ্গুলি হেলনে একদিন হাজার হাজার দেহরক্ষী ঝাঁপিয়ে পড়তো মরণ সমুদ্রে, সেই সুলতান আজ একটু পানীয়ের জন্য আর্তস্বরে চিৎকার করছে। এ আপনি কি করেছেন মালিক কাফুর!

কাফুর। হুঁশিয়ার হয়ে কথা বল আনোয়ার!

আনোয়ার। হুঁশিয়ার হয়েই আমি এসেছি সিপাহশালার। জানি দিল্লীর সিংহাসন আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমীর-ওমরাহেরা আপনার সম্পূর্ণ করতলগত। তবু এ গোলামের শেষ আর্জি—আপনি

সুলতানকে প্রাণে মারবেন না। ভেবে দেখুন মালিক কাফুর, আজ ভারতবাসীর কাছে আমাদের সুলতানের মত ভাগ্যহীন আর কেউ নেই।

কাফুর। আমি তোমার উপদেশ শুনতে চাই না। পথ ছাড়।

আনোয়ার। আমাকে হত্যা না করে এক পাও এগিয়ে যেতে পারবেন না।

কাফুর। উত্তম। এবার খোদাকে স্মরণ কর। [উভয়ের যুদ্ধ; কাফুর খাঁ কর্তৃক আনোয়ারের বক্ষে অস্ত্রাঘাত]

আনোয়ার। [বক্ষ চাপিয়া] আঃ—

কাফুর। আনোয়ার!

আনোয়ার। দোষ আপনার নয় সিপাহশালার, দোষ আমার নসীবের।

কাফুর। আনোয়ার!

আনোয়ার। বিশ্ববাসী জানবে, আনোয়ার হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েও সে কোনদিন তার মালিকের সঙ্গে বেইমানী করেনি।

কাফুর। আনোয়ার!

আনোয়ার। বিদায় সিপাহশালার। বিদায় ভারতের মাটি! বিদায় বেলায় এই হতভাগ্য বান্দার শেষ সেলাম।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

কাফুর। আনোয়ার গেছে, এইবার শয়তান আলাউদ্দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ!　　　　　　　　　　　　　　　　[দ্রুত প্রস্থান।

কাঁপিতে কাঁপিতে স্খলিত পদক্ষেপে আলাউদ্দিনের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। আঃ—আঃ, একটু পানি—একটু পানি! কে আছিস,

একটু পানি! না, কেউ নেই। ওঃ, খোদা! ভারত সম্রাট আলাউদ্দিনের জীবনে এ তুমি কি করলে মালিক? না-না, এভাবে আমি আর পারছি না। ওঃ, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। কে আছিস, একটু পানি—

পানীয় পাত্র হাতে কাফুর খাঁর প্রবেশ।

কাফুর। আমি আছি জনাব।

আলাউদ্দিন। [উৎফুল্ল হইয়া] ও, কাফুর খাঁ! জানি—জানি সিপাহশালার, আমার এ দুর্দিনে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। কৈ, দাও—দাও কাফুর, পানি দাও।

কাফুর। এই নিন জনাব।

[কাফুর পানীয় দিল, আলাউদ্দিন পান করিতে লাগিল।]

নেপথ্যে চম্পা। আব্বাজান—আব্বাজান—

আলাউদ্দিন। [পান করিতে করিতে] কে—কে ডাকে?

কাফুর। ও কেউ নয়, আপনি পান করুন।

আলাউদ্দিন। [পান করিয়া] আঃ—

সহসা উন্মাদিনীর ন্যায় চম্পাকলির প্রবেশ।

চম্পা। আব্বাজান—আব্বাজান! আপনি এ পানীয় মুখে তুলবেন না। ওতে মালিক কাফুর বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।

কাফুর। [তীব্রস্বরে] চম্পাকলি!

আলাউদ্দিন। একি, পানীয়ের সঙ্গে তুমি কি দিলে কাফুর খাঁ? আমি যে আর দাঁড়াতে পারছি না। সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে! আঃ—আঃ—[পতন]

চম্পা। আব্বাজান! আব্বাজান!

কাফুর। প্রতিশোধ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! চরম প্রতিশোধ। এইবার দিল্লীর মসনদ আমার হাতের মুঠোয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

চম্পা। আমি বেঁচে থাকতে তোমার সে স্বপ্ন সফল হতে দেবো না কাফের! সমগ্র ভারতবর্ষে তোমার এ কুকীর্তির কাহিনী একাই প্রচার করবো। আর—

কাফুর। সে সুযোগ তোমাকে আমি দেবো না শয়তানী। যাও, কবরের তলায় আমার কুকীর্তির কাহিনী চিরকালের মত প্রচার করবে যাও। [চম্পাকলিকে অস্ত্রাঘাত]

চম্পা। আঃ—[পতন]

কাফুর। খোদা! এ গোলামের গোস্তাকী মাফ করো না মালিক! কিন্তু যাদের আমি কোনদিন সুনজরে দেখতে পারিনি, কবরে যাওয়ার বেলায় তাদের কসুর তুমি মাফ করো মেহেরবান। [আলাউদ্দিন ও চম্পাকলির দেহের দিকে তাকাইয়া] একদিন আলাউদ্দিনকে প্ররোচিত করে যে মণিহার দিয়ে কৌশলের জালে এ নাটকের শুরু করেছিলাম—বিদায় বেলায় সেই "মণিহার" দিয়েই শেষ করলাম।

[মালিক কাফুর আলাউদ্দিনের নিকট হইতে মণিহার আনিয়া চম্পাকলির গলায় পরাইয়া দিলেন, পরে নমাজের ভঙ্গিতে বসিলেন।]

———

যবনিকা।